ওয়েস্টার্ন

বেপরোয়া পশ্চিম

কাজি মাহবুব হোসেন

সবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন

বেপরোয়া পশ্চিম

কাজি মাহবুব হোসেন

একচোখা বিচারে জিম স্টিলওয়েলের ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে খুন করেনি... সোনার লোভে শেরিফের প্রেমিকা ওকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াল...রোডিওতে হাজির করা হয়েছে এক ধুরন্ধর খুনে ঘোড়া...একটা মেয়ের সোনার খনি ছিনিয়ে নিতে চাইছে স্টেজস্টেশনের মালিক... এই রকম কয়েকটি বেপরোয়া, বিচিত্র কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে বেপরোয়া পশ্চিম।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুমঃ ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন ৯৯

বেপরোয়া পশ্চিম

কাজি মাহবুব হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16 8099 8

প্রকাশকঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩

প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ আলীম আজিজ

রচনাঃ বিদেশী কাহিনী অনুসরণে

মুদ্রাকরঃ
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানাঃ
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপনঃ ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্সঃ ৮৫০

শো-রুমঃ
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

BEPOROA PASCHIM
By Qazi Mahbub Hussain

চব্বিশ টাকা

ফাঁসি ৫
কলহ ৩০
মেসকিটের মস্তান ৫২
কঠিন পশ্চিম ৮১
কলোরাডো কিড্ ১০৯
খুনে ঘোড়া ১৪০
সোনার খনি ১৬৮

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২।

খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।

রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার।

শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২।

আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।

রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।

হিফজুর রহমান: শিকারী।

জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।

আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।

আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা।

বজলুর রহমান: বাজি।

খসরু চৌধুরী: ভুল।

আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।

এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।

তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা।

কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।

কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী।

ফাঁসি

শনিবার দুপুরে জিম স্টিলওয়েলের ফাঁসি হবে। কিছু অলস আর বেকার লোক ফাঁসিকাঠ তৈরির কাজ দেখছে। এটাই ক্যানিয়ন গ্যাপ এলাকায় প্রথম কোর্টে বিচারের পর আইন সম্মত নিয়ম অনুযায়ী ফাঁসি। এবং এটাই টেরিটরিতে নির্মিত প্রথম ফাঁসিকাঠ। এটা ঠিক যে জাঁক-জমকের সাথেই কাজ করা ক্যানিয়ন গ্যাপের অধিবাসীদের রেওয়াজ।

চারিদিক থেকে লোক আসছে। র‍্যাঞ্চের লোক, খনি থেকে শক্ত বুট পরা লোকজন সবাই এসে জড় হচ্ছে। নয়টা সেলুন বন্ধ থাকবে—কিন্তু শুধু ফাঁসির সময়টুকুর জন্যে। প্যালেস সেলুনের পিছনে, যেখানে ক্রিকের দুই ধারে কটনউড গাছের সারি—ফ্যাট মেরি তার মেয়েদের জন্যে তিন ঘণ্টা ছুটি মঞ্জুর করেছে। এক ঘণ্টা ফাঁসির জন্যে, দ্বিতীয় ঘণ্টা শোক করার জন্যে, আর তৃতীয় ঘণ্টা পান করে চোখের পানি শেষ করার জন্যে।

কারণ জিম হচ্ছে খরচে মানুষ। গরীব পাড়ার রাস্তার দুধারের মানুষই ওকে ভালবাসে। ওর অভাবটাও সবাই অনুভব করবে কারণ দরাজ মিষ্টি গলায় গান গাইত সে। এবং দেখতেও ছিল সুপুরুষ। কিন্তু পিস্তলে ওর হাত ছিল মারাত্মক রকম ফাস্ট। তাই ওর ফাঁসি দেখার জন্যে চারদিক থেকে লোক আসছে।

জেলখানার গারদের ফাঁক দিয়ে ফাঁসিকাঠ তৈরির কাজ দেখছিল। 'উঁচু করে বানাও!' ওদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল সে। 'শক্ত আর সুন্দরও কোরো—কারণ কালকে তোমরা ক্যানিয়ন গ্যাপের সবথেকে ভাল লোকটাকেই ফাঁসি দিতে যাচ্ছ!'

বুড়ো ফ্রেডি গ্যাপের প্রথম ভিত্তি স্থাপনের আগে ব্রোকেন হিল্‌সের এই এলাকাটা খুঁজে বের করেছিল। মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে রাস্তার ধুলোয় থুতু ফেলল লোকটা। 'কথাটা আসলেই সত্যি,' বলল সে। 'মিছে নয়। ওই পাহাড়টা পেরিয়ে যদি অ্যাপাচিরা এই মুহূর্তে আক্রমণ করে বসে তবে ফাইট করার জন্যে আমার পাশে জিমকেই আমি মনে-প্রাণে চাইব। অন্য কাউকে নয়।'

মাথা ঝাঁকাল এডিটর সুলিভান। 'জিম যে শ্রেষ্ঠ ফাইটার এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না,' বলল সে। 'আইনের প্যাঁচে পড়েই ওর এই দশা হলো, নইলে লোকটা ভালই ছিল।'

খাঁটি কথাই বলেছে সুলিভান। যারা কথাটা শুনতে পেল তারা প্রত্যেকেই মনেমনে অন্তর থেকেই কথাটা স্বীকার করল।

'কিছু লোক আছে যারা ওর ফাঁসিতে হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে এটা আমি বাজি রেখে বলতে পারি,' মন্তব্য করল ফ্রেডি।

'কথাবার্তা তোমার একটু সাবধানে বলা উচিত।' অস্বস্তিভরে চারপাশে একবার তাকিয়ে দেখল জ্যাক এলবার্ট। 'ক্ষমতাশালী লোকের বিরুদ্ধে ইঙ্গিত করলে তোমার বিপদ ঘটতে পারে।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করল ফ্রেডি। 'জিমকে ফাঁদে ফেলে জেলে ভরার পর এখন আর সেটা অসম্ভব কিছুই না। কিন্তু আমি বুড়ো হয়েছি তাই সত্যি কথা বলতে আর ভয় পাই না। তিনকাল গিয়ে এখন এককালে ঠেকেছি, আমার থেকে ওরা আর কিইবা নেবে? আমার

প্রাণ? মরতে আর ভয় পাই না আমি। তবে মারতে হলে ওদের আমাকে পিছন থেকে গুলি করে মারতে হবে। এবং সেটাই হয়ত ওরা করবে যদি জিমের মত আমাকেও আইনের ফাঁকে ফেলে ফাঁসি না দিতে পারে।'

কেউ আর কিছু বলল না। বিষণ্ন চোখে সুলিভান ফাঁসিকাঠটার দিকে তাকাল। জিম যে একজন আউটল তাতে কোন সন্দেহ নেই। সবাই জানে টাকার দরকার হলে এদিক-সেদিক থেকে দু'একটা গরু সে বিক্রি করে খেয়েছে। প্যালেস সেলুনে অবাধে মদ খেয়ে অনেক ভাল লোককেই সে অসন্তুষ্ট করেছে। কটনউডের পাশের রাস্তায় ওর আনাগোনাও অনেকে ভাল চোখে দেখে না। এতেও কোন সন্দেহ নেই যে সে সেদিন রাওজেন্‌সকে স্টেজকোচটাকে আটক করেছিল। কিন্তু তার পরের ঘটনাবলীতে অনেক সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

মিচেল থর্প মারা গেছে। আগে যারা মারা গেছে তাদের সাথেই বুটহিলে কবর দেয়া হয়েছে ওকে। মিচেল থর্প—স্টেজকোচের শটগান রাইডার—সেদিন রাতে মারা যাওয়ার আগে কেউ ওর কোচ থেকে ডাকাতি করে কিছু নিতে পারেনি।

যেভাবেই বিচার করে দেখা হোক না কেন ঘটনাটা একটু অদ্ভুত। কিন্তু জিম লোকটাও একটু অদ্ভুত। মুডের ওপর চলে, কখনও হাসিখুশি আবার কখনও সিরিয়াস। আশ্চর্য একটা বুনো ভাব ওর মধ্যে রয়েছে যা একান্তই ওর নিজস্ব।

জিম হঠাৎ ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে যখন স্টেজকোচ থামিয়েছিল, সেদিন মিচেল থর্প ছিল বাক্সটার ওপর বসা। জিমের মুখে মুখোশ ছিল ঠিকই, কিন্তু ওটা যে জিম এটা কে না জানত?

দু'হাতে দুটো পিস্তল বাগিয়ে বেরিয়ে এসে বলেছিল, 'গাড়ি থামাও, জেসি! তুমি...' হঠাৎ মাঝপথেই কথা থেমে গেল ওর। কারণ জেসির বদলে মিচেলকে দেখতে পেল সে।

শটগানে ভাল হাত আছে বলে মিচেলের সুনাম আছে। ওর হাঁটুর ওপর রয়েছে শটগানটা, কিন্তু নলের মুখটা জিমের দিকে ছিল না। জিমের খোলা পিস্তলের মুখে শটগানটা ঘুরাবার সুযোগ যে মিচেল পাবে না এটা সে নিজেই জানত। স্টেজ ড্রাইভার ক্যাপ ফ্রীম্যানও সেটা জানে। জিম স্টিলওয়েল স্টেজটাকে সুবিধা মতই বাগে পেয়েছে—মিচেল নিরুপায়।

'সরি, মিচ!' পরিষ্কার গলায় বলেছিল জিম, সবাই শুনল। 'আমি ভেবেছিলাম আজ তোমার ছুটি। তোমার স্টেজ আমি কখনও লুট করব না। তোমাকে গুলি করতে পারব না আমি বা আমাকে গুলি করতেও তোমাকে বাধ্য করব না।' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে, 'গুড নাইট,' বলে সে চলে গেল।

জিম ওই রকমই। এইসব কারণেই গিলার ধারে সবাই ওকে পছন্দ করে। এই জন্যেই নুয়েসেস পর্যন্ত লোকে তার গল্প বলে। কিন্তু এর পরের ঘটনা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

স্টেজটা দক্ষিণে এগিয়ে গেল। সিক্স-শ্যুটার গ্যাপের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময়ে হঠাৎ পাথরের আড়াল থেকে শটগানের গুলির শব্দ হল। মিচেল থর্প বাক্সের ওপর থেকে মরে উল্টে নিচে পড়ল। আবার গুলির শব্দ হল। এবারে ছিটকে মেসকিট ঝোপের ওপর পড়ে কয়েকবার কেশে স্থির হয়ে গেল ড্রাইভার।

ভয়ে ভিতরের কেউ এক চুল নড়ল না। শব্দ পেল কে যেন কোচের ছাদে উঠে বাক্সটা নিচে ফেলল। তারপর শুনল কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে

চলে গেল। একটা ঘোড়া, একজন আরোহী।

পরদিন সকালে ওরা জিমকে গ্রেপ্তার করল।

সে ওই সময়ে স্নান করছিল। ওইটুকু সময় ওকে দেয়া হলো। ওর কোমরে পিস্তল ছিল না। তাই বিনা ঝামেলাতেই ওকে ধরল ওরা। কোন প্রতিবাদই করেনি জিম। ওকে শুধু অবাক হতে দেখা গেল।

'আরে! তোমরা এসব কি করছ?' বলেছিল সে। 'আমি তো কিছুই করিনি! এসব কি?'

'ব্যাপারটাকে তুমি কিছুই না বলে উড়িয়ে দিতে চাইছ? গতরাতে তুমি স্টেজ লুট করেছ।'

'ও এই ব্যাপার?' হাসল সে। 'তোমাদের পিস্তল নামাও। আমি আপোষেই আসছি। তোমরা নিশ্চয় এতক্ষণে খবর পেয়েছ আমি ওটাকে থামিয়েছিলাম বটে কিন্তু কিছুই নিইনি। আমি একটু তামাশা করতে চেয়েছিলাম—কিন্তু মিচেলকে দেখে বুঝলাম তামাশা চলবে না। লোকটা স্থির বসে থাকবে লুট করার সময়ে—কিন্তু আমি যাওয়ার সময়ে সে ঠিকই আমাকে গুলি করে ছ্যাঁদা করে দেবে—সব সময়েই খুব বিশ্বাসী লোক ছিল মিচেল।'

'তুমি বললে বিশ্বাসী লোক ''ছিল'', তাহলে নিশ্চয় তুমি জানো তোমারই গুলিতে সে মারা গেছে?'

জিমের মুখের ভাব বদলে গেল। 'মেরেছি? কাকে? এসব কি বলছ?'

এবার ওরা সব বলল। শুনে জিমের মুখ ফ্যাকাসে হল—অসুস্থ দেখাচ্ছে ওকে। সবার মুখের দিকে ঘুরে তাকাল সে—কারও চেহারা ফ্রেন্ডলি মনে হলো না। যারা দুজন মারা গেছে তারা দুজনেই ফ্যামিলি-ম্যান ছিল। সবাই ওদের পছন্দ করত।

'কাজটা আমি করিনি,' জিম বলল। 'এটা আর কেউ করেছে। ওদের আমি ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, একটা শটগান জোগাড় করা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলে!' জোর গলায় বলল জন হেনরি। ওই লোকটাই ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা পাঠিয়েছিল। 'তুমি নিজেই বলেছ, তুমি জানতে মিচেল গুলি করবে, তাই তুমি তখন পিছিয়ে গেছিলে। পরে শটগান নিয়ে ফিরে এসে আড়াল থেকে গুলি করে ওদের মেরেছ।'

'এটা মোটেও সত্যি না।' জিম এবার সিরিয়াস হল। 'মিচেলের শটগান তখন অন্য দিকে মুখ করে রাখা ছিল। আমার পিস্তলের মুখেই ছিল সে। যদি ওকে আমার মারারই প্ল্যান থাকত তবে তখনই আমি ওকে মারতে পারতাম।'

হ্যাঁ, বিচারও একটা করেছিল ওরা। টাকসন থেকে জাজ এনে কোর্ট বসানো হল। বিচার করল ওরা, এবং বড় করেই করল। চারদিক থেকে লোক এল। অনেকে অনেক কথা বলল, কিন্তু জিমের পক্ষ নিয়ে তেমন কিছুই বলা হল না।

মজার ব্যাপার হলো ওখানকার বেশিরভাগ লোকই জানত জিম কি ধরনের লোক। কিন্তু সবাই যা জানে সেসব কোর্টে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ নয়। কেউ যত ভাল করেই জানুক যে মানুষটা খুনী নয়—সেই জানা কোর্টে তাকে নির্দোষ বলে প্রমাণ করতে পারবে না।

ওদের উকিল কেসটাকে এমন ভাবে সাজাল যে সবকিছুই জিমের বিপক্ষে গেল। জিম নিজেই স্বীকার করল তার হাতে সাত জন মানুষ মারা পড়েছে। সবগুলোই সামনাসামনি ফেয়ার ফাইট ছিল বটে—কিন্তু ওর পিস্তলের গুলিতে মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। কয়েকটা গরু

চুরি করে বিক্রি করার কথাও অস্বীকার করেনি জিম। সে যদি স্বীকার না করত ওরা এটা কোর্টে কিছুতেই প্রমাণ করতে পারত না। কিন্তু কোর্টের নিয়ম কানুনের সাথে জিমের কোন পরিচয় নেই। সে জানত গ্যাপের সবাই জানে গরুগুলো সে'ই নিয়েছিল। আসলে সত্যি কথা অস্বীকার করার কথা ওর মাথাতেই আসেনি।

কয়েকটা স্টেজকোচ থামিয়ে কিছু টাকা পয়সা সে নিয়েছে এটাও সে স্বীকার করেছে। কিন্তু মিচেলকে মারা বা বাক্সটা নেয়ার কথা সে জোর দিয়ে অস্বীকার করেছে।

ওই বাক্সে বিশ হাজার ডলারের স্বর্ণমুদ্রা ছিল।

সবাই ভেবেছিল রয় পাই ওকে কোর্টে ডিফেন্ড করবে, কিন্তু সে সরাসরি মুখের ওপরই মানা করে দিল। ওর সাথে পোকার খেলেছে জিম, লোকটা ওর বন্ধু ছিল। কিন্তু কেসটা নিল না সে। ওর এই ব্যবহারে মনে বড় রকমের একটা চোট পেল জিম। টোনি বেলও অস্বীকার করল। সুতরাং ওর ভাগ্যে জুটল বাক্ মেবেরি, এক বুড়ো মাতাল।

জানা কথাই সে দোষী সাব্যস্ত হবে। পাঁড় মাতাল বুড়ো আর ওকে কি ডিফেন্ড করবে? ওরা যখন জিম স্টিলওয়েলকে জেরা করা শেষ করল ততক্ষণে ওর মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত হয়ে গেছে।

সে একবার ওই স্টেজকোচটাকে পিস্তলের মুখে থামিয়েছিল। সে সাত জন মানুষ খুন করেছে—অর্থাৎ খুন করতে ওর বাধে না। ক্যানিয়ন গ্যাপে অনেক খারাপ লোকের সাথে ওর ওঠাবসা আছে। তাছাড়া ঘটনার সময়ে সে আর কোথাও ছিল, এমন কোন অজুহাত বা প্রমাণ তার নেই।

জন হেনরি তার দরজায় দাঁড়িয়ে সিগার চিবাচ্ছে আর ফাঁসিকাঠ

তৈরির কাজ দেখছে। ওকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুড়ো ফ্রেডির গা জ্বলছে। কোন মানুষের প্রতি যে আর একটা মানুষের এত আক্রোশ থাকতে পারে তা হেনরিকে না দেখলে বোঝা কঠিন। জিমের প্রতি ওর আক্রোশ সবকিছুর মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

কেন? বিশেষ কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ব্যক্তিত্ব আর জনপ্রিয়তা হয়ত এর একটা কারণ হতে পারে। ওরা দুজন সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের। লোক ঠকিয়ে হেনরি তার বিপুল সম্পদ একটু একটু করে গড়ে তুলেছে। আর জিম তার টাকা হয় খরচ করে নয়ত যাদের অভাব তাদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। প্রতি রোববারে চার্চে যায় হেনরি—একজন উঠতি ব্যবসায়ী যুবক সে। শহরের ব্যাঙ্ক এবং এক্সপ্রেস কোম্পানির মালিক। সম্প্রতি এই এলাকার সবথেকে ভাল র‍্যাঞ্চটাও সে কিনেছে।

জিমের হাতে কখনও টাকা থাকে না। যখন মন চায় কাউবয়ের কাজ করে সে। কাজের সময়ে ওর মত খাটিয়ে লোক দুটো আর পাওয়া যাবে না। একবার সে সি.-এম র‍্যাঞ্চের গরুগুলোকে প্রায় একাই উত্তরের তুষার ঝড়ের হাত থেকে রক্ষা করেছিল।

বিধবা উইনবার্নের র‍্যাঞ্চে বুড়ো মারা যাওয়ার পর সে রাতদিন খেটে ছয়জন মানুষের কাজ একাই করে র‍্যাঞ্চটাকে দাঁড় করিয়ে বুড়ির সচ্ছলভাবে চলার একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছিল।

জিম নিজের জন্যে একটা পয়সাও রাখেনি। যখন যা পেয়েছে খাওয়া-দাওয়া করে উড়িয়েছে কিংবা বিলিয়ে দিয়েছে। বাকি সময় কটনউড গাছের নিচে বসে তার পুরানো গিটার বাজিয়ে গান গেয়ে কাটিয়েছে। বেশিরভাগই পুরানো স্কচ, আইরিশ বা ইংলিশ গান। অবশ্য কিছু গান সে গাওয়ার সময়ে নিজেই নতুন কথা আর সুর তৈরি করে গাইত।

মাঝেমধ্যে মারপিটও করেছে সে। একাই পিটিয়ে লোগান তিন ভাইকে ঠাণ্ডা করেছিল একবার। ঘটনাটা বুড়ো ফ্রেডির বিশেষভাবে মনে আছে কারণ তখনই মেরি বেলের রুমালে সে রক্ত ভরিয়েছিল।

বেল পরিবার ওই শহরের সমাজের মাথা। সব শহরেই একটা সমাজ থাকে, এবং জাজ আর্থার বেল ওই শহরের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। ওদের টাকা-পয়সা তো আছেই, পশ্চিমের লোকজন জাজ আর্থারের নাম জানে।

সবাই জানে, আর্থার বেলের পরিবার একটা সম্মানিত পরিবার। সৎ বলেও ওদের সুনাম আছে। ওদের কারও ওপর কোনদিন দুর্নামের ছায়া পর্যন্ত পড়েনি। মেরির প্রতি জন হেনরির ছিল প্রচণ্ড আকর্ষণ। কিন্তু মেরি কখনও ওকে পাত্তা দেয়নি। হেনরির ধারণা ছিল এত টাকা পয়সার মালিক হয়ে সে একজন দামী লোক হয়ে উঠেছে। মেরির সরাসরি প্রত্যাখ্যানে সে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু শহরের লোক যারা ওকে ওর স্বভাবের জন্যে অপছন্দ করে, তারা খুশি হয়ে আড়ালে মুখ-টিপে হেসেছিল।

কিন্তু তাই বলে মেরি যে নাক-উঁচু মেয়ে তা নয়। একবার বুড়ো ফ্রেডির যখন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মরার দশা হয়েছিল, তখন ওকে দেখার কেউ ছিল না। খবরটা মেরি পাওয়ার আগে পর্যন্ত গরীব পাড়ারই রিটা মিলস দিনরাত ওর দেখাশোনা করছিল।

মেয়েটা নিজে এসে ফ্রেডির দরজায় নক করল। দরজা খুলে সামনে মেরিকে দেখে সাত রঙে রাঙা হলো রিটার মুখ। সেও মোটামুটি সুন্দরী, কিন্তু রাস্তার ধারের মেয়ে। আর অন্যজন হচ্ছে মেরি বেল—ওদের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত।

আরক্ত মুখে ইতস্তত করছে রিটা। কি করবে বা কি বলবে বুঝতে পারছে না। কিন্তু মেরি সোজা ভিতরে ঢুকে পড়ল। তারপর ঘুরে বলল, 'ও কেমন আছে, রিটা? আমি জানতামই না সে অসুস্থ।'

আরও অবাক হলো রিটা। সে ভাবতেও পারেনি মেরির মত মেয়ে তার নাম জানতে পারে, বা এমন আন্তরিকভাবে তার সাথে কথা বলতে পারে।

'খুব খারাপ অবস্থা, মিস বেল, কিন্তু তোমার তো এখানে আসা ভাল দেখায় না—এটা···এটা যে সাধারণ লোকের রাস্তা।'

ওর দিকে চেয়ে একটু হাসল মেরি। 'আমি তা জানি, রিটা। কিন্তু ফ্রেডি অসুস্থ, আমি শুনেছি তুমি কিভাবে ওর সেবা যত্ন করছ। এবার তুমি একটু বিশ্রাম নাও, আমি ওর সাথে থাকছি।'

ইতস্তত করছে রিটা। দেখছে, সুন্দর নীল গাউন পরা মেয়েটাকে এই ছাপরার ঘরে কতটা বেমানান দেখাচ্ছে। 'করণের—করার তেমন কিছুই নেই,' প্রতিবাদ করল সে।

'আমি জানি।' ঝুঁকে একবার ফ্রেডিকে ভাল করে দেখে নিয়ে ফিরে বলল, 'শোনো, কাউকে পাঠিয়ে ডক্টর সমার্সকে এখানে আসতে বলো।'

'আমরা চেষ্টা করেছিলাম, মিস। সে আসবে না। বলে পাঠিয়েছে শহরের অন্য এলাকায় তার কারবার।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল মেরি। 'ওকে গিয়ে বলো মেরি বেল তাকে ডেকে পাঠিয়েছে!' তার গলার স্বর কঠিন শোনাল। 'সে আসবে।'

এলও তাই।

কিন্তু মিস বেল এমনই। অত্যন্ত সুন্দর মন তার। এবং ওখানেই

জিম স্টিলওয়েসের সাথে ওর প্রথম দেখা।

ওটা ছিল মেরির তৃতীয় দিন। রিটার সাথে ভাগাভাগি করে ফ্রেডির সেবার ভার নিয়েছিল সে। ওখানে সে একাই ছিল। বাড়ির সামনে ঘোড়া থামার শব্দ ওর কানে এল। দরজা ঠেলে ঢুকে ভিতরের কামরায় চলে এল জিম।

ওকে দেখেই চিনল মেরি। খেয়াল না করার মত মানুষ সে নয়। ছয় ফুট দু'ইঞ্চি লম্বা। প্রায় দুটো মানুষের সমান চওড়া কাঁধ। কোমরের দুপাশে দুটো পিস্তল ঝুলছে। পরনে র‍্যাঞ্চে কাজ করার পোশাক। মুখে দু'দিন না কাটার ফলে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। মেয়েটার চমকে ওঠারই কথা। লোকটা আউটল বলে পরিচিত, মানুষও খুন করেছে, আর সে রয়েছে একা, একজন অসুস্থ মানুষের সাথে।

দরজা খুলে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল জিম। মেরির দিক থেকে বিছানায় শোয়া ফ্রেডির দিকে চোখ ফেরাল সে। মেরিকে এখানে দেখে অবাক হলেও সেটা তার চেহারায় প্রকাশ পেল না। হ্যাটটা মাথা থেকে নামিয়ে সে কেবল জিজ্ঞেস করল, 'ও কেমন আছে, মিস বেল?'

মেরির মনটা ওকে দেখে কেন যেন একটু আন্দোলিত হলো। হয়ত বা একটু ভয়ও পেল। 'আগের চেয়ে ভাল,' বলল সে। 'মিস মিল্‌স্ আর আমি ওর দেখাশোনা করছি।'

রিটা প্রায় ওর পিছন-পিছনই ঢুকেছে। দ্রুত এগিয়ে জিমকে পাশ কাটিয়ে মেরির পাশে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। 'এখন সে অনেকটা ভাল, জিম,' বলল সে।

'হয়ত আমিও ওর সেবায় কিছু সাহায্য করতে পারব,' বলল জিম। মেরির দিকে চেয়ে আছে সে। মেয়েটার মুখ একটু ফ্যাকাসে আর চোখ দুটো বড় দেখাচ্ছে।

একটা চোখ খুলল ফ্রেডি। 'আবার আমার রোগ বাড়াতে চাও?' আপত্তি জানাল সে। 'যখনই আমি কোন সুন্দরী মহিলার সাথে কথা বলার সুযোগ পাই, কেউ না কেউ এসে বাগড়া বাধায়! ভাগো এখান থেকে!'

হাসল জিম। তারপর রিটা আর মেরির দিকে তাকাল। 'অন্তত ওর মাথাটা ঠিকই কাজ করছে,' বলে বেরিয়ে গেল সে।

মেরির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিটা। মেরি প্রথমে জিমকে বেরিয়ে যেতে দেখল, তারপর রিটার দিকে ফিরল।

'ও-ও একজন আউটল,' মেরি বলল।

দরজার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল রিটা। মেরির মন্তব্য শুনে ঝট করে ঘুরে তাকাল। এই প্রথম মেরির মুখের ওপর কথা বলল সে। 'ওর মত ভাল লোক আমি জীবনে দুটো দেখিনি!'

পরস্পরের দিকে দুজনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে পাল্লা দিয়ে বুড়ো ফ্রেডির যত্ন নেয়ার কাজে নামল। এত যত্ন পেয়ে সেবার ফ্রেডি সেরে উঠতে দীর্ঘ সময় নিয়েছিল।

মেরির রুমালে রক্ত লাগার ঘটনাটা এর পরের। মেরির পরনে ছিল হলুদ রঙের সুন্দর একটা সিল্কের জামা। মাথায় ছিল প্যারিস থেকে আমদানি করা হাল ফ্যাশনের জালের পর্দা দেয়া হ্যাট।

ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল মেয়েটা। ওকে এত সুন্দর দেখাচ্ছিল যে সবাই ঘুরে দ্বিতীয়বার ওকে দেখছিল। এই সময়ে হঠাৎ দড়াম করে প্যালেস সেলুনের দরজা খুলে কয়েকজন লোক মারপিট করতে করতে মেরির পাশ দিয়েই রাস্তায় নেমে এল। দেখা গেল ওরা হচ্ছে তিন জন লোগান আর জিম স্টিলওয়েল।

রাস্তার ধুলোয় পড়ে ওরা আবার উঠল। জিমের একটা প্রচণ্ড ঘুসি

খেয়ে বব লোগান চিত হয়ে পড়ল। স্কট লোগান ঘুসি বাগিয়ে ছুটে এল ওর দিকে। চট করে নিচু হয়ে ঘুসিটা এড়িয়ে ওর বেল্ট আর কলার ধরে ওকে শূন্যে তুলে আছাড় মারল জিম। মাটি কেঁপে উঠল ওই আছাড়ে।

বাড লোগান হচ্ছে তিন ভাইয়ের মধ্যে সবথেকে শক্ত। পুরো আধ-মিনিট সামনা সামনি দাঁড়িয়ে সমানে দুজন দুজনকে ঘুসাল। তারপর জিম হঠাৎ বাম পাশে সরে গিয়ে ঘুরিয়ে একটা হুক মারল বাডের চিবুকে। লোগানদের গর্ব বাড জ্ঞান হারিয়ে রাস্তার ধুলোর সাথে বন্ধুত্ব করল।

মেরি বেল থেমে দাঁড়িয়েছিল। লড়াই শেষ করে হাত দিয়ে কেচে নিজের মুখ থেকে রক্ত ঝেড়ে ফেলল জিম। ওরই কিছুটা গিয়ে পড়ল মেরির রুমালের উপর। চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটা। ঘুরে মেরিকে দেখে লজ্জায় লাল হল জিম।

'মিস বেল,' দাঁত বের করে হেসে বলল সে, 'আমি সত্যিই দুঃখিত। তোমার ওপর ফেলার ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু'—আবার হাসল সে—'নীল না হলেও ওটা ভাল লাল রক্ত।'

এক চুলও না নড়ে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। তারপর শান্তস্বরে বলল, 'রক্তাক্ত মুখে ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। যাও মুখটা ধুয়ে ফেলো।' তারপর আগের মতই শান্ত স্বরে আবার বলল, 'আর পরের বার ডান হাতে লীড কোরো না। ও এতটা কাহিল হয়ে না পড়লে তোমাকেই নক আউট করে ফেলত।' কথা শেষ করে আর দাঁড়াল না মেরি—সোজা হেঁটে এগিয়ে গেল।

জিম অবাক হয়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। বক্সিঙে ডান হাতে লীড করার কথা মেয়েটা কিভাবে জানল?

রিটা মিল্‌স্‌ও ঘটনাটার কথা শুনেছে, কিন্তু একটা কথাও বলল না সে। কিছুই না। এটা রিটার স্বভাব নয়। শহরের সবাই জানে রিটা জিমের প্রেমে পাগল। কিন্তু জিম ওকে কেন কোন মেয়েকেই তেমন পাত্তা দেয় না।

শহরে অনেকে অনেক কথাই বলল। কেউ কেউ বলল এর পরে জিম স্টিলওয়েলকে শহর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে শহরটাকে বদলে একটু ভদ্র করা উচিত। আর জন হেনরি তো সব সময়েই বদলের পক্ষপাতী। সে একবার ক্যানিয়ন গ্যাপের নাম বদলে 'বেল-টাউন' রাখার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু জাজ নিজেই তাতে আপত্তি তুলে বন্ধ করে।

শহরের সবাই হাতুড়ির শব্দ শুনছে আর ভাবছে আগামীকালের কথা। বড় একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে শনিবার। বাইরে থেকেও অনেক লোক শুক্রবারেই এসে হাজির হয়ে গেছে। ক্রীকের ধারে ক্যাম্প করেছে ওরা।

মেরি বেলকে দু'দিন থেকে দেখা যাচ্ছে না। তবে এসব ব্যাপার বেলদের থেকে অনেক দূরের—তাই এ নিয়ে শহরবাসীদের কোন চিন্তা নেই। তবে ফ্রেডি দেখেছে দু'দিন আগে একটা বিরাট কালো ঘোড়া কিনেছে মেরি। চমৎকার ঘোড়া।

আশ্চর্য ব্যাপার ফ্রেডি নিজের কানে শুনেছে ওই লোক পাঁচশো ডলারেও ঘোড়া বিক্রি করতে রাজি হয়নি। যেখানে বিশ-ত্রিশ ডলারে মোটামুটি ভাল ঘোড়া পাওয়া যায় সেখানে পাঁচশো ডলার অনেক টাকা। কিন্তু মেরির কথাই আলাদা—সে কিছু চাইলে কেউ তাকে না বলতে পারে না। তবে এত বড় ঘোড়া নিয়ে মেরি কি করবে সেটা সে ভেবে পায়নি।

এডিটর সুলিভান নিজের প্রেসের দিকে রওনা হয়ে দেখল মেরি ওই রাস্তা ধরেই আসছে। ফাঁসিকাঠটার সামনে থেমে ওদিকে তাকাল সে। ওর মুখটা যেন একটু মলিন দেখাল। আশেপাশের গুণ্ডা প্রকৃতির বেকার লোকগুলোকে দেখেও সে মোটেও বিচলিত হলো না।

'টম,' এডিটরকে ডেকে থামাল মেরি। 'ওই লুটের টাকাগুলো নিয়ে জিম কি করেছে বলে তোমার মনে হয়?'

চোয়াল চুলকাল সুলিভান। 'জানো? আমার মনেও ওই প্রশ্নটাই জেগেছিল। কিন্তু ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারছি না।'

'এর আগে হাতে টাকা পেলে সে কি করেছে?'

'কেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পানির মত সব খরচ করেছে।'

'আমি অবাক হচ্ছি ভেবে সে ওই টাকা একজন ভাল উকিল নিয়োগ করার জন্যে কেন ব্যবহার করল না। ওর সামান্য একটা অংশ দিয়েই সে এল পেসো থেকে সেরা উকিল আনাতে পারত। ভাল উকিল ওর পক্ষে থাকলে নিশ্চয় সে ছাড়া পেত।'

সুলিভান একটু উদ্বিগ্ন চোখে জন হেনরির দিকে তাকাল। কথাগুলো মেরি ইচ্ছে করেই জোরে বলায় ওর কানেও গেছে। হেনরি শহরের একজন মোটামুটি প্রভাবশালী লোক। আর সে যে জিমকে অপছন্দ করে এটা শহরের সবাই জানে। 'কিন্তু ওসব কথা ভেবে এখন কি আর লাভ আছে?' মন্তব্য করল এডিটর।

এগিয়ে এসে দুজনের দিকেই একবার চেয়ে মেরির দিকে তাকিয়ে হাসল হেনরি। 'অনেক শব্দ হচ্ছে এখানে, তাই না, মেরি? আমি কি তোমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব?'

'ধন্যবাদ,' মিষ্টি ভাবে বলল মেরি। 'আমি এখানেই কিছুক্ষণ থাকব। আমি আগে কখনও ফাঁসিকাঠ দেখিনি। তুমি দেখেছ, মিস্টার

হেনরি?'

'আমি?' একটু চমকাল সে। 'ও, হ্যাঁ, কয়েক জায়গায় দেখেছি।'

কয়েক মিনিট ওখানে দাঁড়িয়ে কাঠ-মিস্ত্রির কাজ দেখল মেরি। 'হ্যাঁ, ঘটনাটা খুব দুঃখজনক,' ধীরে ধীরে বলল মেয়েটা। 'তবে আমি খুশি হয়েছি যে স্থানীয় কেউ ওই ডাকাতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।'

কথাটার মানে বুঝতে না পেরে সবাই ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু মেয়েটা ফাঁসিকাঠের দিকেই চেয়ে আছে—ঠোঁটের কোনায় সূক্ষ্ম একটা হাসি।

এডিটর সুলিভান খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল। 'হয়ত তোমাকে কেউ বলেনি, মিস বেল। আসল কথা হচ্ছে টাকাটা ছিল হেনরির।'

উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হল মেরির মুখ। অদ্ভুত মেয়েদের চরিত্র।

'আরে না, টম। তোমাকেই ভুল খবর জানানো হয়েছে! আসল কথা হচ্ছে টাকাটা মিস্টার হেনরির নতুন র‍্যাঞ্চের পেমেন্ট ছিল। টাকাটা গাড়িতে তুলে দেয়ার সাথে সাথেই ওটা র‍্যাঞ্চের আগের মালিকের টাকা বলেই গণ্য হবে—এটাই ছিল চুক্তি, তাই না, মিস্টার হেনরি?'

কেন যেন হেনরি রেগে গেল, কিন্তু মাথা ঝাঁকাল সে। 'হ্যাঁ, কথাটা ঠিক।'

মেরিও মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ, মিস্টার হেনরি আমাকে নিজেই কথাটা বলেছিল। দূরদৃষ্টি আছে ওর এটা স্বীকার করতেই হবে। ভেবে দেখো পুরো বিশ হাজার ডলার দেয়ার পড়ে খোয়া গেলে ওকে যদি টাকাটা আবার দিতে হত! ওহ, খুব ধনী লোকেরও টাকাটা আবার

দিতে বেগ পেতে হত, তাই না?'

এডিটর সুলিভানকে বেশ চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছে হঠাৎ। বুড়ো ফ্রেডি মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে অবাক হয়ে মেরির মুখের দিকে চেয়ে আছে। হেনরিকে দেখে মনে হচ্ছে সে রেগে আগুন হয়ে উঠছে। কিন্তু লোকটার রাগের কোন কারণ বোঝা যাচ্ছে না—ওর তো কোন ক্ষতি হয়নি?

'শটগানগুলো সত্যিই মারাত্মক!' মেয়েটা যেভাবে কথা বলছে তাতে মনে হয় ওর মাথায় মগজ বলে কিছু নেই। 'আমার তো মনে হয় এমন মারাত্মক অস্ত্র লোকজনের কাছে থাকতে দেয়াই ঠিক না। আমি ভাবছি, জিম কোত্থেকে ওই শটগানটা জোগাড় করল?'

'ওর তো কোন শটগান আছে বলে কখনও শুনিনি,' ধীর স্বরে মন্তব্য করল এডিটর টম সুলিভান।

'সে হয়ত তার কোন বন্ধুর কাছ থেকে ওটা ধার নিয়েছিল,' না ভেবেই বলে ফেলল হেনরি। 'আমার বিশ্বাস চাইলে সহজেই জোগাড় করা সম্ভব।'

'ঠিক তাই!' বলে উঠল মেরি। 'যে লোকটা তাকে ওটা ধার দিয়েছে সেও তার সমান দোষী। আমার মনে হয় এই ব্যাপারে কিছু একটা আমাদের করা উচিত।'

'আমার মনে হয় না কেউ ওকে শটগান ধার দিয়েছে,' মন্তব্য করল হেনরি। 'সে সম্ভবত ওটা চুরি করেছে।'

'না, সেটা অসম্ভব,' বলে উঠল মেরি। 'কারণ, তাই যদি হয়, তবে সেটা সে ফেরতও দিয়েছে। শহরে যাদের শটগান আছে, তাদের প্রত্যেকটা তাদের মালিকের কাছেই আছে। মোট মাত্র ছয়টা শটগান ক্যানিয়ন গ্যাপে আছে। বাবার আছে দুটো, এডিটর টমের আছে

একটা, ফ্রেডির একটা পুরানো ভাঙা শটগান আছে, আর মিচেল একটা সবসময়ে কাছে রাখত।'

'তাহলে তো মোট পাঁচটা হলো,' নরম স্বরে বলল ফ্রেডি।

'ওহ,' হাতের আঙুল দিয়ে মুখ ঢাকল মেরি। 'তোমারটার কথা বলতে আমি ভুলেই গেছি, মিস্টার হেনরি।'

সবার মাঝে একটা অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এল। কেউ কারও দিকে তাকাচ্ছে না। হঠাৎ হাতের ছোট ঘড়িটার দিকে চেয়ে চমকে তার দেরি হয়ে যাচ্ছে বলেই হাঁটা দিল মেরি।

এডিটর সুলিভান তার পাইপে তামাক ভরতে শুরু করল। ফ্রেডি হাঁটু চুলকাচ্ছে। আর বাকি সবাই বোকার মত বসে রইল। জন হেনরি কি বলবে বুঝে উঠতে পারছে না। শেষে সে যা বলল তাতে মেরির প্রশ্নের কোন সদুত্তর মিলল না। 'যদি কেউ একটা শটগান চায়,' বলল সে, 'আমার মনে হয় না সেটা এমন কিছু কঠিন কাজ।' কথাটা শেষ করে সে দ্রুতপায়ে হেঁটে ওখান থেকে চলে গেল।

হাতুড়ির শব্দটা কানে বড্ড খারাপ শোনাচ্ছে। এডিটর সুলিভান পাইপের মাথা দিয়ে চিবুক চুলকাল। 'জেসি, সেদিন তো তোমার যাওয়ার কথা ছিল ওই স্টেজে—গেলে তুমি কার শটগান ব্যবহার করতে?'

'মিচেল সবসময়ে ওরটাই আমাকে ব্যবহার করতে দিত। আমার শরীরটা ভাল ছিল না তাই মিচেলই আমার বদলে গেছিল। তোমার নিশ্চয় মনে আছে জিম স্টেজ থামানোর সময়ে আমার নাম ধরেই ডেকেছিল?'

শটগানের ব্যাপারটা সবার মনেই একটা খুঁতখুঁতি ঢুকিয়ে দিয়েছে। সত্যিই তো—জিম শটগান কোথায় পেল? এটা রাইফেল আর

পিস্তলের দেশ—এখানে শটগান মেলা ভার। মিস বেল তার লিস্টটা ইচ্ছা করলে আরও ছোট করতে পারত, কারণ জাজ বেল তার শটগান দুটো তালাচাবি দিয়ে রাখে। সে তার দামী শটগানগুলো আর কাউকে ছুঁতে দেয় না।

তাহলে জিম শটগান পেল কোথায়? আর টাকাটাই বা সে কি করেছে?

এডিটর সুলিভান হঠাৎ বুড়ো ফ্রেডির দিকে তাকাল। 'ফ্রেডি,' বলল সে, 'চলো আমার সাথে আমার বাসায়। তুমিও এসো, জেসি। আমার শটগানটা তোমরা দেখবে, চলো।'

সবাই মিলে শটগানটা পরীক্ষা করে দেখল। ওটা গ্রীজ আর ধুলোয় ভরা। ছয় মাসের মধ্যে ওটা থেকে কোন গুলি ছোঁড়া হয়নি। নিঃসন্দেহে ওটার গুলিতে মিচেল আর ক্যাপ ফ্রীম্যান মরেনি।

'নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে,' গম্ভীর স্বরে বলল এডিটর, 'জাজের শটগান দুটোও চলো দেখে আসি।'

পিছনে হাতুড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে। জাজের বাড়ির দিকে এগোবার সময়ে ছয়-সাতটা ওয়্যাগন ওদের চোখে পড়ল। আগামীকালের ফাঁসি দেখার জন্যে ওরা শহরে আসছে।

কিছু ছোটখাট ঘটনার কথা পরে সবাই জানতে পেরেছিল। জানা গেল মেরি বেল ছবির মত সুন্দর সাজে সেজে জেলে জিম স্টিলওয়েলকে দেখতে গিয়েছিল। শেরিফের অফিসে ঢুকে সে দেখল শেরিফ দাঁড়িয়ে তার ডেস্কের ওপর রাখা কেকটার দিকে তাকিয়ে আছে। কেকটা কাটা, কিছুটা ভাঙাও, কারণ ওর ভেতর থেকে দুটো লোহা কাটার ফাইল বের করেছে শেরিফ। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে রিটা মিল্‌স্।

শেরিফ গিলাস্পিকে খুব সিরিয়াস দেখাচ্ছে। 'রিটা,' বলছিল সে, 'এটা একটা কঠিন অপরাধ। একটা লোককে জেল থেকে পালাতে সাহায্য করা একটা ক্রাইম। এখন বলো বাকি ফাইল দুটো কোথায়। ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই—আমি জানি তুমি দোকান থেকে চারটে ফাইল কিনেছ।'

'তুমি এত স্মার্ট,' বলল রিটা, 'তুমিই খুঁজে বের করো!' মেয়েটার ডাগর চোখ দুটো ঝিলিক দিয়ে উঠল।

টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়াল শেরিফ। 'শোনো, রিটা,' নরম সুরে বোঝাবার চেষ্টা করল সে। 'তোমাকে ঝামেলায় ফেলতে আমি চাই না—কিন্তু এই সময়ে জেল থেকে পালালে মহা বিপদ ঘটবে। বহু দূর থেকে লোকজন এত মাইল পথ পাড়ি দিয়ে শহরে এসে হাজির হচ্ছে ফাঁসি দেখার জন্যে। ওরা নিরাশ হলে রাগে আমাকেই ফাঁসি কাঠে ঝোলাবে।'

'ক্ষতি কি?' চট করে জবাব দিল রিটা। 'তোমার মত সেও তো নির্দোষ?'

জবাবে কি যেন বলতে যাচ্ছিল শেরিফ, কিন্তু মুখ তুলে দরজার কাছে মেরি বেলকে দেখতে পেল। ঠাণ্ডা শান্ত চেহারা—ওর এক হাতে রয়েছে জিমের গীটারটা।

সোজা হয়ে দাঁড়াল শেরিফ। অপ্রস্তুত অবস্থা! রাস্তার মেয়ের সাথে নিজের অফিসে এভাবে একা কথাবার্তা বলছে সে। কথাটা যদি শহরের উঁচু মহলে রটে যায় তবে আর তার চাকরি টিকবে না। সামনেই ইলেকশন আসছে আবার।

লজ্জায় লাল হয়ে কথাটা বেধে যাচ্ছে ওর। 'এই—এই যুবতী মেয়েটা,' ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করল সে। 'মেয়েটা জেলে আটক জিমের

কাছে ফাইল পাচার করার মতলব করছিল। আমি—'

মেরি বেল কথার মাঝখানেই ওকে থামিয়ে দিল। সমাজের শীর্ষস্থানীয়া মহিলার গাম্ভীর্য নিয়ে সে বলল, 'তোমার সাথে এই যুবতীর কি সম্পর্ক বা তোমরা কি নিয়ে আলাপ করছ সেসব জানার কোন আগ্রহ আমার নেই।'

'আমি কয়েদীর জন্যে এই গিটারটা এনেছি,' বলে চলল সে, 'আমি জানি সে গান গেয়ে খুব আনন্দ পায়। আমাদের মতে সারাদিন নিজের ফাঁসিকাঠ তৈরির শব্দ শুনতে ওকে বাধ্য করলে সেটা অমানুষিক আর নিষ্ঠুর কাজ হবে। এটা রীতিমত অত্যাচার।'

লজ্জা পেল শেরিফ। 'জিম অন্য প্রকৃতির মানুষ, ম্যাম,' ক্ষীণ প্রতিবাদ জানাল গিলাস্পি। 'জিম—'

'তুমি কি আমাকে এই গিটারটা ওর কাছে পৌঁছে দিতে দেবে, শেরিফ?' ওর গলার স্বর ঠাণ্ডা। 'নাকি তুমি আমাকেও সার্চ করে দেখতে চাও আমি কোন ফাইল লুকিয়ে ওর কাছে পৌঁছে দিচ্ছি কিনা?'

অপ্রতিভ হল শেরিফ গিলাস্পি। জাজ আর্থার বেলের মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে ওকে সার্চ করার কথা ভাবতেও সে মনে মনে শিউরে উঠল।

'না, না, ম্যাম! নিশ্চয়ই না!' হাতের ইশারায় সেলের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'তুমি সোজা গিয়ে ওটা ওকে দিয়ে এসো, ম্যাম! দুঃখিত, আমি—'

'ধন্যবাদ, শেরিফ।' ওকে দ্রুত পাশ কাটিয়ে সেলের কাছে পৌঁছল মেরি।

'ইয়াং ম্যান,'—মেয়েটার স্বর স্পষ্ট—'আমি শুনেছি তুমি গিটার বাজাও; তাই এটা আমি তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি। আমার বিশ্বাস

এর থেকে যে মিউজিক বেরোবে তা তোমার অবরুদ্ধ মনকে মুক্তির পথ দেখাবে।'

অবাক হয়েছে জিম। সেলের গারদের ফাঁক দিয়ে গিটারটা নিল সে। 'ধন্যবাদ, মিস বেল,' বিনীতভাবে বলল জিম। 'আমি—' থেমে গেল সে। ওর মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। 'আমাকে এমন জায়গায় তোমার দেখতে হলো বলে আমার খুব খারাপ লাগছে। বিশ্বাস করো—আমি...আমি ওই লোকগুলোকে মারিনি। কথাটা তুমি বিশ্বাস করলে আমি শান্তি পাবো।'

'আমি কি বিশ্বাস করি,' মিষ্টি স্বরে বলল মেরি, 'সেটা এখানে মোটেও ইম্পর্টেন্ট নয়। একা বসে গিটার বাজালে মিউজিকটা তোমার মন মুক্ত করবে।' হঠাৎ ঘুরে সোজা শেরিফের পাশ দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে এল মেরি।

কথাটা রীটার কাছ থেকে পরে শোনা। তারে একটা টাকা দিয়েই জিম অবাক হয়ে গিটারটার দিকে তাকাল। শব্দটা বেসুরো শোনাল। এর কারণটা রিটা জানে।

ওটা ছিল শুক্রবার বিকেল। সন্ধ্যার মধ্যেই দু'শোরও বেশি লোক আগামী দিনের ফাঁসি দেখার জন্যে ক্রীকের ধারে ক্যাম্প করল।

বুড়ো ফ্রেডি আর এডিটর সুলিভানকে কোথাও দেখা গেল না। কে যেন বলল ওরা যখন জাজ আর্থারের বাড়ি ছেড়ে বেরোয় তখন জাজ আর্থারকেও ঘোড়ার পিঠে ওদের সাথে বোরোতে দেখেছে সে।

সন্ধ্যার কাছাকাছি বুড়ো ফ্রেডিকে দেখা গেল জেলখানার জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ফাঁসিকাঠের দিকে তাকিয়ে আছে।

'লোকজন তাদের ফাঁসি মিস করলে খুব হতাশ হবে, ফ্রেডি,' বলল জিম।

'কক্ষনও না!' কড়া স্বরে বলল ফ্রেডি। 'ওরা তাদের ফাঁসি ঠিকই দেখতে পাবে—কথাটা ভুলে যেয়ো না।'

সন্ধ্যার আলো-ছায়ায় ফাঁসিকাঠটাকে ভৌতিক চেহারার দেখাচ্ছে। ওপাশে দাঁড়িয়ে জেসিও ফাঁসিকাঠটার দিকেই চেয়ে আছে। ওর মনটা খারাপ। জিম, হ্যাঁ, সে দু'একটা গরু এদিক-ওদিক করেছে তা ঠিক। সে নিজেও যে জীবনে কিছু অন্যায় করেনি তা সে বলতে পারবে না—বুড়ো ফ্রেডিও না। তবে জিমের মনটা ভাল। তরুণ যুবক বলে ও একটু বুনো—এটুকুই ওর দোষ।

যখন সে স্টেজ আটক করত, সেটাও সে করত সামান্য কিছু খরচের টাকা তোলার জন্যে। এবং অভাবগ্রস্ত কারও টাকা সে নিত না—যাদের দিলেও কোন অসুবিধা হবে না কেবল তাদের থেকেই নিত। স্টেজ আটক করে টাকা আদায় করার সময়ও কাউকে সে আঘাত করেনি। তাই বলে কাজটা যে ভাল তা কেউ বলবে না। ওটা বয়সের দোষ।

কিন্তু সে ছিল সত্যিকার পুরুষ। কারও কোন বিপদ হলে সে জানতে পারলেই হলো। সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়ত। প্রেইরি ফায়ার, তুমুল বৃষ্টিতে হঠাৎ বন্যা, স্ট্যামপিড, বা যে কোন বিপদই হোক না কেন জিম সাহায্যে এগিয়ে আসবেই। দিনই হোক আর রাতই হোক—যত কষ্টের কাজই হোক জিম পাশে এসে দাঁড়াবেই। কিন্তু যত খাটুনিই ওর ওপর দিয়ে যাক না কেন বিনিময়ে একটা কানাকড়িও সে নিত না।

নানান কথা ভাবতে ভাবতে রাতে ঘুমিয়ে পড়ল জেসি।

সকালে সূর্য মাত্র উঠেছে এই সময়ে খবরটা চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল।

কেউ চিৎকার করে ওঠার শব্দে সবাই ছুটে বেরিয়ে এল। জেসি কোনমতে প্যান্টটা চড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে দেখল সবাই জেলখানার দিকে ছুটছে। সবার সাথে সেও গিয়ে দেখল জেলখানার গারদের সিক ফাইল করে কেটে বাইরের দিকে বাঁকানো। ওটার সাথে বাঁধা রয়েছে এক টুকরো কাগজ। কয়েকটা কথা লেখা রয়েছে ওতেঃ

'তোমাদের ফাঁসির অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারলাম না বলে দুঃখিত।'

রিটা মিলসকে ওখানে জেলখানার পাশেই দেখা যাচ্ছে। ওর চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছে বটে কিন্তু মুরগির খাঁচায় হুলো বিড়ালের মতই উল্লসিত দেখাচ্ছে ওকে। শেরিফ রেগে আগুন।

'ভেবেছিলাম মেয়েটা কবিতার ভাষায় কথা বলছে,' রাগের সাথে বলল সে। 'সে বলেছিল একা বসে বাজালে গিটারের ভিতর থেকে যে মিউজিক বেরোবে তা তোমার মনকে মুক্ত করবে। এখন বুঝতে পারছি রিটা বাকি দুটো ফাইল কোথায় গেল তা কেন আমাকে জানাতে চায়নি।'

দাড়িওয়ালা একজন কঠিন চেহারার লোক শেরিফের কাছে কৈফিয়ত চাইল। 'আমাদের ফাঁসি দেখার কি হবে?' জানতে চাইল সে। 'আমি পঞ্চাশ মাইল দূর থেকে ফাঁসি দেখতে এসেছি!'

জবাবটা শেরিফ গিলাস্পিকে দিতে হল না—জাজ আর্থার বেল দিল।

'ফাঁসির অনুষ্ঠান তোমরা সময় মত ঠিকই দেখতে পাবে,' বলতে বলতে ওখানে হাজির হলো জাজ। ওর সাথে এডিটর সুলিভানও রয়েছে। আর রয়েছে ছজন পেয়াদা—জন হেনরিকে বেঁধে এনেছে ওরা।

'মেরি ঠিকই ব্যাপারটা আঁচ করেছিল,' ব্যাখ্যা করল জাজ।

'ক্যানিয়ন গ্যাপে মাত্র ছয়টা শটগানই রয়েছে, তার মধ্যে পাঁচটা পরীক্ষা করে যখন বোঝা গেল ওগুলো ব্যবহার করা হয়নি তখন বাকি রয়ে গেল কেবল একটাই—সেটা জন হেনরির। কিন্তু বিনা সার্চ ওয়ারেন্টে নিজের স্বার্থের খাতিরেই সে ওটা পরীক্ষা করতে দেবে না জেনেই এল পেসোতে গিয়ে এডিটর আর আমি সার্চ ওয়ারেন্ট এনে ওর বাসায় হানা দিয়েছিলাম। ওখানে কেবল সদ্য ব্যবহার করা শটগানটাই নয়, ওর সিন্দুকে স্টেজ কোচ থেকে মিচেল আর ক্যাপ ফ্রীম্যানকে খুন করে লুট করে আনা বাক্সটাও পুরো টাকা সমেত পাওয়া গেছে। চমৎকার ফন্দি এঁটেছিল জন হেনরি। সে জানত দোষটা সহজেই জিম স্টিলওয়েলের কাঁধে চাপানো যাবে।'

জিম চলে গেছে। কেউ কেউ বলল মেরির কালো ঘোড়াটার পিঠে চড়েই গেছে সে। জানা গেল মেরিকেও পাওয়া যাচ্ছে না—তার সাথে ওর ধূসর রঙের মেয়ার ঘোড়াটাও অদৃশ্য হয়েছে।

একজন শপথ করে বলল ওদের দুজনকে পশ্চিমের ট্রেইল ধরে 'ক্যালিফোর্নিয়ার যাত্রী মোরা' গাইতে গাইতে যেতে দেখেছে।

সবাই ভেবেছিল এই খবরে জাজ বেল রাগে ফেটে পড়বে। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ সে। একজনের টিপ্পনীর জবাবে সে একটু হেসে বলেছিল, 'অনেক ভাল ঘোড়াই প্রথমে বুনো থাকে, কিন্তু যোগ্য হাতে কেউ লাগাম ধরতে পারলে সব ঠিক হয়ে যায়। আর ব্লু ব্লাডেড্ ফ্যামিলিতেও মাঝে সাঝে লাল রক্তের প্রয়োজন হয়!'

শেষ পর্যন্ত সবই হাসিখুশির মধ্যে দিয়ে শেষ হলো। সবাই খুশি।

কেবল খুশি হলো না একজন।

বিকেলে ফাঁসিতে ঝুলল জন হেনরি।

কলহ

আনুগত্যের কথা আজকাল শোনা যায় বটে, কিন্তু সত্যিকার আনুগত্য যে কি, তা কাউবয়রা জানত। যখন যেই র‍্যাঞ্চের জন্যে কাজ করেছে, তার জন্যে প্রাণ হারাবার ঝুঁকি নিতেও তারা দ্বিধা বোধ করেনি। কখনও তারা নিজেদের র‍্যাঞ্চকে মনেপ্রাণে ভালবেসেছে কখনও বাসেনি। কিন্তু তাতে কিছু আসেযায়নি। যতক্ষণ একটা বিশেষ ব্র্যান্ডের ঘোড়া ব্যবহার করেছে, র‍্যাঞ্চের খাবার খেয়েছে, মাসের শেষে বেতন নিয়েছে—অনুগত থেকেছে। মাঝেমাঝে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিরুদ্ধেও তাদের অস্ত্র ধরতে হয়েছে।

টেক্সাসের প্যানহ্যান্ডেলের বুড়োরা এখনও লম্বা গিল আর বাবরি জিমের কথা ভোলেনি। ওরা দুজন একই সাথে 'ড্রাই ফর্কে' এসেছিল। দুজনের প্যান্টই দীর্ঘ যাত্রার ফলে পাছার কাছে জিনের ঘষায় পাতলা আর চকচকে হয়েছে।

ওরা যে দুই ভাই তা ওদের দেখে বোঝার উপায় নেই। অবশ্য আপন ভাই নয়—চাচাতো ভাই।

বাবরি জিম লম্বা গিলের তুলনায় খাটো। কিন্তু ওর পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি দেহের কোথাও বাড়তি মেদ নেই। চওড়া কাঁধ, পেটা শরীর—পেশীগুলো শার্ট ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চায়। কান ঢাকা

সোনালি বাবরি চুলের জন্যেই ওর ওই নাম। হাসিখুশি মানুষ সে—খুব কমই রাগে। কিন্তু ভীষণ রেগে গেলেও হাসে। কেউকেউ বলে ও নাকি ঘুমের মধ্যেও হাসে। গান গাইতে গাইতে ড্রাই ফর্কে পৌঁছল সে। গানের গলা তেমন ভাল না হলেও তাতে খিদেয় পেট-ডাকার শব্দ অন্তত ঢাকা পড়ল।

লম্বা গিল অস্বাভাবিক রকম লম্বা। ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি। পথ চলার সময়ে লোকজন দ্বিতীয়বার ঘুরে ওকে দেখে। কাঁধ দুটো একটু কুঁজো। হাতের মুঠো দুটো বিশাল। খিদে আর পিপাসায় একটু অস্থির আছে সে। আর অস্থির হলেই মারপিট করার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে ওর। তবে প্রায় একমাস হয় সে আর পিটাপিটি করেনি।

গত মারপিটের কারণেই পেকোস ছেড়ে কাজের খোঁজে এদিকে এসেছে ওরা। পোকাসের একটা সেলুনে বসে পোকার খেলছিল সে। হঠাৎ সেলুনের পক্ষের লোকটা সিদ্ধান্ত নিল গিলের জামা আর চুলের ছাঁট ওর পছন্দ হচ্ছে না। আর গিলেরও ওর তাস কাটার ধরনটা পছন্দ হল না। ওদের মতবিরোধের ফলাফল এই দাঁড়াল যে সেলুনের মালিক এখন সেলুনটাকে নতুন করে গড়ার লোক খুঁজছে। আর টাউন মার্শাল গিলকে খুঁজছে।

দুই সারি রোদে-পোড়া মাটির ঘরের মাঝখান দিয়ে দুই সেট ওয়্যাগনের চাকার দাগই ড্রাই ফর্কের রাস্তা বলে গণ্য হয়। কয়েকটা নতুন কাঠের বাড়িও আছে ওখানে।

পকেট থেকে একটা রূপার ডলার বের করল গিল। 'এটাই আমাদের শেষ সম্বল। এটা দিয়ে খাবার খেতে চাও, নাকি ড্রিঙ্ক করবে?' প্রশ্ন করল সে।

'টস্ করো,' বলল জিম।

'হেড হলে হুইস্কি, আর টেইল হলে মাংস।' টোকা দিয়ে ডলারটাকে শূন্যে ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিয়ে সশব্দে তালি দিয়ে চেপে ধরল গিল। তারপর সন্তর্পণে হাত ফাঁক করে উঁকি দিয়ে বিড়বিড় করে একটা গালি উচ্চারণ করল। টেইলস হয়েছে।

ছোট্ট ক্যাফেতে বসে খাওয়া সারল ওরা। মেক্সিকান হলাপিনো (মরিচ) দিয়ে রান্না করা মাংস টরটিয়া (tortilla-চাপটির মত রুটি) দিয়ে তৃপ্তির সাথে খেয়ে শেষ করে গিল রাঁধুনীকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানো এখানে কোন র‍্যাঞ্চে দুজন ভাল কাজের লোক নেয়া হবে কি না? আমার সঙ্গী জিম লোমওয়ালা যে কোন জন্তুই চড়তে পারে আর ল্যাসো (দড়ির ফাঁস) ছুঁড়ে ওদের ধরতেও পারে। আর আমি ওর চেয়েও ভাল।'

'হ্যাঁ, একটা খোঁজ আমার কাছে আছে,' জবাব দিলো রাঁধুনী। 'স্লিপিঙ এন্-এর মালিক আর্থার নক্স আজ সকালেই একজন কাউবয়ের খোঁজে এসেছিল।'

উঠে দাঁড়াল জিম। 'চলো, গিল, দেরি করে লাভ নেই।'

আটা মাখা একটা হাত তুলল রাঁধুনী। 'এক মিনিট,' বলল সে, 'আমি বলেছি একজন কাউবয়। নক্স যখন বলে একজন, তার মানে একজনই। এক কথার মানুষ সে—দুজন গেলে কোন লাভ হবে না।'

দুই ভাই পরস্পরের দিকে চেয়ে ভাবছে কি করা যায়। গিল দুঃখের সাথে হাতের কয়েক সেন্ট ভাঙতি পয়সার দিকে তাকাল। 'উপায় নেই, হয়ত বেশিদিন আমাদের দূরে থাকতে হবে না।'

একটা পয়সা নিয়ে টস করল সে। 'হেড হলে আমি যাব, টেইলস হলে তুমি।' আবার টেইলসই উঠল।

জিম স্লিপিঙ এন-এর পথে রওনা হয়ে গেল। কিন্তু যাওয়ার আগে

তার ব্যাগের ভিতর থেকে একজোড়া রূপায় বাঁধানো স্পার বের করে গিলের হাতে দিল। দক্ষিণ টেক্সাসে একজন নামকরা লোককে ল্যাসো ছোঁড়ার প্রতিযোগিতায় হারিয়ে ওটা প্রাইজ পেয়েছিল জিম। ওই গর্বের ধনটা একদিনও ব্যবহার করেনি সে।

'যদি জলদি কোন কাজ না পাও, তবে এটা তোমার কাজে আসবে। এমন সুন্দর জিনিস মানুষে চড়া দাম দিয়েই কিনবে,' যাওয়ার আগে বলেছিল জিম।

ছোটকাল থেকেই ওরা একসাথে বড় হয়েছে। যখন কাজ করেছে, একই ব্র্যান্ডের জন্যে করেছে। বহু বছর পর এই প্রথম ওদের ছাড়াছাড়ি হল।

ভাঙতি পয়সা যা ছিল সব একসাথে জড় করে ওয়্যাগন ইয়ার্ডে কম্বল বিছিয়ে সময় কাটাবার জন্যে ছোট্ট স্টেকে পোকার খেলতে বসল গিল। কিছুকিছু লোক থাকে যাদের তাসের লাক ভাল। গিলেরও তাই। সন্ধ্যায় যখন খেলা ভাঙল তখন দু'তিন দিন খাওয়ার পয়সা জিতে ফেলেছে ও।

পরের দিন আস্তাবলের ছায়ায় বসে সে ভাবছিল এক প্যাকেট তাস কিনে নিজেই পোকার খেলার ব্যবসায়ে নামবে কি না। এই সময়ে একটা এক্কা গাড়ি ওয়্যাগন ইয়ার্ড পেরিয়ে ডাক্তারের বাড়ির সামনে গিয়ে থামল।

ঘোড়ার পিঠে দুজন লোক গাড়িটাকে অনুসরণ করছে। ওদের একজন কঠিন দৃষ্টিতে গিলের দিকে এক ঝলক যাচাই করার দৃষ্টিতে তাকাল। বয়স্ক লোক। ওর মোমে পাকানো পাকা গোঁফ কাঁটা-তারের কাঁটার মত উঁচিয়ে রয়েছে।

'ওর নাম বাক মেবেরি। ফ্লাইঙ এম-এর মালিক,' আস্তাবল রক্ষী

জানাল। 'কড়া মেজাজ্। ওর আর আর্থারের মধ্যে আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক। অনেক দিনের পুরানো ঝগড়া। সম্ভবত ওদের কারও মনেই নেই কোত্থেকে এর শুরু।'

'আর্থার?' ভুরু কুঁচকাল গিল। ওর র‍্যাঞ্চেই কাজ নিয়েছে জিম।

মাথা ঝাঁকাল আস্তাবলের লোকটা। 'ওদের দুজনের কেউই বিয়ে করেনি। বোঝাই যায় একটা মেয়েই ওদের এই বিরোধের মূল কারণ। ইদানীং ঝগড়াটা আরও ভীষণ রূপ নিয়েছে। ওদের দুই র‍্যাঞ্চের মাঝে একটা ছোট র‍্যাঞ্চ ছিল। এখানে পঞ্চাশ মাইলের ভিতর ওই ছোট্ট র‍্যাঞ্চটাতেই ছিল সবথেকে ভাল ওয়াটার হোল। কিন্তু কিছুদিন আগে ওই বুড়ো র‍্যাঞ্চ ফেলে দেশ ছেড়েই চলে গেছে।

'কেউ কেউ বলে আর্থার আর বাকের চাপে পড়েই লোকটা দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। তবে তার কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু লোকটা তার গরু আর ওয়্যাগন নিয়ে পাহাড়ের ওপাশে যাওয়ার সাথে সাথেই দুই র‍্যাঞ্চের মালিকই ওটার দখল নিয়ে লড়াই করে চলেছে। একবার আর্থার নক্সের লোক ওটার দখল নিয়ে কেবল নিজেদের গরুগুলোকে ওখানে পানি খেতে দেয় আর ফ্লাইঙ এম-এর গরু পানি খেতে এলে তাড়িয়ে দেয়—আবার কিছুদিন পর বাক মেবেরি তার লোকজন নিয়ে স্লিপিঙ এন-এর লোকজনকে তাড়িয়ে দিয়ে ওটার দখল নেয়।

'লোকজন এই ঝগড়ার নাম দিয়েছে "মোরগের লড়াই"। এখন পর্যন্ত হাতাহাতি করেই ক্ষান্ত থেকেছে ওরা—কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি আর বেশিদিন এভাবে চলবে না—ওখানে মানুষ খুন হবে।'

এই সময়ে যে দুজনের থেকে গিল টাকা জিতেছিল তারা আরও টাকা নিয়ে ফিরে এলো। এবারে আর গিলের লাক ভাল গেল না, অল্পক্ষণের মধ্যেই সে যা জিতেছিল সব হেরে গেল। তাই বাক ওকে

ঠিক মওকা মতই পেল।

বুড়ো ওখানে দাঁড়িয়ে গিলকে আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখল। যেন ঘোড়া বা হালের বলদ পছন্দ করছে। 'শুনলাম তুমি নাকি কাজ খুঁজছ?'

মাথা ঝাঁকাল গিল। বুড়ো আরও কঠিন দৃষ্টিতে ওকে যাচাই করল। তারপর প্রশ্ন করল, 'যারা সন্ধ্যার পর কাজ করে না আর রোববার সারাটা দিন আলসেমি করে কাটায় তুমি তেমন কাউবয় নও তো?'

গিল গম্ভীর মুখে শপথ করে জানাল সে দিনে ছাব্বিশ ঘণ্টা কাজ করে অভ্যস্ত। এবং মাসে সে চল্লিশ দিন কাজ করে।

তামাক চিবাতে চিবাতে আরও কিছুক্ষণ গিলকে খুঁটিয়ে দেখল বাক। 'আর একটা কথা আছে,' বলে হাতের ইশারায় গিলকে আস্তাবলের ভিতরে ডেকে নিয়ে একশো পাউন্ড ওজনের একটা ঘোড়ার খাবার ভরা বস্তা দেখিয়ে বলল, 'দেখি ওই উপরের বস্তাটাকে তুমি কত জোরে মারতে পারো।'

গিল কাঁধ দুলিয়ে বস্তাটাকে ঘুসি মারল ওটা উল্টে পড়ে গেল। ঘুসির আঘাতে সেলাই ছিঁড়ে গেছে। ভিতরে রাখা দানা মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল।

বাকের তামাক চিবানোর বেগ বৃদ্ধি পেল। 'চলবে।' মাঝারি লম্বা কাউবয়, যে ওর সাথে এসেছিল, তার দিকে ফিরল সে। লোকটার মুখ মার খেয়ে থেঁতলে ফুলে উঠেছে—চোখ একটা কিছুটা নীল। 'এ হচ্ছে আমার ফোরম্যান, ওয়ালটার জেম্‌স্।'

ওয়ালটারের সাথে হাত মেলাল গিল। 'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল সে।

র‍্যাঞ্চে ওই রাতে খেতে বসে সবার চেহারা লক্ষ্য করল গিল। ফোরম্যানের মত আর সবার চেহারাও বিপর্যস্ত।

খাওয়ার শেষে গিলকে একটা বিরাট কটনউড গাছের তলায় কথা বলার জন্যে ডেকে নিয়ে গেল বাক। গিলের দেখাদেখি বুড়ো গোড়ালির ওপর বসতে গিয়ে মাঝপথেই মাজা ধরে একটু ককিয়ে উঠে আবার সিধে হয়ে দাঁড়াল।

এক হাতে মাজা ডলতে ডলতে সে বলল, 'বুড়ো গরু-চোর আর্থার নক্সের কথা শহরে কিছু শুনেছ?'

'কিছুটা,' স্বীকার করল গিল।

'জানো, যে ওয়াটার হোলটার ওপর আমার অগ্রাধিকার রয়েছে সেটাই সে আমার থেকে কেড়ে নিতে চাইছে।'

গিল জানাল ওই ব্যাপারেও সে কিছুটা শুনেছে।

বাকের বয়সে কুঁচকান মুখটা থমথমে হলো। 'লোকটা র‍্যাটল স্নেকের মত বিষাক্ত। শিয়ালের মত ধূর্ত। আর বুড়ো শুয়োরের মত লোভী।'

কথার মোড় ঘুরাবার জন্যে গিল বলল, 'একজন বলছিল তোমরা এককালে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলে।'

ভীষণভাবে মাথা নাড়ল বাক। 'তখন আমার কাঁচা বয়স ছিল, এতটা বুঝতাম না।' ওর সীসা ধূসর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। 'জানো, ওই পাজি লোকটা গতরাতে কি করেছে? আমার পাঁচজন লোক ওই ওয়াটার হোলের পাহারায় ছিল। আমার গরুগুলো যেন ঠিকমত পানি পায় এটা দেখাই ছিল ওদের কাজ। ওই পাজি বুড়োটা তিরিশ জন লোক নিয়ে—তিরিশ না হলেও বিশ জন পিস্তলবাজ লোক নিয়ে আক্রমণ করে আমার কর্মচারীদের এমনভাবে পিটিয়েছে যে একজনকে আমার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়েছিল আজ।'

'তুমি,' গিলের দিকে একটা বাঁকা আঙুল তুলে দেখাল সে।

'তোমার মত লোক ওদের উচিত শিক্ষা দিতে পারবে। তোমার হাতে মুঠি দুটো একটু ব্যবহার করলে ওই বুড়ো আর ফিরে আসতে সাহস পাবে না।'

গিল যা শুনেছে তাতে জানে আর্থার আবারও আসবে।

কিন্তু সে কোন মন্তব্য করল না। এখনও বেতন ড্র করেনি ও।

ফোরম্যান ওয়ালটার মালিকের আদেশ আনুযায়ী সবাইকে তৈরি হয়ে ঘোড়ায় চড়ার নির্দেশ দিল। কয়েকজন কর্মচারী ককিয়ে উঠল। একজন বলেই ফেলল, 'এটা হুইস্কির মত একটা নিয়মিত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।' খোঁড়াচ্ছে লোকটা।

কিন্তু একজনও বাদ রইল না। কেউ ইতস্ততও করল না। আড়ষ্ট হাত-পা দু'একবার টানটান করে একটু ফ্রি করে নিয়ে রওনা হল। বেশ দ্রুতই এগোল ওরা। দূরে কোথাও যেতে হলে কাউবয়রা যেমন নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-মস্করা করে সময় কাটায়, কেবল সেটারই অভাব রইল। সবাই ক্লান্ত, কিন্তু একরোখা জিদের বশে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু গিলের মারপিটের সম্ভাবনায় কোন দুশ্চিন্তা নেই। বরং ওর হাত দুটো একটু নিশপিশই করছে।

হঠাৎ একটা কথা ভেবে নিজের মনেই হাসল। জিম যদি ওখানে থাকে তবে ওকেও তার আজ পেটাতে হবে। পরে যখন ওরা আবার একই র‍্যাঞ্চে কাজ করবে তখন এটা একটা হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে

ওয়াটার হোলের কাছাকাছি পৌঁছে ফ্লাইঙ এম-এর লোকজনের মনোভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করল গিল। ওদের সব অনিচ্ছা আর অনীহা দূর হয়ে গেল। তারা সবাই ফ্লাইঙ এম-এর লোক—র‍্যাঞ্চের গৌরব ওদের ওপরই নির্ভর করছে।

বুড়ো মেবেরি তার শীর্ণ হাত তুলে বড়াই করে বলল, 'আজ আমরা বুড়ো নক্সের অবশিষ্ট দাঁতগুলো ভেঙে দেব। সবাইকে দেখিয়ে দেব এই দেশে কোন র‍্যাঞ্চের জোর বেশি।

কথাগুলো এক গ্লাস হুইস্কির মতই কাউবয়দের রক্ত গরম করে তুলল।

ব্যক্তিগতভাবে বাককে হয়ত দলের সবাই ভালবাসে না—সময় বিশেষে রেগে গেলে কেউকেউ ওর মুখে থুথু ছিটাতেও দ্বিধা করবে না—কিন্তু আজকের এটা একটা দলগত ব্যাপার। আজ সবাই ওর পিছনে শেষ পর্যন্ত থাকবে।

ওয়াটার হোলের কাছে এসে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করার জন্যে থামল ওরা। ক্ষীণ সরু চাঁদের আলোয় নিজেদেরই চিনতে ওদের কষ্ট হচ্ছে।

'ওদের কাউকে নিশ্চয় গার্ড রাখা হয়েছে,' বলল ফোরম্যান ওয়ালট্টার।

'ভাল কথা,' গিল নিজেই প্রস্তাব দিল, 'আমি এখানে নতুন মানুষ। আমাকে দেখলে ওরা কেউ কিছু সন্দেহ করবে না। আমি একাই এগিয়ে দেখে আসি,—কি বলো?'

প্রস্তাবটা সবারই মনঃপূত হল। স্পারের ঝুনঝুন শব্দে স্লিপিঙ এন-এর লোকজনের ঘুম ভেঙে যেতে পারে মনে করে স্পার দুটো খুলে জিনের সাথে ঝুলিয়ে রেখে ঘোড়ার লাগামটা পাশের লোকটার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে এগোল গিল।

ওয়াটার হোলের পানি বাঁকা চাঁদের আলোয় রূপালি দেখাচ্ছে। গরুগুলো ওয়াটার হোলের অদূরেই রাতের মত বিশ্রাম নিচ্ছে। গিল শুনেছে মাটির ভিতর থেকে একটা ছোট ঝর্না থেকেই ওই ওয়াটার

হোলের উৎপত্তি। উৎসটা ছোট বলেই ওয়াটার হোলটা সবসময়ে ভরা থাকলেও পানি উপচে পড়ে না।

হঠাৎ গার্ডটাকে দেখতে পেল সে। একটা ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল। সিগারেট ধরিয়েছে সে। মুঠো পাকিয়ে গাঁটগুলোর ওপর হাত বুলাল গিল।

ঘুরে নিঃশব্দে লোকটার পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁধে আস্তে একটা চাপড় দিল সে। লোকটা ফিরে তাকাল। থপ করে চোয়ালের সাথে মুঠির সংঘর্ষের শব্দের সাথে সিগারেটটা উড়ে দূরে গিয়ে পড়ল। আবার মুঠির ওপর হাত বুলাল গিল। চামড়াটা ছড়ে গিয়ে জ্বলছে।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আর এত ভাল বোধ করেনি সে।

মাটিতে আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে থাকা মানুষটার দিকে চেয়ে হাঁ হয়ে গেল ওর মুখ। জোরে হেসে ওটা থামাতে এ'ছাড়া আর কিছু করার ছিল না ওর।

জিমকে অনেক দিন ধরে এই রাতের গল্প মুখ বুজে সহ্য করতে হবে।

নিঃশব্দে হাসতে হাসতেই ক্যাম্প-ফায়ারের দিকে এগিয়ে গেল গিল। মাত্র পাঁচজন লোক রয়েছে ওখানে। চিতাবাঘের মত একটা হুঙ্কার ছেড়ে প্রথমে যে লাফিয়ে উঠল তার দিকে এগোল সে। ফ্লাইঙ এন-এর লোকজন যখন ওখানে পৌঁছল ততক্ষণে ফাইট শেষ হয়ে গেছে। পাঁচজন লোক মাটিতে পড়ে ককাচ্ছে। কেবল গিল একাই দু'পায়ে খাড়া রয়েছে।

বাক মেবেরি পরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ওখানে পৌঁছে যখন বলল, 'আমরা জিতেছি!' গিলের মনের ভিতরটা কেমন যেন বিষিয়ে গেল। বুড়ো মারপিটে কোন অংশই নেয়নি।

হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগল যেই অর্থার নক্সকে বাক মেবেরি এত ঘৃণা করে সে কি নিজে কোনদিন তার বিরুদ্ধে ফাইট করেছে?

গিলের সাথে আরও চারজনকে ওখানে পাহারায় থাকার নির্দেশ দিয়ে কেবল নিজের ব্র্যান্ডের গরুগুলোকে পানি খাওয়াতে বলল মেবেরি। আরও বলল স্লিপিঙ এন-গরুগুলোকে যেন তাড়িয়ে দশ-পনেরো মাইল দূরে ছেড়ে আসা হয়।

র‍্যাঞ্চারের ছোট বাড়িটা যেখানে ছিল সেখানে কেবল আধপোড়া কিছু খুঁটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাকি সবই পুড়ে ছাই হয়েছে। স্বার্থান্বেষী দুই বড় র‍্যাঞ্চারের পাল্লায় পড়ে বেচারাকে শেষ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। এখন কটনউড গাছের ছায়ায় একটা নতুন গুদামে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার রাখা হয়েছে। স্লিপিঙ এন-এর লোকজনের বিছানা মাটিতেই পড়ে আছে। বাধ্য হয়ে দখল ছেড়ে চলে যাওয়ার সময়ে ওগুলো নেয়নি ওরা। গিল জানে না কতবার ওই গুদাম আর বিছানাগুলোর হাত-বদল ঘটেছে।

পরদিন বিকেলে আবার হাত-বদল হওয়ার পরিস্থিতি হতে যাচ্ছিল। গরুগুলোকে তাড়িয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে ফেরার পথে স্লিপিঙ এন-এর লোকজনকে দূর থেকে আসতে দেখল গিল। সে আর ফ্লাইঙ এম-এর লোকজনই আগে ওয়াটার হোলে পৌঁছল। ওরা বসে অধ্যবসায়ের সাথে নিজেদের রাইফেল আর পিস্তলগুলোকে ঘষে-মেজে প্রায় চকচকে করে তুলেছে এই সময়ে বিপক্ষের আট জন আরোহী ওখানে এসে হাজির হলো।

জিম ওদের সাথে নেই দেখে আশ্বস্ত হল গিল। বেচারা হয়ত কোথাও বসে চোয়ালের ব্যথায় সেঁক দিচ্ছে।

আর্থার নক্সকে গিল কখনও দেখেনি। কিন্তু দেখেই চিনল। বাক

আর আর্থার দুজন একই ধাঁচের মানুষ। ওর দাড়িও পাকা, তবে লম্বায় একটু ছোট। চাহনি বাকের মতই তীক্ষ্ণ। একই ছাঁদের অহঙ্কার রয়েছে ওর চোখেও।

বুড়ো আর্থার কাউবয়দের হাতের পিস্তল আর রাইফেলগুলোর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'তোমাদের ওগুলো ব্যবহার করার দরকার পড়বে না,' বলল সে। 'আমরা এখানে মারপিট করতে আসিনি। আপোষে তোমাদের চলে যেতে বলতেই এসেছি।'

বুড়ো এক বছর বয়সের ষাঁড়ের থেকেও বেশি উদ্ধত। পুরো সাড়ে ছয় ফুট লম্বা গিল উঠে দাঁড়িয়ে অবজ্ঞার সাথে ওর মুখের ওপর হেসে উঠল।

র‍্যাঞ্চ মালিকের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। 'তুমিই সেই লোক,' দোষারোপ করল সে। 'তুমিই গতরাতে আমার লোকজনকে নির্দয়ভাবে পিটিয়েছ।' তারপর ওর চোখের ভাব বদলে গেল। বাক মেবেরি বস্তাটা ঘুসি মেরে ফেলে দেয়ার সময়ে যেভাবে ওকে যাচাই করে দেখেছিল তেমনি চোখে ওকে যাচাই করল আর্থার।

'তুমি জানো?' আত্মপ্রত্যয়ের সাথে বলল সে, 'একটা পচা র‍্যাঞ্চের কাজে যোগ দিয়েছ তুমি। ওই বুড়ো শকুন মেবেরির সাথে কাজ করলে তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তুমি আমার দলে চলে এস, অনেক সুযোগ সুবিধা পাবে।'

মাথা নাড়ল গিল। 'বাক মেবেরি আমার খাবার আর বেতন দিচ্ছে। আমি ওর সাথে যখন যোগ দিয়েছি, ওর সাথেই থাকব।'

চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে কাঁধ উঁচাল সে। 'তবে ওখানেই পচে মরো।' নিজের লোকগুলোর দিকে ফিরে সে বলল, 'ঠিক আছে, এবার ওদের একটু শিক্ষা দিয়ে দাও!'

লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে দল বেঁধে ছুটে এল স্লিপিঙ এন-এর লোকজন। দু'মিনিটের মধ্যেই ফাইট শেষ হলো। গিলের দুহাতের গাঁটের চামড়াই ছড়ে গেল।

ঘোড়ার পিঠে বসে চোখে অবিশ্বাস নিয়ে পুরো ঘটনা দেখল নক্স। তার লোকজন সবাই একে একে ওর চোখের সামনেই ধরাশায়ী হল।

'এবার তোমরা সত্যিই মাত্রা ছাড়িয়ে গেছ!' বিস্মিত ভাবটা সামলে নিয়ে রাগে গর্জন করে উঠল সে। 'পাখা গজিয়ে তোমরা আকাশে উড়ছ। স্লিপিঙ এন এবার তোমাদের ভালমতই শায়েস্তা করবে। দেখে নিয়ো!'

আর্থার নক্সের লোকজনকে ঘোড়ার পিঠে উঠতে সাহায্য করল গিল। কিন্তু তার ধারণা হলো ওদের কারোই এই অর্থহীন ঝগড়ায় আন্তরিক সমর্থন নেই। মালিকের আদেশে এই পক্ষকেও যেমন মারপিটে অংশ নিতে হচ্ছে, ওই পক্ষকেও তাই। কাউবয়দের ভিতর কোন ব্যক্তিগত বিরোধ নেই।

কিন্তু ওদের আবারও আসতে হবে। কাউবয়দের অলিখিত নিয়ম এটাই। যতবার নক্স বলবে ততবারই ওদের আসতে হবে। যতদিন মালিকের থেকে বেতন নিচ্ছে, মালিকের খাবার খাচ্ছে, ততদিন ওই ব্র্যান্ডের অনুগত থাকতে হবে। পছন্দ না হলে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে পারে—কিন্তু কাজ করলে ওইভাবেই চলতে হবে।

এবং চেষ্টায় বিরতি ঘটল না। সেই রাতেই ওরা আবার এল। পরের রাতেও। পরের রাতে ওরা ফ্লাইঙ এম-এর লোকজনের মাথার উপর দিয়ে গুলি ছুঁড়ে ভয় দেখিয়ে ওদের তাড়াবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু লম্বা গিল একটুও না ঘাবড়ে পাল্টা গুলি ছুঁড়ল। পিস্তলে ওর হাত ভাল। কাউকে মারল না সে কিন্তু ওর গুলিগুলো বিপক্ষ দলের কানের

পাশ দিয়ে গিয়ে যাওয়ায় ওদের ভিতর আতঙ্কের সৃষ্টি হল।

ঘটনা শুনে খুশিতে উজ্জ্বল হল বাক মেবেরির মুখ। 'কিছু করতে না পেরে রাগে এখন নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছে নক্স,' সন্তুষ্ট হয়ে মন্তব্য করল বাক।

ফোরম্যান ওয়ালটার কিন্তু ঘটনাটাকে সহজভাবে নিতে পারল না। সে বলল, এর আগে ব্যাপারটা কেবল হাতাহাতির মধ্যেই ছিল, এখন গোলাগুলি শুরু হয়েছে। এবার খুনোখুনি হয়ে যেতে পারে।

'ব্যাপারটা এমন সিরিয়াস কিছু না।' পরিস্থিতিটাকে একটু হালকা করার চেষ্টা করল গিল। 'কাউকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়নি। কয়েকটা কার্তুজ নষ্ট হয়েছে মাত্র।'

'কিন্তু আগামীবার কি হবে কেউ বলতে পারে?' প্রশ্ন তুলল ওয়ালটার। আড়চোখে রাগের সাথে বাক মেবেরির খুশিতে প্রায় নেচে বেড়ানো লক্ষ্য করে সে আবার বলল, 'কেউ মারা পড়তে পারে। সারা টেক্সাসের ওয়াটার হোলের পানি দিয়েও একটা জীবন নাশের ক্ষতিপূরণ কেউ দিতে পারবে না।'

বাক মেবেরি ওর কথায় কান দিল বলে মনে হল না।

ঘটনাটা ঘটতে বেশি দেরি হল না। পরের রাতেই ঘটল। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত হঠাৎ ঘোড়ার পিঠে ঝড়ের বেগে আকাশের দিকে পিস্তল ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে এল স্লিপিঙ এন-এর লোকজন। ওয়াটার হোলের চারপাশে বাক মেবেরির গরুগুলো আতঙ্কে লাফিয়ে উঠে স্ট্যামপিড্ করে ছুটে পালাল।

ফ্লাইঙ এম-এর ঘোড়াগুলোও ভয়ে গরুগুলোর সাথে দড়ি ছিঁড়ে ছুটল। একটাই কেবল সামনের পা দুটো চামড়ার ফিতে দিয়ে বাঁধা

ছিল বলে লাফিয়ে ছুটতে গিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। পায়ের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সে।

ঘোড়া ছাড়া কাউবয়রা একেবারে অসহায়। একটা দড়ির ফাঁস তুলে নিয়ে ওটাকে ধরার জন্যে ছুটল গিল। ততক্ষণে ঘোড়াটা উঠে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত কায়দায় তিন পায়েই ছুটতে শুরু করল। ল্যাসোর ফাঁস ছুঁড়ে ঘোড়াটাকে ধরে দড়ির অন্য প্রান্ত কোমরে পেঁচিয়ে বুটের গোড়ালি দুটো মাটিতে গেড়ে ঘোড়াটাকে ঠেকাল। আতঙ্কিত ঘোড়াটা থামল, কিছু ছাড়া পাওয়ার জন্যে দাপাদাপি করছে।

এই সময়ে একজন অরোহী অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে পিস্তল ছুঁড়ে ঘোড়াটাকে আরও আতঙ্কগ্রস্ত করে পালাতে সাহায্য করার চেষ্টা শুরু করল।

রাগে অন্ধ হয়ে নিজের পিস্তল বের করে ওর মাথার ওপর দিয়ে গুলি ছুঁড়ে ওকে ভয় পাওয়াবার চেষ্টা করল গিল। একবার···দুবার···কিন্তু তৃতীয়বারের সময়ে ঘোড়াটা জোরে লাফ দিল। ঝাঁকিতে গিলের পিস্তলটা একটু নিচে নামল।

বুলেট আঘাত করার শব্দটা জোরালো হয়ে গিলের কানে বাজল। লোকটা আর্ত চিৎকার করে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল।

একটা অঘটনের ভয়ে গিলের বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। ধরাশায়ী আরোহীর কাছে ছুটে গেল গিল। 'খোদার কসম, আমি ইচ্ছা করে—'

নিচু হয়ে লোকটাকে দেখে ওর হাত-পা অবশ হয়ে এল। বাবরি জিম! জিমকে গুলি করেছে সে!

অন্ধকারে হাতড়ে দেখার চেষ্টা করে ক্ষতটা খুঁজে পেল গিল। কাঁধের একটু নিচে। গরম রক্তমাখা আঠালো হাতটা সরিয়ে নিল সে।

'জিম...' গলাটা ভাঙা শোনাল। 'বিশ্বাস করো, তোমাকে লক্ষ্য করে আমি গুলি করিনি।'

দুই পক্ষেরই গোলাগুলি আর চিৎকার থেমে গেছে। সবাই লম্বা গিল আর বাবরি জিমকে ঘিরে বোবার মত তাকিয়ে আছে।

'ওকে আমাদের শহরে নিয়ে যেতে হবে,' বলল গিল।

সে স্লিপিঙ এন-এর লোকজনের সহযোগিতায় ক্ষতের ওপর কাপড় গুঁজে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। কোন ওয়্যাগন নেই, তাই বাধ্য হয়ে জিমকে তার ঘোড়ার পিঠেই বসাল ওরা। যে ঘোড়াটাকে ধরতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তারই পিঠে জিন চাপিয়ে জিমকে ধরে ওর পাশাপাশি ঘোড়া চালিয়ে শহরের দিকে এগোল গিল। স্লিপিঙ এন-এর লোকেরাও সাহায্য করছে।

একজন ফ্লাইঙ এম-এর লোক ঘোড়ার পিঠে করে এসে হাজির হলো। 'বুড়ো মেবেরি ঘটনাটা মোটেও পছন্দ করবে না। ওকে কি বলব আমি?'

তিক্ত স্বরে ধমকে উঠল গিল। 'ওকে জাহান্নামে যেতে বলো!'

সবাইকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে ডাক্তার একা তার যা করণীয় করছে। ভিতরে কি হচ্ছে বা চলেছে জানে না। গিলের মনে হচ্ছে যেন অনন্ত কাল কেটে যাচ্ছে। উৎকণ্ঠায় শঙ্কিত গিল কফি খেতেখেতে পেট ঢোল করে ফেলেছে। স্লিপিঙ এন-এর যে লোকটা শহর পর্যন্ত সাথে এসেছে সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছে। জিম আর গিলের মধ্যে যে রক্তের সম্পর্ক আছে তা লোকটা জানে।

বন্ধ দরজাটার দিকে তাকিয়ে আছে গিল। পরপর কয়েক রাতে এই দুই র‍্যাঞ্চের ঝগড়ায় অল্পই ঘুমাতে পেরেছে। চোখ দুটো লালচে হয়ে উঠেছে। ওর অবস্থা দেখে স্লিপিঙ এন-এর লোকটা প্রস্তাব দিল, 'বসে

একটু ঘুমিয়ে বিশ্রাম নাও। ডাক্তার দরজা খুললেই তোমাকে জাগিয়ে দেব আমি।'

লোকটার দিকে তাকাল গিল। কিন্তু কিছু বলল না। জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। ভোর হচ্ছে, নতুন আর একটা দিন আসছে। তারই সব দোষ। মনটা ব্যথায় ভারি হয়ে রয়েছে।

'জিম ভাল হয়ে উঠবে না জানা পর্যন্ত আমার ঘুম আসবে না।' মাথা নিচু করল সে। 'সেরে না উঠলে...' যা ভাবছে তা সে কথায় প্রকাশ করল না। কিন্তু বাবরি জিম যদি মারা যায় তবে দুটো নিরেট মাথা র‍্যাঞ্চার তার হাতে মারা পড়বে।

ওর মনের ভাব আঁচ করেই মাথা ঝাঁকিয়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল লোকটা। 'আমার ভীষণ ভয় হচ্ছে, গিল,' বলল সে। 'পুরো ব্যাপারটা এখন একটা চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ ওই ওয়াটার হোলের দখল নিয়ে দুই দলে একটা দারুণ মারপিট হবে বলে মনে হচ্ছে।'

গিলের চেহারা গম্ভীর আর কঠিন হল। ওই ঝগড়াটে বুড়ো দুটোর কি সাধ এখনও মেটেনি?

কব্জা ককিয়ে উঠল। দরজা খুলে বেরিয়ে এল ডাক্তার। ওর মুখে হাসি নেই, কিন্তু চোখের ভাবে আশ্বাস প্রকাশ পাচ্ছে। 'তোমার বন্ধু শক্ত চামড়া আর কাঁটাতারের তৈরি,' বলল সে। 'এযাত্রায় সামলে উঠেছে—আর ভয় নেই।'

দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আবার ওয়াটার হোলটার দিকে যাচ্ছে গিল। ঘুম হয়নি বলে চোখ দুটো লাল হয়েছে। নাস্তা খাওয়া হয়নি—খিদেয় পেট জ্বলছে। মোট কথা ওর মেজাজটা একেবারে তিরিক্ষি হয়ে আছে।

বাবরি জিমের কথাই ওর বারবার মনে পড়ছে। এতসব ঘটনার পর

জিম তার সাথে আর কোনোদিন কথা না বললেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু জিম চোখ খুলে ওকে দেখে হেঁসে কেবল বলেছিল, 'হাঁদারাম!'

এটা রক্তের সম্পর্কের চেয়েও বড়—এটা বন্ধুত্ব।

ওয়াটার হোলে পৌছানোর আগেই সে দূর থেকে দেখতে পেল স্লিপিঙ এন-এর কাউবয়টা ঠিকই বলেছিল। ওখানে ওয়টার হোলের পশ্চিম পাশে সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্লাইঙ এম-এর লোকজন আর পুব পাশে দাঁড়িয়েছে বিপক্ষ দল। দুই পক্ষেরই সবাই এসেছে, এমনকি রাঁধুনিও ওখানে উপস্থিত। এত অস্ত্রশস্ত্র এনেছে ওরা যে ওগুলো দিয়ে নতুন করে 'সিভিল ওয়ার' আবার শুরু করা যায়।

গিল লক্ষ্য করল কেবল মালিক দুই বুড়োর কাছেই কোন অস্ত্র নেই। নিরস্ত্র লোককে কেউ মারবে না। দলের লোকজনের যা হয় হোক নিজেরা নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা ওরা দুজনেই রেখেছে।

ঘোড়ার পিঠে কুঁজো হয়ে বসে দুই বুড়ো পরস্পরকে হুমকি দিয়ে কথা কাটাকাটি করছে। গিলকে আসতে দেখে রাগের সাথে ওর দিকে তাকাল মেবেরি। 'কোন চুলোয় গেছিলে তুমি?'

বিড়বিড় করে একটা জবাব দিল গিল।

'শেষ মুহূর্তে এসে হাজির হয়েছ!' বকা দিল মেবেরি। 'আজ এখানে একটা হেস্তনেস্ত কিছু হবে। প্রত্যেকের অস্ত্র আমার কাজে লাগবে আজ।'

ভিতরে ভিতরে রাগে জ্বলছে গিল। মুখ তুলে সে বলল, 'কই. তোমার অস্ত্রটা তো দেখতে পাচ্ছি না?'

রাগে লাল হয়ে উঠল মেবেরির মুখ। এভাবে তার মুখের ওপর কথা শুনতে সে অভ্যস্ত নয়। ওয়ালটার জেমস ছাড়া আজ পর্যন্ত কেউ তাকে

এভাবে কথা শোনায়নি।

'বেয়াদবি করলে তোমাকে আমি চাকরি থেকে বরখাস্ত করব!'

'না, তা তুমি পারো না—কারণ আমি আগেই তোমার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।' হাত নামিয়ে নিজের পিস্তলটা বের করে মেবেরির দিকে তাক করল গিল। 'নিচে নামো!' কঠিন স্বরে আদেশ দিল সে।

স্তম্ভিত হয়ে হাঁ হয়ে গেল বাক মেবেরির মুখ। 'তোমার নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে!'

'হয়ত তাই। কিন্তু তোমাকে নামতে বলেছি আমি। আর তুমিও নামো, জেমস।'

দুই বুড়ো সাহায্যের আশায় নিজের লোকজনের দিকে তাকাল। পিস্তলটা চারপাশে একবার ঘুরিয়ে গিল বলল, 'তোমরা সবাই এখানে আমার সামনে এসে দাঁড়াও। কেউ পিস্তল বের করার চেষ্টা করলেই গুলি করে পায়ের আঙুল উড়িয়ে দেব।'

সাধ করে কেউই গুলি খেতে চায় না, তাই সবাই নির্দেশ মত সামনে এসে দাঁড়িয়ে নীরবে গিলের দিকে চেয়ে ওর কাণ্ড দেখছে। বলে চলল গিল, 'এই দুটো বুড়ো আজ একটা চূড়ান্ত মীমাংসা চায়। আমারও মনে হয় একটা মীমাংসার সময় এসেছে। এটা বিশ-তিরিশ বছর আগেই হওয়া উচিত ছিল।' মেবেরি আর জেমসের দিকে ফিরল সে। 'আজ তোমাদের কাউহ্যান্ডরা কেউ লড়বে না—কারণ ওদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তোমাদের ঝগড়ার মীমাংসা তোমরা নিজেরাই আজ করবে। ওকে মারো; মেবেরি!'

ইতস্তত করছে বুড়ো। পিস্তলের হ্যামার টানার 'ক্লিক' শব্দটা খুব জোরালো শোনাল।

দুর্বল একটা ঘুসি মারল মেবেরি। জেমসের গায়ে ওটা সামান্য

টোকার মত লাগল।

'জোরে! মনের ঝাল মিটিয়ে মারো!'

দ্বিতীয় ঘুসিতে দুজনেরই মুখ দিয়ে ঘোঁত করে শব্দ বেরোল।

'এই তো; চমৎকার। এবার, জেমস, তুমি ওকে পাল্টা মারো।'

তাই করল জেমস।

'এবার দুজনে এতদিনের জমানো আক্রোশ মিটিয়ে মারপিট করো।'

গিলের উদ্যত পিস্তলটার দিকে চেয়ে দুই বুড়ো ক্লান্ত ষাঁড়ের মত লড়ছে। দুজনেই অন্ধের মত হাত চালাচ্ছে। একটা-দুটো লাগছে, বেশিরভাগই ফসকে যাচ্ছে। যখন মনে হলো ওরা থামতে প্রস্তুত, গিল পিস্তল তুলে ইশারা করল।

'চালিয়ে যাও। এখনও তো ভালমত শুরুই করোনি!'

মারপিট চালিয়ে গেল ওরা। ধুলোয় গড়াগড়ি করে কুস্তিও করল। দুজনেই হ্যাট হারিয়েছে, পরস্পরের শার্টের বোতাম সব ছিঁড়ে ফেলেছে। ওদের ঘুসিতে ডিমের খোসা ভাঙার মত জোরও আর নেই। হিংস্র মূর্তি নিয়ে ওদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে গিল। যখন মনে হচ্ছে ওরা থামার উপক্রম করছে তখন একবার করে পিস্তলের নলটা পাঁজরে ঠেকাচ্ছে।

দুই র‍্যাঞ্চ মালিকের কারও আর এখন সেই সম্ভ্রান্ত চেহারা নেই। হাস্যকর দেখাচ্ছে ওঁদের। কাউবয়রা দাঁত বের করে হাসছে এখন।

ফাইট চলতেই থাকল। শেষ পর্যন্ত ওয়াটার হোলের কিনারে কাদার ভিতর টলতে টলতে জেমসকে শেষ একটা ঘুসি মেরে মুখ থুবড়ে নিজেই পানিতে পড়ল মেবেরি। কাদা ছিটিয়ে ধপাস করে বসে পড়ল জেমস।

গড়িয়ে চিত হয়ে হাত দিয়ে মুখ থেকে কাদা কেচে সরাল মেবেরি। দুজনই হাঁপরের মত হাঁপাচ্ছে। কাদার মধ্যে বসেই পরস্পরের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল ওরা। অন্যের চেহারা দেখে দুজনেই বুঝতে পারছে তার নিজের চেহারা কেমন দেখাচ্ছে।

আর্থার শেষে বলল, 'বাক, তোমাকে ভূতের মত দেখাচ্ছে।'

হাত দিয়ে মুখ থেকে আরও কাদা সরিয়ে বাক বলল, 'মনে কোরো না তোমাকে ফুলের মত সুন্দর দেখাচ্ছে।'

তাল গাছের মত ওদের মাথার ওপর দাঁড়িয়ে আছে গিল। এবারে সে কঠিন স্বরে বলল, 'এখানে তোমাদের দুজনের জন্যেই যথেষ্ট পানি রয়েছে। তাই এর দখল নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করার কোন মানেই হয় না। দুই র‍্যাঞ্চের গরুই এখানে পানি খাবে। তোমাদের দুই বুড়ো মিনসের মধ্যে যদি আবার কোন ঝগড়ার কথা আমার কানে যায় তবে আমি ফিরে এসে দুজনের মাথা একসাথে করে এমনভাবে ঘসে দেব যে তোমাদের পাকা চুল থেকে ধোঁয়া উঠবে।'

আড়ষ্টভাবে নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল গিল।

আর্থার নক্সের চোখ ওকে অনুসরণ করল। 'বাক,' বলল সে, 'এমন একটা লোককে তুমি হয়ত চলে যেতে দিতে পারো, কিন্তু আমি দেব না। তুমি যদি তোমার র‍্যাঞ্চে ওকে না রাখো তবে আমি আমার র‍্যাঞ্চেই ওকে রাখব।'

'তুমি এখানে নাক গলাতে এসো না, আর্থার। লম্বা গিল আমার লোক।' গিলের দিকে জোরে হাত নেড়ে ডাকল সে। 'গিল! তুমি এদিকে এসো!'

অনেক সময় নিল গিল, কিন্তু সে এল।

'শোনো, গিল,' বলল সে। 'আমি বিশ বছর ধরে তোমার মত

একজন লোকই খুঁজছিলাম। তোমাকে বরখাস্ত করিনি আমি।'

'জানি। কিন্তু আমি নিজেই কাজটা ছেড়ে দিলাম।'

'এটা কোরো না, গিল,' অনুনয় করল বাক। 'আমি তোমার বেতন বাড়িয়ে চল্লিশ ডলার করে দেব। এর থেকে ভাল বেতন তুমি এদেশে আর কোথাও পাবে না। আর তোমার চড়ার জন্যে সবথেকে ভাল আর শান্ত ঘোড়াগুলো দেয়া হবে।'

বাক নিজের জন্যে যেগুলো রেখেছে সেগুলো ছাড়া একটাও পোষ-মানা শান্ত ঘোড়া ওর আস্তাবলে নেই। সবই আধবুনো। একটু মাথা চুলকে আবার নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল সে।

'দাঁড়াও,' বলে উঠল আর্থার। 'আমরা দুজনেই তোমাকে রাখতে চাই। চল্লিশ আর চল্লিশ মোট আশি ডলার পাবে তুমি। এখানে আমাদের একটা লাইন কেবিন আমাদের তৈরি করতেই হবে। আমার বিশ্বাস আমাদের গরুগুলো ঠিক মত আলাদা রাখতে তোমার মত একজন লোকেরই দরকার।'

ঠোঁট কামড়ে টেক্সাসের পেঁজা তুলোর মত মেঘগুলোর দিকে তাকাল গিল। ওর ভিতর থেকে রাগ আর ক্ষোভ দূর হয়ে গেছে।

'ঠিক আছে, তোমাদের কথাই রাখলাম। কিন্তু লাইন কেবিন চালাতে এখানে আরও একজন লোকের দরকার হবে। অবশ্য উপযুক্ত একজন লোকও আমার জানা আছে। আমরা দুজনে কাজটা সামলাতে পারব।'

মেসকিটের মস্তান

কোরালে সাদা-কালো ছোপওয়ালা ঘোড়াটাকে ধরার চেষ্টা করছে ববি গাইজলার। সেলুন থেকে বেরিয়ে দ্রুতপায়ে রডনি হাজির হল ওখানে। 'চট করে শহর ছেড়ে কেটে পড়ো, ববি,' পরামর্শ দিল সে। 'ওরা তোমাকে বিপদে ফেলার চক্রান্ত করছে।'

ঘুরে অগোছালো বিশাল লোকটার দিকে তাকাল ববি। আধময়লা শার্টটা কোনমতে প্যান্টের ভিতর গোঁজা। পিছন দিক থেকে কিছুটা বেরিয়ে রয়েছে। বেল্টের বদলে প্যান্টটা দড়ি দিয়ে কোমরের সাথে বাঁধা। শেভ না করায় মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ভেজাভেজা নীল চোখ দুটো ভাবহীন। তামাকের দলাটা চোয়ালের একপাশ থেকে অন্যপাশে নিয়ে সে থুতু ফেলল।

'তুমি আমার উপকার করেছ, তাই তোমার ভালর জন্যেই বলছি।'

'ওরা খামোকা আমার পিছনে লাগতে যাবে কেন?' প্রশ্ন করল ববি। রোদে পোড়া বাদামী চেহারা ওর। চোখ দুটো কালো আর তীক্ষ্ণ।

'তোমার ঘোড়াগুলোর ওপর রিকি কার্ভারের চোখ পড়েছে। ঘোড়া চেনে ও। জোর করেই ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। কেউ ঠেকাতে আসবে না—তাছাড়া অপরিচিত লোককে কেউ এখানে ভাল চোখে দেখে না।'

পিস্তলের বেল্টটা কোমরে পরে রডনির দিকে ফিরল ববি।

'সাবধান করার জন্যে ধন্যবাদ। তবে এদেশে স্ট্রেঞ্জারকে ভয় করার কারণ তো আছেই!'

অস্বস্তিভরে অন্যদিকে চোখ ফেরাল রডনি।

'জোরে বলো না—কেউ শুনতে পাবে। তোমাকে যা বলেছি সেটাও যেন কেউ না জানে।'

নিজের ছোপরার দিকে রওনা হল রডনি। অনিশ্চিতভাবে দাঁড়িয়ে রইল ববি। এখনও শহর ছাড়ার জন্যে তৈরি নয় সে। ঘোড়াগুলোর বিশ্রাম দরকার। তাছাড়া কারও ভয়ে পালানো তার নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু এখানকার প্রতিকূল হাওয়াটাও তার নজর এড়ায়নি।

মেসকিটে চোর, গুণ্ডা আর বদমাশের সংখ্যাই বেশি। হাইজ্যাকারদের শহর এটা। আর ববি ভ্রাম্যমাণ ঘোড়া ব্যবসায়ী। পেইন্ট ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপিয়ে পেটির বেল্টটা এঁটে নিল ববি। এতক্ষণ ট্রিশা হপকিনসের কথাই ভাবছিল। ওই মেয়েটার কারণেই মেসকিটে থেকে গেছে ও।

স্বেচ্ছায় ঝামেলায় জড়ানোর অভ্যাস ববির নেই। এ পর্যন্ত সারাটা জীবন সে ঝামেলা এড়িয়েই চলেছে। কিন্তু তাই বলে যে কখনও ঝামেলা পোহায়নি তা নয়। মানুষের জীবনে কিছু কিছু সময় আসে যখন সামনা-সামনি সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। হয়ত এটাও তাই হয়ে দাঁড়াবে।

রিকি কার্ভার শহরের মাথা। সবকিছু তার নির্দেশ মতই চলে। মেসকিটের ধুলোময় পথে শহরে ঢোকার সময়ে ববি খেয়াল করেছে বিশাল-দেহ লোকটার পিটপিটে চোখ তাকে সর্বক্ষণ অনুসরণ করেছে। রাস্তার ওপর চারটে পাকা দালান আর ডজনখানেক বাসা। পিছন দিকে

কটনউড্ গাছের ভিতর একটা ছোট বাসায় জিম থমসন আর তার স্ত্রী নোরার সাথে থাকে ট্রিশা।

কার্ভার লোকটা প্রকাণ্ড, নিষ্ঠুর, আর মতলববাজ। পাহাড়ের ঢালে নীল কাদার চেয়েও পিছল। ববি ওকে ঠিকই চিনেছে। পটু ট্র্যাকার সে। ছেলেবেলায় একা বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আজ পর্যন্ত অসংখ্য মানুষ দেখেছে। মানুষের মুখে কাল এবং স্বভাবের আঁকা রেখা পড়তে ওর ভুল হয় না। রিকির সাগরেদ ডন আর শেইডিই বা কেমন, তাও সে আঁচ করেছে।

পাহাড়ের উপত্যকায় বাজে একটা জায়গা এটা। কাঠের ফ্রেমে তৈরি বাড়িগুলো খেয়াল খুশি মত ছড়ানো। রঙ করা হয়নি বলে কুৎসিত চেহারা। পাহাড়ের ঢাল পাইন-ঝোপ আর জংলী জুনিপারে ঢাকা। ধুলোয় ভরা ট্রেইলটা পাইন আর বড় বড় পাথরের চাঁই-এর মাঝে এঁকেবেঁকে হারিয়ে গেছে। ওখানে একটা ওয়াটার হোলের অস্তিত্বকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে শহর। ওর আশপাশেই খাড়া পাহাড় আর ঝোপঝাড় ভরা, ক্যানিয়নের ভিতর কার্ভারের সাঙ্গপাঙ্গ চোরাই গরু লুকিয়ে রাখে।

রডনি ঠিকই বলেছে। এই মুহূর্তেই তার সরে পড়া উচিত। এখানে থাকলে সংঘর্ষ অনিবার্য। রিকি বা ডনের মত পেশাদার পিস্তলবাজ সে নয়। কিংবা শেইডির মত ছুরি চালানোয় ওস্তাদ খুনীও নয়। ঝামেলা এড়াতে হলে এটাই সরে পড়ার উপযুক্ত সময়—কিন্তু ওদিকে রয়েছে ট্রিশা হপকিনস।

ট্রিশার বয়স আঠারো। পাতলা সুঠাম দেহ, ভাষাময় নীল চোখ, মাথায় কোমল সোনালি চুল। ওর উছলে ওঠা হাসি পুরুষের মনে দোলা দেয়।

মেয়েটা ট্রেইলের শিকার। ওর বাপ-মা দুজনই পথে কলেরায় মারা যায়। ভীত-সন্ত্রস্ত দশ বছরের ট্রিশাকে অসহায় অবস্থায় দেখতে পেয়ে জিম থমসন ওকে বাড়ি নিয়ে আসে। সেই থেকে থমসনের বাড়িতেই বড় হয়েছে। কিন্তু এখন রিকির চোখ পড়েছে ওর ওপর। এবং রিকির যাকে মনে ধরে তাকে তার চাই-ই।

শহরের কারও সাধ্য নেই রিকিকে বাধা দেয়। মেসকিটে সাতাশ জন মানুষের বাস। কিন্তু ওদের মধ্যে যারা আউটল নয় তারা রিকির ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায় না। শহরের হর্তাকর্তার রোষে পড়ে গেলে কারও বাঁচোয়া নেই।

ববি গাইজলার শহরে পৌঁছার আগে পর্যন্ত এইভাবেই চলছিল। নিজের ধরা ষোলোটা তেজী বুনো ঘোড়া সাথে এনেছে ও। খুব কম সময়ে ঘোড়াগুলোকে পিঠে চড়ার মত পোষ মানিয়ে ফেলেছে। এখানে রাত কাটাবার প্ল্যান ওর ছিল না। পথে ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াবার উদ্দেশ্যে ওয়াটারহোলে থেমেছিল। এর ফাঁকেই ট্রিশার সাথে ওর কথা হচ্ছিল।

'তোমার ঘোড়াগুলো চমৎকার,' প্রশংসা করে বলেছিল মেয়েটা। 'এমন সুন্দর ঘোড়া আমি কখনও দেখিনি—কার্ভারেরও এমন ঘোড়া নেই।'

'হ্যাঁ, সত্যিই সুন্দর,' স্বরটা ওর নিজের কাছেই অপরিচিত ঠেকল। দীর্ঘকাল পাহাড়ে একাই কাটিয়েছে ও। 'সেজন্যেই অনেক কষ্ট স্বীকার করে ওগুলোকে ধরেছি—ঘোড়া আমার খুব প্রিয়।'

কালো ঘোড়াটার পাশে দাঁড়িয়ে আলাপ করছিল মেয়েটা। ঘোড়াটা ওকে শুঁকে দেখার জন্যে গলা বাড়াল। আদর করে নাক ছুঁয়ে

দিল সে। ঘোড়াটা ভয়ে পিছিয়ে গেল না।

'বোঝার উপায় নেই কয়েকদিন আগেও এরা বুনো ছিল,' অবাক হয়ে মন্তব্য করল ট্রিশা। 'খুব শান্ত।'

'ঘোড়ারা এমনই হয়, ম্যাম,' বলল ববি। 'মানুষকে ওরা পছন্দই করে। ভয়ের কিছু নেই বুঝলে পরক্ষণেই কৌতূহলী হয়ে বন্ধুত্ব প্রকাশ করতে চায়। প্রথম কয়েকদিন কাছাকাছি থেকে পরিচিত হতে দাও। হঠাৎ চমকে দেয়ার মত কোন ভঙ্গি বা মারধর কোরো না। কেবল শক্ত হাতে বাগে রাখো আর ভাল খাবার দাও। ব্যস।

'ভয় পেলে দিশা হারিয়ে ফেলে ওরা। কিন্তু একবার কাউকে ভাল করে চিনলে—বিশ্বাস করলে—তার সাথে মরতেও ভয় পায় না।'

'সুন্দর নরম মন তো তোমার,' চিন্তামগ্নভাবে মন্তব্য করল ট্রিশা। চোখ তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে ববির দিকে চেয়ে ওকে মনেমনে যাচাই করে নিল মেয়েটা। 'এখানকার লোকজন তো পিটিয়েই ঘোড়া বশ করে।'

সদ্য পরিচিত যুবতীর মুখে নিজের প্রশংসা শুনে ঈষৎ লাল হল ববি। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পাল্টাল সে।

'তোমরা সবাই এখানেই থাকো?'

একটু যেন বেদনার ছাপ পড়ল মেয়েটার মুখে। 'না, আমার বাপ-মা অনেক দিন আগেই মারা গেছে। থমসন পরিবারের সাথে থাকি আমি।' মুখ তুলে ববির চোখে চোখ রাখল সে।

'তুমি এখানে থাকছ না?'

'ওদিকে আমার একটা ছোট র‍্যাঞ্চ আছে। আপাতত ওখানেই কিছুদিন বিশ্রাম নেব ভাবছি।'

'ভাগ্যবান তুমি।' পানি ভরে কাঠের বালতিটা সরিয়ে রেখে বলল সে। 'নিজের ইচ্ছে মত যেখানে খুশি যেতে পারছ। আর আমি এই

জঘন্য জায়গায় আটকা পড়ে রয়েছি!'

মেয়েটার স্বরে গভীর আবেগ রয়েছে। বিস্ময়ে একটা ধাক্কা খেল ববি।

'এই শহর ছেড়ে আর কোথাও গেলেই তো পারো?'

'পারি না। পালাবার কোন পথ খুঁজে পেলেও কার্ভার আমাকে যেতে দেবে না।'

'কার্ভার? সে তোমার কে?' হ্যাটটাকে একটু পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে মেয়েটার দিকে ভাল করে তাকাল ববি। ট্রিশার চোখে দুশ্চিন্তার ছাপ। না, শুধু দুশ্চিন্তাই নয়, ওখানে সুস্পষ্ট ভয়ের চিহ্নও দেখতে পাচ্ছে সে।

'এই শহর আর শহরের লোকজন ওর কথাতেই ওঠে-বসে। লোকটা···সে আমাকে চায়।'

'ওকে তুমি ভালবাস? বিয়ে করবে?'

'এখানে আমার মতামতের কোন দাম নেই।' রাগে একটু রাঙা হল মেয়েটার মুখ। 'বিয়ে করবে না সে। আমাকে জোর করে নিয়ে যাবে—বাধা দেয়ার কেউ নেই।'

'নিজেকে কি মনে করে কার্ভার?' ভিতরে ভিতরে ববি তেতে উঠছে। 'মগের মুল্লুক নাকি যে ইচ্ছা হলেই যাকে খুশি উঠিয়ে নিয়ে যাবে?'

'এটা মেসকিট। এখানে কার্ভার যা খুশি তাই করতে পারে। তুমিও সাবধান থেকো—তোমার ঘোড়াগুলোর ওপর ওর চোখ পড়লে কেড়ে নিয়ে যাবে।'

'চেষ্টা করে দেখুন না—এদিকে হাত বাড়ালে ওর হাত ভেঙে দেব আমি,' দৃঢ়তার সাথে বলল সে। তারপর ট্রিশার মুখের দিকে চেয়ে

আবার বলল, 'এখানে তোমার ভাল না লাগলে তুমি একটা ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই তো পারো! তুমি যেতে চাইলে আমি নিজে তোমাকে ফেরিঘাট পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দেব। নদী পার হওয়ার পর তুমি সহজেই প্রেসকট বা আর কোন শহরে পৌঁছতে পারবে।'

'ইশ! যদি—' হঠাৎ থেমে গেল ট্রিশা।

ওয়াটারহোলের ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছে শক্ত চেহারার একটা প্রকাণ্ড লোক। শক্তিশালী কাঁধ—কোমরের দু'দিকে দুটো পিস্তল ঝুলছে।

'তুমি যদি কি?' প্রশ্ন করল সে। চোখ সরিয়ে প্রথমে ববিকে, পরে ঘোড়াগুলোকে দেখল। তারপর আবার ববির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আবার কে?'

সতর্ক চোখে ওকে যাচাই করল ববি। লোকটা বিপজ্জনক—তবে বিপদের মোকাবিলা সে আগেও করেছে।

'চলার পথে এক পথিক আমি,' জবাব দিল ববি। 'তুমি কে?'

উদ্ধত জবাবে একটু আড়ষ্ট হল লোকটা। 'নাম রিকি কার্ভার। এই শহর আমিই চালাই।'

বীতশ্রদ্ধভাবে চারপাশের নোঙরা ছোপরাগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে ববি বলল, 'শহরের উন্নতি সাধনে নিশ্চয় খুব ব্যস্ত তুমি?'

'এত ব্যস্ত নই যে তোমাকে একটু আদবকায়দা শেখাতে পারব না!' গর্জে উঠল লোকটা। ওয়াটারহোল ঘুরে এগিয়ে আসছে। 'ট্রিশা, তুমি বাড়ি যাও!'

শঙ্কার সাথে ববির মনোভাব বোঝার চেষ্টায় এক মুহূর্ত ইতস্তত করল মেয়েটা। তারপর ধীরে ধীরে পিছাতে শুরু করল।

ববির বারো ফুটের মধ্যে এসে হঠাৎ ঝট করে পিস্তল বের করার জন্যে হাত চালাল রিকি। কিন্তু পিস্তলের বাঁটের ওপরই জমে গেল ওর

হাত। ববির পিস্তলটা সরাসরি ওর দিকেই তাক করা রয়েছে! বিস্ময়ে বিস্ফারিত হল কার্ভারের চোখ। কোথা থেকে যে পিস্তলটা এত দ্রুত ববির হাতে চলে এল বুঝতে পারছে না ও।

'গানবেল্টটা খুলে ফেল,' আদেশ করল ববি। 'কিন্তু সাবধান!'

ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে রিকির মুখ। খুব ধীরে পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরিয়ে বেল্ট খুলল সে। পিস্তল দুটো মাটিতে পড়ল।

'এবার এক পা এগিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল ববি।

কথা মত এগিয়ে এল বিশাল লোকটা। একটু ধাতস্থ হবার সুযোগ পেয়ে এতক্ষণে ওর মুখে রক্ত ফিরে আসতে শুরু করেছে। বেশ টের পাচ্ছে মেয়েটার সামনে এভাবে অপদস্থ হয়ে কান দুটো গরম হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিরুপায় সে। পিস্তল পড়ে আছে তার পিছনে। করার কিছুই নেই।

'তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি কার্ভার, আমার পিছনে লেগো না,' নিচু কঠিন স্বরে বলল গাইজলার। 'পথ চলার ফাঁকে আমি মেসকিটে থেমেছি। মন চাইলে হয়ত দু'একদিন থাকব। কিন্তু তাই বলে আমার বিরুদ্ধে বদ মতলব আঁটতে যেয়ো না—স্রেফ খুন হয়ে যাবে। এবার যাও। ভাগো!'

কার্ভার চলে গেলে এগিয়ে তার ফেলে যাওয়া বেল্টটা গিয়ে তুলে নিল ববি। পিস্তল দুটো থেকে সব কার্তুজ বের করে পকেটে রাখল। তারপর ঘোড়ার কাছে দাঁড়িয়ে ছুরি বের করে গুলিগুলোর ওপর কিছু হাতের কাজ করে একে একে সবগুলো আবার পিস্তলে ভরল। ঘোড়ার পিঠে উঠে রওনা হতে যাচ্ছে, এই সময়ে ঝোপের আড়াল থেকে নিচু স্বরের একটা ডাক শুনে এগিয়ে গেল। ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে ট্রিশা।

'জলদি শহর ছেড়ে চলে যাও তুমি!' মেয়েটার কণ্ঠে আকুতি। 'ও তোমাকে মেরে ফেলবে! লোকটা একা নয়, আরও অনেক মানুষ আছে ওর দলে। ডন আর শেইডি কার্ভারের ডান আর বাম হাত। ওরা দুজনেই পেশাদার খুনী।'

ট্রিশার দিকে তাকাল ববি। মেয়েটাকে ভাল লেগেছে ওর। ভাগ্যচক্রে এমন একটা জায়গায় আটকা পড়ে রয়েছে বেচারি। ওকে সাহায্য করতে মন চাইছে।

'কেন মিছে পড়ে রয়েছো এখানে? তোমার থাকার উপযুক্ত জায়গা এটা নয়। বোরোতে চাও তুমি?'

আশায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল মেয়েটার চোখ। 'নিশ্চয় চাই! কিন্তু যাবার কোন জায়গাই যে আমার নেই। তাছাড়া যেতে চাইলেও কার্ভার আমাকে যেতে দেবে না। আমাকে লুকিয়ে কোথাও পাঠিয়ে দেয়ার কথা জিমিকে বলেছিল তার বউ—কিন্তু ভয় পায় সে।'

'ঠিক আছে, বাড়ি ফিরে সামান্য কিছু জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। বোঝা বেশি বাড়িয়ো না। আমাদের জন্যে কিছু খাবারও নিয়ো। সকালে সূর্য ওঠার আগে পাহাড়ের গোড়ায় ওই সাদা পাথরটার ওখানে চলে এসো। তোমাকে এখান থেকে বের করে নিরাপদ কোথাও পৌঁছে দেয়ার ভার আমি নিলাম।...আমাকে বিশ্বাস করো তো?'

চট করে চোখ তুলে তাকাল ট্রিশা। 'হ্যাঁ, আমার ধারণা তুমি সৎ লোক।' একটু হাসল সে। 'ঘোড়ার সাথে তোমার ব্যবহারেই বুঝেছি তোমার ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখা যায়। তাছাড়া আমার আছেই বা কে?'

দাঁত বের করে হাসল ববি। 'তাহলে তো আর চিন্তা নেই। সকালে ওখানে হাজির থেকো। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের পালাতে হতে

পারে। তৈরি হয়েই এসো।'

বিকেলের দিকে শহরের প্রান্তে অস্থায়ী একটা কোরাল তৈরি করে ঘোড়াগুলোকে রাখল ববি। তারপর এলাকাটা খুঁটিয়ে দেখল। একটা সেলুন, একটা জেনারেল স্টোর, একটা কামারের দোকান আর একটা খাবার জায়গা রয়েছে ওখানে। উইনচেস্টার রাইফেলটা মেসকিট ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রেখে গান বেল্টটা একটু নেড়েচেড়ে সুবিধামত জায়গায় বসিয়ে রাস্তা ধরে এগোল। সেলুনের চওড়া সিঁড়ির ওপর পিলারে হেলান দিয়ে বসে আছে একটা মোটাসোটা লোক। মুখ ভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি। সেলুনটাই কার্ভারের আস্তানা হবে আন্দাজ করে ওটা পার হয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকল। কার্ভারের গান বেল্ট আর পিস্তল দুটো কাপড়ে মুড়ে সাথেই এনেছে ও।

থলথলে দেহের বেঁটে লোকটা চুলোর ধার থেকে ওর দিকে ফিরে তাকাল। রাঁধুনীর চকচকে বিরাট টাক ঘিরে রয়েছে রূপালি এক ফালি চুল।

'আমাকে যাহোক কিছু খাবার দাও,' পিস্তলের পোঁটলাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বলল ববি। 'খুব খিদে পেয়েছে।'

জবাবে শুধুমাত্র সামান্য নড করে প্লেট তুলে খাবার বাড়তে শুরু করল সে। এক মিনিটের মধ্যেই প্লেট বোঝাই করা গরুর মাংস, বীন আর আলুর সাথে এক ঝুড়ি চুকো আটার রুটি এনে হাজির করল। তোবড়ানো কেতলি থেকে এক মগ গরম কফিও ঢেলে দিল।

নীরবে কিছুক্ষণ খাওয়ার পর মুখ তুলল ববি। 'তুমি কি কার্ভারের দলের লোক?' মালিককে প্রশ্ন করল সে।

আড়ষ্ট হল ভিনসেন্ট লুপো। 'স্বাধীন ব্যবসা আমার। কার্ভার যদি খেতে চায়, আর সবার মত ওকেও খেতে দিই। ওর সাথে আমার

সম্পর্ক ওই পর্যন্তই।'

'শুনলাম এটা নাকি তারই শহর?'

'তা ঠিক। কিন্তু আমি কারও ধার ধারি না।'

কথার মাঝেই সশব্দে দরজা খুলে ঢুকে পাশের টেবিলে ববির মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল রডনি।

'তোমার ঘোড়াগুলো দারুণ,' যেচে আলাপ শুরু করল সে।

মুখ তুলে আড়চোখে ওকে একবার দেখে নিয়ে সায় দিল ববি। 'অন্তত আমি তাই মনে করি।'

'একজনের পক্ষে ষোলোটা ঘোড়া সামলানো কঠিন। কাজের লোক দরকার হবে না তোমার?'

'আমার ঘোড়াগুলো শান্ত। তাই একাই সামলাতে পারি।'

একটু অপ্রস্তুত হল রডনি। চট করে ভিনসেন্টের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে নরম সুরে আবার চেষ্টা করল সে। 'এই সময়ে একটা কাজ পেলে আমার খুব সুবিধে হত। একটু টানাটানিতে আছি।'

বিশাল লোকটার হাতির-কাদায়-পড়া অবস্থা ববির মনকে নাড়া দিল।

'কাজ দিতে না পারলেও তোমাকে অল্প কিছু ধার দিতে পারি,' গলার স্বর নিচু রেখে প্রস্তাব দিল সে। দশ ডলার হলে তোমার চলবে?'

অপারগতার লজ্জায় রাঙা হল রডনি। ওর চোখে কৃজ্ঞতার ছাপ। কিন্তু হাত পেতে টাকা নিতে আত্মসম্মানে বাধছে।

'ধার নেয়ার অভ্যেস আমার নেই,' বলল সে। 'তাছাড়া যাত্রার মাঝপথে রয়েছ তুমি, টাকা শোধ করার সুযোগ পাব না।' থেমে থেমে, আড়ষ্ট স্বরে কথা বলছে রডনি। 'এই অবস্থায় তোমার থেকে ধার নেয়াটা ঠিক হবে না।'

ববি দশ ডলারের একটা সোনার চাকতি ওর দিকে ঠেলে দিল।

'তুমি চাওনি, নিজেই সেধে দিচ্ছি। আমি নিজেও দু'একবার এমন সাহায্য পেয়েছি। শোধ করার কোন সুযোগ পাইনি। ফিরিয়ে দেয়ার কথা ভুলে যাও। তোমার যখন হবে, তখন যার দরকার তাকে দিয়ো।'

রডনি চলে যাওয়ার পর ঘুরে দাঁড়াল ভিনসেন্ট।

'কথার সবটাই আমার কানে গেছে,' বলল সে। তারপর রডনি যেপথে গেছে সেদিকে মাথা ঝাঁকাল। 'কার্ভার ওকে বরখাস্ত করেছে। শেরিফের চাকরি হারাবার পর এখন একটু বাউণ্ডেলে কিসিমের হয়ে গেছে। তবে মনটা ভাল। ওর একটা ছেলে আছে। সে-ই ওর সব। আমি জানি ওই টাকায় ছেলের জন্যে খাবার কিনে বাড়ি ফিরবে ও।'

প্রসঙ্গ পাল্টে কাজের কথা পাড়ল ববি। 'তোমার কথায় বুঝলাম কার্ভারকে তুমি ভাল চোখে দেখো না। লোকটা যাচ্ছেতাই করে বেড়াচ্ছে, তবুও তোমরা কিছু বলছ না কেন? এখানে কি ভাল লোক কেউ নেই?'

'আছে। কিন্তু ওরা সংখ্যায় ভারি। কিছু পেশাদার খুনীও আছে ওদের দলে। আমরা হাতে গোনা কয়জন ওদের বিরুদ্ধে কি করতে পারি? কেউ কিছু বলতে গেলেই খুন হয়ে যাব।'

কথাটা খুব সত্যি। যারা শান্তিপ্রিয় সংসারী লোক তাদের পক্ষে মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও প্রতিবাদ করতে যাওয়াটা নিছক বোকামি। পৃথিবীতে আপন বলতে ববির কেউ নেই। তবু তার পক্ষেও এটা বোকামি। কিন্তু ট্রিশাকে কথা দিয়েছে সে। প্রয়োজনে একাই তাকে লড়তে হবে।

'ওয়াটারহোলের ধারে প্যাট্রিশিয়া হপকিনসের সাথে আমার কথা হচ্ছিল। এখানকার হালচাল ওর মুখেই সব শুনেছি। ওখানে মাতব্বরি

ফলাতে এসে বেকায়দায় পড়ে কার্ভার এটা রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিল।' পাশে রাখা পোঁটলাটা খুলে টেবিলের ওপর রাখল ববি। 'কাউকে দিয়ে এগুলো কার্ভারের কাছে পৌঁছে দিয়ো।'

অবাক বিস্ফারিত চোখে পিস্তল দুটোর দিকে চেয়ে আছে ভিনসেন্ট লুপো। ওগুলো সে ভাল করেই চেনে। কার্ভারের মত লোকের কাছ থেকে কেউ পিস্তল কেড়ে রাখতে পারে এটা ওর কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকছে।

'ঠিক আছে। আমি রডনির হাতে ওগুলো পাঠিয়ে দেব,' বিস্ময় কাটিয়ে বলল লুপো।

'হ্যাঁ, আরও একটা কথা—মেয়েটার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্ভার ওকে জোর করে নিয়ে যাক এটা আমি হতে দেব না। ট্রিশা এখানে থাকলে তাই ঘটবে। ওকে গোপনে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে ওর পছন্দ মত নিরাপদ কোন শহরে পৌঁছে দেব বলে ঠিক করেছি। ঝামেলা এড়াতে চাই বলেই গোপনে যাব। কিন্তু কার্ভার যদি টের পেয়ে বাধা দেয়ার জন্যে পিছু নেয় তবে রক্তপাত ঠেকানো যাবে না।'

'কথা দিচ্ছি আমার কাছ থেকে এটা ফাঁস হবে না,' চিন্তামগ্নভাবে বলল সে। তারপর প্রায় স্বগতোক্তি করল, 'কোন সাহায্য করতে পারলে শান্তি পেতাম।'

আর কথা বাড়াল না। খাবার বিল মিটিয়ে বেরিয়ে এল ববি।

সেলুনে পিস্তল পৌঁছে ববিকে সাবধান করে গেছে রডনি। এর কোন দরকার ছিল না। ববি জানে, ট্রিশার সামনে অপদস্থ হওয়ার অপমানটা হজম করতে পারবে না কার্ভার। যেভাবেই হোক প্রতিশোধ নেবে।

ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে একে একে প্রত্যেকটা পা তুলে খুব পরীক্ষা

করে দেখল ববি। চলার পথে কোনটা জখম হয়নি দেখে আশ্বস্ত হল। পরীক্ষার ফাঁকে ওদের সাথে কথা বলল—পিঠ চাপড়ে একটু আদরও করল। ববি লক্ষ্য করেছে কথা বললে ওরা কান পেতে শোনে। গলার সুরে বোঝে আদর করা হচ্ছে, নাকি বকা হচ্ছে। অবলা, কিন্তু ওরা অবুঝ নয়।

বুনো ঘোড়া ধরে পোষ মানিয়ে বিক্রি করে ববি। কিন্তু প্রতিবারেই বিদায় দিতে কষ্ট হয়। এবারকার ঘোড়াগুলোর জাত ভাল—চড়া দামে বিক্রি হবে। কিন্তু এদের প্রতি বেশি মায়া জন্মে গেছে। ঠিক করেছে ঘোড়ার র‍্যাঞ্চ করবে। সেই উদ্দেশ্যেই নিজের জমিতে ফিরছে।

ওদিকে সেলুনের বাতি জ্বলে উঠতে দেখল ববি। ভরপেট খাওয়ার পর এখন বেশ চাঙ্গা বোধ করছে। নিজের পিস্তল আর রাইফেল আবার চেক করে দেখল সে। কাভার, ডন আর শেইডির মত শহরের বেশিরভাগ লোকই তার বিরুদ্ধে। কারও কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা নেই—একাই তাকে লড়তে হবে।

কোরালের একটা খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে শহরের দিকে মুখ করে বসল গাইজলার। এখান থেকে নজর রাখা যাবে। ঘোড়াগুলোও ওর সান্নিধ্য পছন্দ করে। বিপদ আসতে কিছুটা দেরি আছে বুঝে ওখানে বসেই একটু ঝিমিয়ে নিল।

অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। বাড়ির বাতিগুলোও একে একে জ্বলে উঠল। একটা ঘোড়া মাটিতে পা ঠুকে নাক ঝাড়ল। দূরে কোথাও একটা নীল কোয়েইল পাখি কোমল স্বরে ডেকে উঠল।

নিঝুম নিশ্চুপ পরিবেশ। কোথাও ঝনঝন শব্দে টিনের একটা বালতি পড়ল। পিস্তলে মাখানো তেলের গন্ধ নাকে আসছে। একবার উঠে কোরালের ভিতর ঘোড়াগুলোর সাথে নিচু স্বরে কিছুক্ষণ কথা বলে

এল। তাকিয়ে দেখল, ট্রিশাদের বাড়িতেও বাতি দেখা যাচ্ছে।

বিচিত্র অনুভূতি। একটা মেয়ের ভাল-মন্দ নিয়ে ভাবতে হচ্ছে ওকে। চিরকাল একাই কাটিয়েছে। তাই ভালবাসা, টান, আর আকাঙ্ক্ষিত সান্নিধ্যকে সে দাম দেয়। মেয়েটার সোনালি কোমল রেশমি চুল, ডাগর নীল চোখ, আর রঙ ফিকে হওয়া জামার নিচে দেহের সুন্দর কাঠামো ওর মনে গেঁথে রয়েছে। এই পরিবেশে কার্ভার আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের মাঝে ওকে মোটেও মানায় না।

কিন্তু এসব কি ভাবছে সে? মেয়েটাকে ভাল লেগেছে সত্যি, কিন্তু ওকে আপন করে ভাবার কোন অধিকার তার নেই। মনের দুঃখ চেপে একটু হাসল। ট্রিশাকে আকৃষ্ট করার মত তার কীই বা আছে? মিছেই ওকে নিয়ে ভাবছে সে।

সেলুনের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শোনা গেল। প্রায় অন্ধকার বারান্দায় একটা কালো আকৃতি দেখতে পাচ্ছে ববি। লোকটাও ওর দিকেই চেয়ে আছে, কিন্তু কোরালের অন্ধকারে ওকে দেখতে পাবে না।

ওরা নিশ্চয় আশা করেছিল বিয়ার খেতে সন্ধ্যায় ববি সেলুনে ঢুকবে। কিন্তু এতক্ষণেও এল না দেখে অস্থির হয়ে উঠেছে। কান খাড়া রেখে ঠায় বসে রইল ববি। লোকটার ওপর চোখ স্থির না রেখে চারপাশে নজর রাখল। ওকে সতর্ক আর তৈরি থাকতে হবে।

লম্বা পথ চলার পর ওর ঘোড়াগুলো ক্লান্ত। ওদের বিশ্রাম দরকার। নইলে সে আজ রাতেই ট্রিশাকে নিয়ে রওনা হতে পারত। আগামীকাল ওদের উপর অনেক ধকল যাবে। কার্ভার যদি ধাওয়া করে তবে পরিস্থিতি জটিল হয়ে দাঁড়াবে।

বারান্দায় দাঁড়ানো লোকটা আবার সেলুনে ঢুকল! দেহের জড়তা কাটাতে উঠে একটু হাঁটাহাঁটি করল গাইজলার। ভাবছে সে। মনে মনে

বর্তমান পরিস্থিতিটা ভাল করে বিচার করে কাজে ব্যস্ত হল।

চারটা ঘোড়া একসাথে বেঁধে ওদের নিঃশব্দে হাঁটিয়ে চিহ্নিত সাদা বড় পাথরটার কাছে নিয়ে গেল। এইভাবে চারবারে সবগুলো ঘোড়া ওখানে রেখে ফিরে এল নিজের ঘোড়াটার কাছে। পাশেই শহরের কোরালে কার্ভারের ঘোড়াগুলো রয়েছে। আবার বসে একটা সিগারেট ধরাল সে। পরবর্তী এক ঘণ্টায় দুবার একটা লোক সেলুনের দরজা খুলে বেরিয়ে দেখে গেল। প্রতিবারই সিগারেটে জোরে টান দিয়ে ওকে সিগারেটের আগুন দেখার সুযোগ দিল ববি।

কোরালের পানির ধারে হঠাৎ একটা আলোর আভা চোখে পড়ায় কৌতূহলী হয়ে কয়েক মিনিট খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল ববি। শেষে চিনতে পারল। জলাভূমিতে পচা কাঠ থেকে মাঝেমাঝে ফসফরাসের যে সবুজ ভূতুড়ে আলো দেখা যায়, ওটাও সেই একই জিনিস।

একটা দুর্বুদ্ধি খেলে গেল ওর মাথায়। উঠে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে দেখল আলোটা দূর থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কার্ভারের লোক ওর ওপর নজর রাখা সত্ত্বেও ওদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে নির্ঝামেলায় মেসকিট থেকে সরে পড়ার একটা ব্যবস্থা হতে পারে। ওই কাঠের একটা ছোট টুকরো এনে সে যেখানে বসেছিল সেই কোরাল পোস্টের সাথে বাঁধল। সিগারেটের আগুনের মত উজ্জ্বল না হলেও আলোর আভাটা দূর থেকে দেখা যাবে। খুঁটিয়ে লক্ষ্য না করলে ওরা ভাববে ওখানে বসে সিগারেট ফুঁকছে ববি। ওর দৃঢ় বিশ্বাস লোকগুলো ওর ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষায় আছে।

কাঠের টুকরোটা জায়গামত বাঁধা হলে ত্রস্তপায়ে সে জিম থমসনের বাড়ির দিকে এগোল। ট্রিশা ওখানেই থাকে। বাড়ির কাছে পৌঁছে ঝোপের আড়ালে ঘোড়া রেখে নিঃশব্দে এগিয়ে জানালা দিয়ে

উঁকি দিল। ভিতরে ট্রিশার সাথে থমসন দম্পতিকে দেখা যাচ্ছে। খাওয়ার পরে টেবিল পরিষ্কার করছে মেয়েটা।

দরজায় টোকা দিল ববি। অল্পক্ষণ নীরবতার পর প্রশ্ন এল, 'কে ওখানে?' জবাব পেয়ে দরজা খুলে দিল ট্রিশা। ববি ভিতরে ঢুকল।

'আমাদের এখনই রওনা হতে হবে,' বলল সে। 'কার্ভারের লোকজন আমার ওপর নজর রেখেছে। একটা সুযোগ তৈরি করে ফাঁকি দিয়ে চলে এসেছি—এখনই রওনা হতে পারলে হয়ত ঘণ্টাখানেক সময় হাতে পাওয়া যাবে।'

জিম থমসন বিস্ফারিত চোখে ওর দিকে চেয়ে আছে। মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। 'তোমরা ভালয় ভালয় যেতে পারলেই আমি খুশি হই, বাছা,' বলল সে। 'কিন্তু যাওয়ার পর খবর দিইনি বলে কার্ভার যে আমাদের কি অবস্থা করবে, ভাবতেই ভয় করছে। হয়ত পিটিয়েই মেরে ফেলবে!'

'সেটার ব্যবস্থা আমি করছি,' বলল ববি। 'তোমাদের দুজনকেই আমি বেঁধে রেখে যাব, বোলো, পিস্তলের মুখে আমি ট্রিশাকে নিয়ে গেছি।'

'নিশ্চয়!' বাঁচার একটা যুক্তিসঙ্গত উপায় দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল সে। 'নোরা, আমি তোমাকে বাঁধছি, পরে এই লোক আমাকে বাঁধবে।'

ইতস্তত করেনি ট্রিশা। ববির কথা শেষ হতেই সে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল। অবাক হয়ে ববি লক্ষ্য করল ট্রিশার কোমরে একটা পিস্তল ঝুলছে।

'বাবার পিস্তল,' নিজে থেকেই ব্যাখ্যা করল সে। 'পথে কাজে আসতে পারে।'

থমসনের বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে ঘোড়াগুলোকে যেখানে রেখেছে দ্রুত সেদিকে এগোল ওরা। ওখানে পৌঁছে ঘোড়ার দড়ি খোলায় ব্যস্ত হল ববি। হয়ত ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে হতে পারে। তাই চারটার দলে বেঁধে রেখে ওদের চলাফেরায় বিঘ্ন ঘটাতে চায় না ও।

মেসকিট ঝোপের আড়ালে হঠাৎ একটা কালো মূর্তি নড়ে উঠল। শান্ত নিচু স্বরে কেউ বলল, 'পিস্তলের মুখে আছ তুমি। নড়লেই গুলি খাবে!'

রিকি কার্ভারের স্বর নয়। তবে কি ডন? না শেইডি?

'কে নড়ছে?' নির্বিকারভাবে বলল ববি। 'আমাদের খামোকা বাধা দিয়ে তুমি মস্ত ভুল করছ।'

'তাই নাকি?' মেসকিট ঝোপের অন্ধকার ছায়া থেকে লোকটা বেরিয়ে এল। ওর চেহারা দেখা যাচ্ছে এখন। পাতলা একহারা গড়ন, দড়ির মত পেশী, আর শক্ত চোয়াল। ওর বাগিয়ে ধরা পিস্তলটার সাথে কোন তর্ক চলে না। 'আমার তো মনে হয় রিকি এতে খুশিই হবে। ওর পছন্দ করা মাল নিয়ে পালাচ্ছ তুমি—বাধা দেব না?'

স্থির দাঁড়িয়ে আছে ববি। বর্তমান পরিস্থিতিতে বাঁচার একটাই উপায়—প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ওকে লড়তে হবে। সুযোগের অপেক্ষায় সে কথা চালিয়ে গেল।

'ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওকে ধরে নিয়ে গেলে এখানকার কেউ সেটা বরদাস্ত করবে না,' বলল সে। 'ওরা আর সব মস্তানি সহ্য করলেও মহিলার অসম্মান কিছুতেই সহ্য করবে না।'

'জানের ডর থাকলে এটাও সইবে,' বলেই সুর পাল্টে ধমকে উঠল সে। 'ঘুরে দাঁড়াও!'

'সাবধান, ডন ট্রেইসি, নড়ো না!' ট্রিশার নিচু অথচ তীক্ষ্ণ স্বর

শোনা গেল। 'পিস্তল ফেলে দাও নইলে আমার গুলিতে খুন হয়ে যাবে।'

আড়ষ্ট হল ডন। কিন্তু সে ববিকে কাভার করে থাকায় আছে এটা যে একটা চালমাত অবস্থা এটা বুঝে ওঠার আগেই মেয়েটা তীব্র স্বরে আবার বলে উঠল, 'তিন গোনার পর অপেক্ষা করব না আমি! এক—! দুই! তি—'

তিন পর্যন্ত গুনতে হল না। পিস্তল ফেলে দিল ডন।

পিস্তলটা তুলে নিয়ে ঘোড়া বাঁধার দড়ি দিয়েই ওর হাত আর পা বেঁধে ফেলল ববি।

মেসকিট পিছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। পাশাপাশি চলতে চলতে ট্রিশার দিকে আড়চোখে চেয়ে ববি বলল, 'সত্যি! দেখালে বটে! তোমার সাহস আর উপস্থিত বুদ্ধির জোরেই এ যাত্রা রক্ষা পেলাম।'

'আমার আর কি করার ছিল? আসলে তুমি নিজের জীবন বাজি রেখে আমাকে সাহায্য করছ বলেই আমি এতটা সাহস পেয়েছি। তুমি পাশে থাকলে মরতেও ভয় পাব না আমি।'

এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। মাঝারি গতি। অনুধাবনকারীদের ফাঁকি দিয়ে সরে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ওরা এলে ওদের মোকাবিলা করতে হবে। ঘোড়াগুলো ফেলে পালানোর প্রশ্নই ওঠে না। ওগুলোই তার সব। তাছাড়া দরকার হলে ওগুলো রিক্রি করেই ট্রিশাকে সাহায্য করতে হবে। মেয়েটা একা, বন্ধুহীন। নতুন শহরে ওর টাকার প্রয়োজন হবে।

মরুভূমির মত প্রশস্ত এলাকাটা চাঁদের আলোয় সাদা দেখাচ্ছে। স্তম্ভের মত জায়েন্ট ক্যাকটাসগুলো যেন আঙুল তুলে শাসাচ্ছে। বড়বড় মটকির মত মেসকিটের ঝোপ আর পাহাড়গুলো কিছুটা কালচে।

ট্রেইল ছেড়ে পাহাড়ের দিকে রওনা হল ববি। রাফ ক্যানিয়ন কানট্রি। ওর ভিতর দিয়ে পথ চলা কঠিন হবে। কিন্তু ওর ভিতরে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসলে একজনই পুরো একটা সৈন্যদলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে।

ধীরে পাহাড়গুলো ওদের দিকে এগিয়ে এল। দুটো খাড়া পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে ওরা ভিতরে ঢুকল। এগোচ্ছে আর দু'পাশের পাথুরে দেয়াল উঁচু হয়ে চেপে আসছে। এখন আর নিচ পর্যন্ত আলো পৌঁছাচ্ছে না। মাথার উপর কেবল আয়তাকার এক চিলতে আকাশ দেখা যাচ্ছে। বিশ্রাম নেয়ার জন্যেও থামল না ববি। বিরামহীনভাবে এগিয়েই চলল।

এই এলাকাটা চেনে সে। কোথায় যাচ্ছে তাও জানে। কিন্তু সকাল হওয়ার আগেই ওখানে পৌঁছানো দরকার। ট্রিশা কিছু বলেনি, তবু নিজের অবস্থা থেকেই ও বেশ টের পাচ্ছে মেয়েটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। জানে, তার মত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা মেয়েটার নেই।

শেষ পর্যন্ত ক্যানিয়নের মুখ খুলে একটা বিস্তৃত উপত্যকায় পরিণত হল। লম্বা ঘাসের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে উপত্যকা পার হয়ে পাহাড়ের ঢালে কিছুটা উঠে থামল ববি।

'আমরা এখানেই আপাতত থামব,' বলল সে। 'কিন্তু আগুন জ্বালানো চলবে না।'

ট্রিশাকে একটা কম্বল দিয়ে নিজের কম্বলটাকে দু'ভাঁজ করে ভিতরে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়ল ববি। ঘোড়াগুলোকে নিয়ে মাথা ঘামাল না, কারণ ওরাও ক্লান্ত, বেশিদূর যাবে না।

চোখে সকালের রোদ পড়ায় ববির ঘুম ভাঙল। চমকে সে উঠে বসল। কয়েক হাত দূরেই বসে আছে ট্রিশা। ববির রাইফেলটা ওর কোলের ওপর শোয়ানো।

ওর দিকে চেয়ে লজ্জায় লাল হল ববির মুখ। 'একেবারে ছেলেমানুষের মত ঘুমিয়েছি!' বলল সে।

'আমার বাইরে ঘুমানোর অভ্যাস নেই, তাই সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল। তোমাকে জাগানোর দরকার পড়েনি। যাহোক, ওরা এতক্ষণে মাত্র উপত্যকায় ঢুকেছে।'

'কে, কার্ভার?'

'মোট তিনজন। ক্যানিয়নের মুখে আমাদের ট্রেইল খুঁজছে। এখনও পায়নি।'

'এখানে অনেক বুনো ঘোড়া চরতে আসে। এত পায়ের ছাপের ভিতর ট্র্যাক করা কঠিন। 'তাকিয়ে দেখল ট্রিশাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, কিন্তু ওর চোখ দুটো উৎসাহে উজ্জ্বল। 'চলো, আমরা রওনা হই,' বলল সে।

পাহাড়ের দেয়াল ঘেঁষে এগোল ববি। এতে পাহাড়ের ছায়া ঘেরা আঁধারে কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা কম। সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। মাঝেমাঝে মেয়েটার দিকে ওর চোখ যাচ্ছে। সুন্দর সাবলীল ভঙ্গিতে ঘোড়া চালাচ্ছে ট্রিশা। বেতের মত নমনীয় দেহটা ঘোড়ার সাথে যেন একাত্ম হয়ে তাল মিলিয়ে চলছে।

বুঝতে পারছে মেয়েটা সাথে রয়েছে বলে তার ভাল লাগছে। প্রিয় কেউ পাশে থাকলে যে মনে কত মধুর অনুভূতি হয় এটা আগে কখনও এমন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেনি। সেটাই মুশকিল। মেয়েটা চলে গেলে সে আবার নিঃসঙ্গ একা হয়ে পড়বে। ভাবতেই ব্যথায় মুচড়ে উঠছে ওর বুক। ভাবনাটা এড়াতে পিছন ফিরে চাইল সে।

তিনজন ধাওয়া করে আসছে। মাঝে মাত্র মাইলখানেক ব্যবধান।

দ্রুত চিন্তা করছে ববি। এই উপত্যকাটা ওর চেনা। সামনেই

পাহাড়ের গায়ে একটা খাঁজ রয়েছে। বাঁক নিয়ে ভিতরে ঢুকল সে। এগিয়ে রাইফেল রেঞ্জের বাইরে পৌঁছে ঢাল বেয়ে উঠে ছোট একটা রিজের ভাঁজে ঘোড়াগুলোকে গাছের আড়ালে রাখল। ববির দৃষ্টি অনুসরণ করে লোকগুলোকে ট্রিশাও দেখেছে। রক্তশূন্য হয়ে গেছে ওর মুখ।

ঘোড়াগুলোকে নিরাপদে রাখা হলে পাহাড়ের মাথায় উঠল ববি। জায়গাটা প্রতিরক্ষার জন্যে আদর্শ নাহলেও মোটামুটি ভাল। পাহাড়ের এই ঢালে একটা ছয় ফুট উঁচু লম্বালম্বি ভাঁজ রয়েছে। ওই ভাঁজেই আশ্রয় নিয়েছে ওরা। নিচে থেকে গুলিতে ওদের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। বিপদ হবে ওরা যদি ঘুরে পিছন থেকে আক্রমণ করে। যাক, ওরা মাত্র তিনজন। ফিরে এসে সুবিধামত একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসল ববি।

এসে পড়েছে ওরা। খাঁজের মুখে তিনজনকে দেখা যাচ্ছে। দুজন ভিতরে ঢুকল। ববির পাশে সরে এল ট্রিশা।

'আমি তোমার রাইফেলে গুলি ভরে দেব,' ফিসফিস করে বলল সে। 'ততক্ষণ পিস্তল দিয়ে ওদের ঠেকাতে পারবে তুমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে .৪৪ উইনচেস্টারটা তুলে নিল ববি। প্রায় রাইফেলের পাল্লার মধ্যে এসে পড়েছে ওরা। আর একটু বাড়ার সুযোগ দিয়ে ওদের সামনে মাটিতে গুলি করল সে। থমকে দাঁড়াল ওরা।

'ওতে কোন কাজ হবে না!' গর্জে উঠল কার্ভার। 'প্রাণে বাঁচতে চাইলে মেয়েটাকে ফিরিয়ে দাও!'

ওর কথার কোন জবাব দিল না ববি। নীরবে লক্ষ্য করছে ওরা কি করে। দুজনে কি যেন আলাপ করল। খাঁজের মুখ থেকে তৃতীয়জনও

এসে হাজির হল ওখানে।

'অনেকদূর এগিয়েছ। আর আগে বেড়ো না!' চিৎকার করে ওদের সাবধান করল ববি।

হঠাৎ ওদের মধ্যে থেকে একজন ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে এগোল। আন্দাজ করল ওই লোকটাই শেইডি। রাইফেল কাঁধে ঠেকিয়ে গুলি করল ববি।

শূন্যে হাত ছুঁড়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল লোকটা। গুলির শব্দে ঘোড়াটা ভয় পেয়ে ঘুরে লম্বা ঘাসের ওপর দিয়ে ছুটে পালাল।

কোনমতে উঠে দাঁড়াল শেইডি। ওর ডান হাতটা অসাড় হয়ে ঝুলছে। অসহায়ভাবে সঙ্গী দুজনের দিকে সাহায্যের আশায় তাকাল সে। ওরা কেউ এগোচ্ছে না দেখে নিজেই টলতে টলতে ওদের দিকে রওনা হল।

ওকে যেতে দিল ববি। সে খুনী নয়। কেউ ওর পিছনে লাগতে না এলে কারও ক্ষতি সে করতে চায় না।

আরও চারজন নতুন আরোহী এসে যোগ দিয়ে দলটাকে ভারি করল। নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে ওরা।

'শেইডিকে বাদ দিলে ওরা এখন মোট ছয়জন,' মন্তব্য করল ববি। 'অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেল।'

'আমাকে ওদের হাতেই তুলে দাও,' প্রস্তাব দিল ট্রিশা। ভাঁজ করা কনুই-এর ওপর মাথা রেখে ডাগর নীল চোখে ববির মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে মেয়েটা।

ওর চোখ থেকে চোখ সরাল না ববি। 'পাগলামি কোরো না! আমি কথা দিয়েছি তোমাকে নিয়ে যাব, আমার কথামতই কাজ করব আমি।'

'তোমার দেয়া কথাটাই কি একমাত্র কারণ?'

'হয়ত তাই, হয়ত না। মেয়েদের সবকিছুই ব্যক্তিগত দৃষ্টি

ভঙ্গিতে বিচার করে দেখা চাই! এই পরিস্থিতি থেকে তোমাকে বাঁচানোর সব চেষ্টাই আমি করব। জীবন থাকতে তোমাকে ওদের হাতে তুলে দেব না।'

'জানো? তুমি দেখতে খুব সুন্দর।'

'অ্যাঁ?' হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্যটার অর্থ মাথায় ঢোকেনি ওর। পরে বুঝে একটু লাল হয়ে বলল, 'ওসব ভুলে যাও! চেহারা দেখিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে না। ভয় পাচ্ছি ওরা হয়ত পাহাড়ে উঠে পিছন থেকে আক্রমণ করবে, কিংবা ঘাসে আগুন ধরিয়ে দেবে।'

'ঘাসে আগুন দেবে?' চমকে উঠল ট্রিশা। 'না-না, ওরা আমাদের পুড়িয়ে মারবে না!'

'কার্ভারের দল? খেপে গেলে ওরা সব পারে।'

আলাপের পর ওরা একটা সিদ্ধান্তে এসেছে বলে মনে হল। রিকি কার্ভার আবার চড়া গলায় চেঁচাল, 'এই শেষ সুযোগ! হাত তুলে বেরিয়ে এসো, তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে! হ্যাঁকড়ামি করলে গুলি খেয়ে মরবে!'

লোকগুলো রয়েছে রাইফেল রেঞ্জের শেষ সীমায়। ববি বুঝল কথাবার্তা শেষ। মুখে কথার জবাব না দিয়ে গুলি করল সে। নবাগত একজনের মাথা থেকে টুপিটা উড়ে গেল। চমকে নিরাপদ আশ্রয় নিতে ঝাঁপিয়ে মাটিতে পড়ল ওরা।

ভয় পেয়েছে ববি। জীবনে কখনও এত ভয় পায়নি। এই বিপদ থেকে বাঁচার কোন রাস্তা সে দেখতে পাচ্ছে না। ওরা যদি ঘাসে আগুন লাগায় তবে মরিয়া হয়ে ওদের ভেতর দিয়েই ঘোড়া নিয়ে ছুটে পালাতে হবে। কিন্তু তাতে বাঁচার কোন আশা নেই—শত্রুরা সংখ্যায় অনেক বেশি। হঠাৎ বুদ্ধি এল ওর মাথায়।

'তুমি চুপিসারে ঘোড়াগুলোকে রিজের ভাঁজ ধরে এগিয়ে নিয়ে

ওদিকের বড় গর্তটার কাছে জড়ো করো,' বলল ববি। 'আমাদের হয়ত ওদের ভিতর দিয়েই ছুটে পালাতে হবে।'

আড়চোখে চট করে একবার ববির দিকে তাকাল ট্রিশা। তারপর একটা কথাও না বলে পিছলে ডাল থেকে নেমে নির্দেশ মত কাজে ব্যস্ত হল।

গুলির শব্দ হল, কিন্তু গুলিটা কোথায় গেল জানে না ববি। পরক্ষণেই একসঙ্গে এক ঝাঁক গুলি এল। সেগুলো কোথায় গেল টের পেল। দুটো ওর মাথার ওপর দিয়ে শাঁ করে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল। একটা তার কাঁধের চামড়ায় ছ্যাঁকা লাগাল। গড়িয়ে সরে নতুন অবস্থান নিল সে। গুলি করার মত কোন টার্গেট দেখা যাচ্ছে না। পরমুহূর্তে নিচে একটু নড়াচড়া লক্ষ্য করে পরপর দুটো গুলে করল।

নড়াচড়াটা থেমে গেল। আবার গড়িয়ে নতুন জায়গায় পজিশন নিল ববি। ওরা কোনক্রমে রিজের ছ'ফুটি ভাঁজ পর্যন্ত উঠতে পারলে আর কোন উপায় থাকবে না। কিন্তু এতবড় এলাকা পাহারা দিয়ে আগলে রাখা তার একার পক্ষে অসম্ভব। একটা বুলেট ঘাসের মাথা ছেঁটে ববির বাম পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। শব্দ লক্ষ্য করে গুলি করল সে।

পিছন ফিরে দেখল ঘোড়াগুলোকে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে হাজির করেছে ট্রিশা। নিচের লোকগুলো ঝোপ আর পাথরের আড়াল দিয়ে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। কিন্তু ববির অব্যর্থ নিশানায় দমে গিয়ে আর এগোতে সাহস পাচ্ছে না।

আবার রিকির চিৎকার শোনা গেল। কথার জবাব না দিয়ে মুহূর্তে গুলি করল ববি। তারপর আরও দুটো, শব্দের একটু ডাইনে আর বাঁয়ে। ককিয়ে উঠল লোকটা। কিন্তু ককানির ধরন শুনে মনে হল না বেশি চোট পেয়েছে।

নেমে রিজের আড়াল দিয়ে ট্রিশার পাশে চলে এল ববি।

'ঘোড়ার পিঠে ওঠো, কিন্তু মাথা নিচু রেখো,' সাবধান করল সে। 'এবার আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে। বুনো ঘোড়াগুলোকে ওদের মাঝখান দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে যাব।'

বেশি দেরি করলে ওরা ছড়িয়ে ঘিরে ফেলবে। তখন আর কিছুই করার থাকবে না। এখন ওরা একত্র রয়েছে—হঠাৎ এতগুলো ঘোড়া সোজা গায়ের ওপর ছুটে আসতে দেখলে হকচকিয়ে যাবে। নিজের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত থাকবে ওরা। সেই সুযোগে হয়ত ওদের ঘোড়াগুলোকেও তাড়িয়ে নেয়া সম্ভব হবে।

রিজের ভাঁজ ধরে নিঃশব্দে এগিয়ে সরাসরি আউটলদের মাথার ওপর এসে থামল ববি। তারপর 'ইয়া···আ···আ···হু!' শব্দে বিকট একটা টেক্সাস হুঙ্কার ছেড়ে ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে নিচের দিকে রওনা হল।

ববি গাইজলারের দু'হাতে দুটো পিস্তল। ঘোড়ার মাথার ওপর দিয়ে শত্রুপক্ষের দিকে অনবরত গুলি ছুঁড়ে চলেছে ও। পাহাড়ের ঢাল কম তাই ঘোড়ার লাগাম ধরার দরকার পড়ছে না।

খুর থেকে বজ্রপাতের মত আওয়াজ তুলে বিস্ফারিত চোখে নাক ফুলিয়ে ফুঁসতে-ফুঁসতে ঘোড়াগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। বাতাসে ঝুঁটি উড়ছে।

ববি দেখল, লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রিকি। দ্রুত পিস্তল তুলে গুলি ছুঁড়ে মিস করল। তারপর ঘোড়াগুলো এসে পড়ছে দেখে পরক্ষণেই ঘুরে ছুটে পালাল সে। ডন ট্রেসি ডান দিকে সরে যেতে শুরু করেছিল। ঘোড়া ছুটে আসতে দেখে ফিরে রাইফেল ঠেকাল কাঁধে। গুলি করল ববি। বাকি লোকজনের চিৎকারে ঘোড়াগুলো গতি ফিরিয়ে ডান দিকে বাঁক নিল।

ভয়ে পাথর হয়ে স্বয়ং মৃত্যুদূতগুলোকে ছুটে আসতে দেখল ডন। শেষ মুহূর্তে সংবিৎ ফিরে পেয়ে রাইফেল ফেলে ছুটল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। পায়ের তলায় পিষে গেল ওর দেহ। উপত্যকা ধরে ছুটে চলল ঘোড়ার দল।

'ববি!' ব্যথায় বিকৃত শোনাল ট্রিশার স্বর।

পিস্তল খাপে রেখে লাগাম টেনে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে তাকাল ববি। ট্রিশাকে নিয়ে ধরাশায়ী হয়েছে ওর ঘোড়া। ওদিক থেকে মেয়েটার দিকে ছুটে আসছে রিকি কার্ভার।

তিন লাফে ববির ঘোড়া পৌঁছে গেল ট্রিশার পাশে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল সে। পনেরো গজ দূরেই খোলা পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে কার্ভার। ওর মুখে বিজয়ের হাসি।

'এবার দেখা যাবে!' চিৎকার করে বলল সে।

কপালের শিরাটা ফুলে উঠেছে ওর। প্রতিহিংসার আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে চোখ থেকে। হাতের পিস্তলটা লাফিয়ে উঠল। ডান দিকে ঝাঁপ দিল ববি। গুলিটা ওর বাহুমূল থেকে কিছুটা মাংস তুলে নিল। মাটি ছোঁয়ার আগেই পিস্তল বের করে গুলি করল সে। একবার গড়িয়ে উঠে আবার ট্রিগার টিপল। দুটো গুলিই অব্যর্থভাবে রিকির বুকে বিঁধেছে। প্রথম বুলেটের ধাক্কায় একপা পিছিয়ে গিয়ে সেও গুলি করেছিল, কিন্তু ওর গুলিটা নিষ্ফলভাবে ববির সামনে মাটিতে ঢুকল। পরপর দুটো গুলি খেয়েও দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল লোকটা। ঠোঁটের ওপর রক্তমাখা একটু ফেনা দেখা দিল। দাঁত কিড়মিড় করে টলতে টলতে আবার তাক করল। কিন্তু ট্রিগার টেপার আগেই ববির তৃতীয় গুলি এসে বিঁধল। পিস্তল ছেড়ে দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল রিকি। তারপর ঝাঁকি দিয়ে উল্টে চির দিনের মত স্থির হয়ে গেল ওর প্রকাণ্ড দেহ।

ঘাসের ওপর কার্ভারের লাশটার দিকে অবিশ্বাস ভরা চোখে চেয়ে

আছে ববি। এর আগে সে কখনও মানুষ খুন করেনি। বেল্ট থেকে বুলেট বের করে পিস্তলে ভরতে অনেক সময় লাগছে। উত্তজনায় আঙুলগুলো কেমন যেন অবাধ্য হয়ে উঠেছে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে ববির পাশে এসে দাঁড়াল ট্রিশা।

'আমার পা মচকে গেছে,' জানাল মেয়েটা। ববির শার্টের হাতা রক্তে লাল হয়ে উঠতে দেখে উদ্বিগ্ন স্বরে আবার বলল, 'তুমি জখম হয়েছ!'

'ও কিছু না,' আশ্বাস দিল ববি। 'সামান্য ছড়ে গেছে মাত্র। কিন্তু ওরা আবার কে?'

ঝট্ করে মুখ তুলল ট্রিশা। 'ভিনসেন্ট আর রডনি!'

রাঁধুনীর অ্যাপ্রোন ছেড়ে গান বেল্ট পরায় ওকে এখন চেনাই যাচ্ছে না। মাথার টুপিতে টাকটাও ঢাকা পড়েছে। রডনির বুকপকেটের ওপর ঝুলছে একটা টিনের স্টার। ওর দৈত্যাকার দেহের পাশে নাদুসনুদুস ভিন্সকেও নগণ্য দেখাচ্ছে। দুজনেরই হাতে রাইফেল। এগিয়ে এল ওরা।

'তোমরা ঠিক আছ তো?' প্রশ্ন করল রডনি। ওর স্বরে ভয় বা দ্বিধার চিহ্নমাত্র নেই। 'তোমাদের সাহায্য করতেই ছুটে এলাম। কিন্তু দেখছি দেরি হয়ে গেছে—একাই কাজ সেরে ফেলেছ!'

'একা না, ট্রিশা আর ঘোড়াগুলো সাহায্য করেছে,' বলল ববি। 'কার্ভারের বাকি লোকজনের কি খবর?'

'ঘোড়ার পায়ের তলায় চ্যাপ্টা হয়েছে ডন আর শেইডি। একজনকে আমরা মেরেছি। দলের আর সবাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

ভিন্স বলল, 'তোমার কারণেই এতবড় পরিবর্তন ঘটল এখানে। সব ঝুঁকি উপেক্ষা করে কার্ভারের কবল থেকে বাঁচাতে যখন ট্রিশাকে

নিয়ে তুমি রওনা হয়ে গেলে—আমাদের টনক নড়ল। আমার দোকানে মীটিঙ ডাকা হল। মীটিঙে সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমরা বেঁচে থাকতে আমাদের শহরের মেয়ের সম্মান বাঁচাতে একা লড়বে একজন বাইরের লোক, এ হতে পারে না। তাই ছুটে এলাম। তুমি আমাদের চোখ খুলে দিয়েছ!'

দাঁত বের করে হাসল রডনি। শেরিফের পদটা ফিরে পেয়ে সে মহা খুশি।

'তোমরা চাইলে আমাদের সাথে শহরে ফিরতে পারো,' প্রস্তাব দিল সে। 'সবাই একসাথে খুশি সেলিব্রেইট করব।'

'পরে এক সময়ে আসব,' বলল ববি। 'এখন ঘোড়াগুলো নিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরতে চাই। ট্রিশা যদি চায় আমার সাথে গিয়ে ওটা দেখে আসতে পারে।'

'র‍্যাঞ্চ দেখতে হয়ত আমার ভালই লাগবে,' বলল ট্রিশা। ওর চোখ দুটো ববির দিকে চেয়ে হাসছে। কিন্তু সে হাসির আড়ালে রয়েছে আরও গভীর কিছু। 'হয়ত আমার পছন্দও হতে পারে।'

'গেলে হয়ত তোমাকে আমি রেখেও দিতে পারি?'

'হয়ত তাতেও আমি আপত্তি করব না।' ববির আরও কাছে সরে এল মেয়েটা।

ট্রিশার ঘোড়াটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চোট পায়নি—পিছলে পড়ে একটু হতবুদ্ধি হয়েছিল মাত্র।

ভিন্স গলা খাঁকারি দিয়ে রডনিকে বলল, 'হয়ত আমাদের এখন কেটে পড়াই উচিত?'

সশব্দে হেসে উঠে সরে গেল ওরা। দূরে গিয়ে পিছন ফিরে দেখল পরস্পরের ঠোঁটে ঠোঁট রেখে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছে প্রেমিক প্রেমিকা। ওদের সমর্থন করেই যেন মাটিতে পা ঠুকল ট্রিশার ঘোড়া।

কঠিন পশ্চিম

ক্যাপ ওয়ালডোকে বাঙ্কহাউজে ঢুকতে দেখে বেনি থমসন মনেমনে একটু মুষড়ে পড়ল। বিশাল দেহ ফোরম্যান মুখের ভিতর চিবানর তামাকের পিণ্ডটা একপাশ থেকে অন্যপাশে নিয়ে ধীরে কামরার চারপাশে তাকিয়ে দেখল।

কেউ মুখ তুলে তাকাল না। কেউ কোন কথাও বলল না। বিচ্ছিরি রকম ঠাণ্ডা একটা রাত—বাইরে তুষার পড়ছে—জোর বাতাসও বইছে। সুতরাং সবাই জানে রাতের কাজে কাকে পাঠানো হবে।

'তুমি'—হঠাৎ বেনির দিকে ফিরল সে—'ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে বাইরে যাও। আর মনে রেখো, গরুগুলো যদি দল বেঁধে কোনদিকে রওনা হয়, ওদের ফেরাতে হবে।'

বাঙ্কের থেকে পা মেঝেতে নামাল বেনি। 'আবার আমি?' প্রতিবাদ করল সে। 'এই সপ্তাহে প্রতি রাতেই আমাকে রাতের কাজে পাঠাচ্ছ তুমি।'

দাঁত বের করে হাসল ওয়ালডো। 'এতে তোমারই ভাল হবে, বাছা। শক্ত পুরুষ হয়ে গড়ে উঠবে। যাও, রওনা হও।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল বেনি থমসন। ইচ্ছা করলে এখনই সে কাজে ইস্তফা দিয়ে পাওনা টাকা নিয়ে নিতে পারে। কিন্তু চল্লিশ

ডলারে ওর আর কতদিন চলবে? আর এই সময়ে আর একটা কাজই বা তাকে কে দেবে? তাছাড়া সে যদি দেশ ছেড়ে চলে যায় তবে সেরা (sera) রবার্টসের সাথে তার আর কোনদিন দেখা হবে না।

বুট পরে নিল সে। প্যান্টের সামনের দিকে চামড়ার আবরণ চ্যাপ্‌স্ আর গায়ে ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেটটা চড়িয়ে চামড়ার ফিতে দিয়ে চিবুকের নিচে পর্যন্ত ভাল করে বেঁধে নিয়ে দরজার দিকে রওনা হল।

নিজের বাঙ্ক থেকে মাথা তুলে হেরল্ড বলল, 'তুমি চাইলে আমার "বল্ডিকে" নিয়ে যেতে পারো। রাতে চড়ার জন্যে ঘোড়াটা ভাল।'

'ধন্যবাদ,' বলল বেনি। 'আমি আমারটাই নিয়ে যাচ্ছি—এমন রোজ রাতে ঘুরলে ওরও শিখে নিতে আর বেশি সময় লাগবে না।'

'নিশ্চয়।' হেসে ওয়ালডো একটা সিগারেট তৈরি করতে শুরু করল। 'তোমার মত ওরও শিক্ষা দরকার।'

দরজা খুলতেই বাতাসে বাতির শিখাটা কেঁপে উঠল। বাইরে বেরিয়ে মাথা নিচু করে বাতাসের ঝাপটার ভিতর রওনা হলো বেনি। গত কয়দিনের অভ্যাসে এটা তার সয়ে যাওয়া উচিত।

ওরিগন থেকে বার-ওয়াই-এ এসেছে বেনি। টিম্বার-ল্যান্ডেই বড় হয়েছে সে। অ্যারিজোনায় কাউবয়ের কাজ শিখতে এসেছিল। কয়েক জায়গায় অল্পদিন করে কাজ করে শেষে বার-ওয়াই-এর কাজটা ওর জুটে যায়। মালিকই তাকে নিজে কাজটা দিয়েছে, কিন্তু ওটা ওয়ালডোর পছন্দ হয়নি। কিন্তু শহরে সেই বিশেষ রাতটার ঘটনার আগে সে কিছু বলেনি বা করেওনি।

বার-ওয়াই-এর সবাই জানে সেরা রবার্টসকে ক্যাপ পছন্দ করে। সবাই জানলেও এটা বেনি জানত না। শহরে নাচতে গিয়ে সেরাকে দেখে বেনির ভাল লেগেছে। ওরা একসাথে নেচেছে কথা বলেছে—পরে

মেয়েটা ওর সাথে হাঁটতেও বেরিয়েছিল। সেরাকে খুঁজতে বেরিয়ে ওদের দুজনকে বাগানে ঝোলানো দোলনায় পাশাপাশি বসে দুলতে দেখেছে।

চেহারায় প্রকাশ না পেলেও ভিতরে-ভিতরে ঠাণ্ডা রাগে জ্বলছিল সে। এবং সেরা ওর মনের ভাব না বুঝেই ওয়ালডোকে বলেছিল, 'তুমি দেখে নিও তিন মাসের মধ্যেই বেনি টপ-হ্যান্ড হয়ে উঠবে!' খুশিতে উচ্ছল দেখাচ্ছিল মেয়েটাকে। বেনিকে যে ওর ভাললেগেছে তা লুকানোর চেষ্টা সে করেনি।

সেদিন বেনির দিকে চেয়ে মুচকি হাসি হেসে সে অর্থপূর্ণভাবে বলেছিল, 'জানো, সেরা, আমারও তাই বিশ্বাস!'

সেই থেকেই শুরু। সবথেকে কঠিন কাজের ভার সব একা বেনির কাঁধেই চাপতে শুরু করল। সকাল, দুপুর বা রাত—কোন মাফ নেই। বাঙ্কহাউজের কারও বুঝতে বাকি নেই ওকে কেন এভাবে খাটানো হচ্ছে। 'তুমি না টপ-হ্যান্ড হতে চাও?' খোঁচা দিয়ে বলত সে। 'তাহলে আর দেরি কোরো না, বেরিয়ে পড়ো!' এবং বেনি বিনা প্রতিবাদেই যেত। এখন সে নিজেও বোঝে, কিন্তু উপায় নেই, সেরাকে তার ভাললেগেছে; ওর চোখে নিজেকে ছোট করতে সে রাজি নয়। যত কষ্টই হোক কাজগুলো সে ঠিকই করে আসছে। তারও জিদ চেপে গেছে।

মাইলের পর মাইল বেড়া সে মেরামত করেছে। ওয়ালডোর মনমতো না হলে সেটা তাকে আবার করতে হয়েছে। বাঁধুনীর জন্যে কাঠ কেটে দেয়া র‍্যাঞ্চের সব থেকে নিচু কাজ বলে মনে করা হয়—তাও সে নিয়মিত করছে। দুর্গম নির্জন কঠিন এলাকায় গিয়ে গরু খুঁজে আনার ভারও তারই ওপর পড়ে। ল্যাসোর দড়ির চেয়ে কোদালের

কাজই ওকে বেশি করতে হয়েছে। ওয়াটার হোল পরিষ্কার করা, ঝর্না কেটে বড় করা—সব। মোট বারো থেকে চোদ্দ ঘণ্টা ওকে দৈনিক খাটতে হয় যেখানে আর কেউ ছয় থেকে আট ঘণ্টার বেশি শীতের মৌসুমে কখনও খাটে না।

ক্যাপ ওয়ালডো বিশাল আর শক্তিশালী মানুষ। সে গর্ব করে করে বলে কেউ হাতাহাতি ফাইটে তার বিরুদ্ধে জিততে পারেনি। যদিও তার ওজন বেনির থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ পাউন্ড বেশি, তবু কম ওজনের লোকটাকে উস্কে ফাইটে নামানোর চেষ্টায় ওর ত্রুটি নেই।

যত সময় যাচ্ছে পরিস্থিতিটা ওয়ালডোর কাছে অসহনীয় মনে হচ্ছে। এত চেষ্টা করেও বেনিকে সে অতিষ্ট হয়ে চাকরি ছাড়তে বা তার বিরুদ্ধে হাতাহাতি ফাইটে নামাতে না পারায় যেন আরও খেপে উঠেছে ওয়ালডো। হেরল্ড লোকটা ভাল। সে যুক্তি দিয়ে ওয়ালডোকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। 'অনর্থক ছেলেটাকে এভাবে কেন খাটাচ্ছ?' প্রতিবাদ করেছিল সে। 'ওর কাজ তো ও ঠিকই করছে?'

'এটা আমার নিজস্ব ব্যাপার, হেরল্ড,' জবাব দিয়েছিল সে। 'ও যেদিন তোমার বা আমার মত যোগ্য হবে সেদিন আমি থামব। তার আগে নয়।'

ডান ঘোড়াটার পিঠে জিন চাপিয়ে ঘোড়ায় চেপে বাইরে বেরিয়ে এল বেনি। দরজা ঠেলে বন্ধ করে পশ্চিম দিকে এগোল।

মাটির ওপর পানি জমে বরফ হতে শুরু করেছে। মাঝেমাঝে কয়েকটা জায়গায় কিছু সাদা তুষারও জমেছে। কিন্তু মাটিতে যা জমেছে তারচেয়ে অনেক বেশি বাতাসে উড়ছে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে উত্তর থেকে। গরুগুলো যদি একবার হাঁটা ধরে থাকে তবে ওদের

ফেরানো মুশকিল হবে। বাতাসের উল্টোদিকে চলা ওদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। "সেজ ফ্ল্যাট", অর্থাৎ যে উপত্যকায় আজ ওকে পাঠানো হচ্ছে সেটা পঞ্চাশ মাইল চওড়া আর পঁচাত্তর মাইল লম্বা। আর ওই পঁচাত্তর মাইলের শেষে আড়াআড়িভাবে রয়েছে একটা চল্লিশ-ফুট গভীর খাদ। ওরা যদি বাতাসের আগেআগে দক্ষিণ দিকে রওনা হয়ে থাকে, তবে সবগুলো ওই খাদে পড়ে মরবে—কারণ ওই খাদের আগে ওদের বাধা পাওয়ার মত আর কিছুই নেই। ওরা খাদেই ঝাঁপ দেবে তবু পিছনে ফিরবে না। ঝড়কে ওদের ভীষণ ভয়।

গরুর এই আচরণের কথা বেনি শুনেছে, কিন্তু কখনও দেখেনি। তবে ওর কল্পনাশক্তি ভাল।

ঘোড়ার পিঠে একঘণ্টার ওপর চলার পর প্রথম একটা বড় সাদা-কালো ষাঁড় চোখে পড়ল। ধীর নিশ্চিত পায়ে দক্ষিণ দিকে হাঁটছে। ওটার পিছনে আরেকটা...পরে আরও। দুর্ভাবনায় আতঙ্কগ্রস্ত হল বেনি...জীবনে এই প্রথম।

সে জানে র‍্যাঞ্চের কেউ এটা আশা করেনি। উপত্যকার উপরের অংশে, যেখানে সাধারণত সবাই ঘুরেফিরে নজর রাখে ওটা বেড়া দেওয়া। ওয়ালডো কেবল ওকে শায়েস্তা করার জন্যেই এদিকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু বেড়া ভেঙে বেরিয়ে পড়েছে ওরা।

এখন সাহায্যের জন্যে লোক আনতে যাওয়ারও সময় নেই। যা করার তা তাকে একাই করতে হবে। পিস্তল বের করে আকাশের দিকে গুলি ছুড়ল বেনি। আশা ছিল শব্দে যদি ওদের মিছিল থামে, কিংবা কারও কানে শব্দটা পৌঁছলে সাহায্য আসতে পারে। কিন্তু কোনটাই হল না। মরিয়া হয়ে একাই সে ওদের গতি ফেরাবার চেষ্টা করল—কিন্তু বৃথা চেষ্টা। একটাকে অর্ধেক ফেরাতে না ফেরাতেই আরেকটা ওকে

পেরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আর উপত্যকার উপর দিক থেকে একের পর এক গরু বেরিয়ে এসে দলটা ক্রমেই আরও ভারি হয়ে উঠছে। র‍্যাঞ্চের সব গরুই বেরিয়ে পড়ছে। উত্তরের ঝড়টার আগে-আগে ওরা দক্ষিণে সরে যেতে চাচ্ছে। র‍্যাঞ্চের গরুর সংখ্যা এক হাজারেরও বেশি। ওদের ঠেকাতে না পারলে ওরা বর্ষার পানিতে কাটা সেই খাড়া খাদের নিচে গিয়ে পড়ে হয় মরবে নয়ত খোড়া হবে। তারপর ওখানে অসহায় অবস্থায় পড়ে প্রচণ্ড শীতে মৃত্যুর প্রহর গুনবে। কয়েকটা হয়ত বাঁচবে—কিন্তু সেইসব ভাগ্যবানদের সংখ্যা হবে খুব কম। চল্লিশ ফুট গভীর পাথুরে খাদে পড়াটা মানুষ বা জন্তু কারও জন্যেই শুভ হবে না।

ঘোড়াটা কঠিন পরিশ্রম করছে। বেনি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, আরও কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল—সব রকম চেষ্টাই করল—কিন্তু গরুর পাল তবু এগিয়েই চলল। যে ওকে এখানে পাঠিয়েছে সেই ওয়ালডোর কথা সে ভুলে গেছে। সবই ভুলে গেছে—কেবল গরুগুলোর নিরাপত্তা আর বুড়ো র‍্যাঞ্চের মালিক জন রেনির কথাই সে ভাবছে। বেনি যখন কপর্দকহীন অবস্থায় বাঁচার কোন পথ দেখছে না ওই সময় বুড়ো রেনি দয়া করে ওকে কাজে নিয়েছিল।

লাগাম টেনে থেমে দাঁড়িয়ে ঝড়ের দিকে তাকাল সে। ওর গলায় পরা স্কার্ফের ওপর বরফ জমতে শুরু করেছে। পায়ের আঙুলগুলো নিষ্কর্ম অবস্থায় অবশ হয়ে এসেছে। এখান থেকে বেড়ার গেটটা চার মাইল—ওখান থেকে বাস্ক হাউজ আরও চার মাইল পথ। ওখানে গিয়ে ওদের ঘুম থেকে তুলে তৈরি হয়ে সবাইকে নিয়ে এখানে ফিরে আসতে অনেক সময় লেগে যাবে। ততক্ষণে সব প্রায় শেষ হয়ে যাবে। আর ওরা এখানে পৌঁছেই বা কি করবে—করার কিছুই নেই।

ভোরের আলো ফোটার আগেই এক হাজার গরু আর ষাঁড় লম্বা খাদের তলায় পড়ে মরবে। যদি...যদি সে কোন উপায়ে ওদের ফেরাতে না পারে। সে যদি ওদের কোনভাবে ঠেলে পুবের রিজ আর 'গেভিন ফল্টেব্রির ভিতর দিয়ে নিয়ে যেতে পারে তবে খুব অল্প জায়গায় গাদি দিয়ে পড়বে ওরা—ছড়াবার সুযোগ পাবে না। এতে অল্পকিছু গরু যেগুলো প্রথমে পড়বে তারা মরবে বটে কিন্তু নিচের মরা গরুগুলো কুশনের কাজ করবে—এতে বাকিগুলো বেঁচে যাবে।...হয়ত একটা উপায় হতে পারে!

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দক্ষিণে ছুটল সে। একের পর এক গরু পেরিয়ে ছুটে চলেছে ওর ঘোড়া। পিছনে উত্তরের ঝড়ের গর্জনের থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্যে মন্ত্রমুগ্ধের মত ধীর পায়ে সামনের গরুকে অনুসরণ করে দক্ষিণে এগোচ্ছে ওরা। স্বাভাবিক মন্থর গতি। কপাল ভাল থাকলে—অর্থাৎ ওরা যদি কোন কারণে আতঙ্কিত হয়ে স্ট্যামপিড না করে, তবে হয়ত তার বুদ্ধিটা কাজে লাগাবার সুযোগ সে পাবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গরুর দলের লীডারকেও পিছনে ফেলে একাই রাতের আঁধারে এগিয়ে গেল বেনি। খাদ থেকে কয়েক মাইল আগে ঘোড়ার মুখ পশ্চিমে ফেরাল সে। কিছুদূর গিয়ে হাতের ডাইনে 'রক হাউজ'-এর সামনে ঘোড়া থামিয়ে নিচে নামল।

দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে ম্যাচের কাঠি জ্বালাল সে। দেয়ালের সাথে চারটে বাক্সে ভরা ডাইনামাইট। একটা ছালার ভিতর ওগুলো ভরে বারুদের সলতের একটা রোল নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

ছালাটা ঘোড়ার জিনের সাথে বেঁধে ফিরে এসে আবার দক্ষিণে ছুটল সে। যদি ঘোড়াটা কোনক্রমে হোঁচট খেয়ে পড়ে তাহলে মাটিতে কেবল একটা গর্ত ছাড়া আর কিছুরই চিহ্ন থাকবে না। ওর ভাগ্য ভালই

বলতে হবে--অন্ধকারে পুরোদমে ছুটেও ঘোড়াটা পথে একবারও হোঁচট খেল না। হঠাৎ সামনে খাদের কালো রেখাটা দেখতে পেয়ে ঘোড়াটাকে একটা বড় পাথরের আড়ালে রেখে ছালা হাতে খাদের দিকে দৌড়ে গেল বেনি।

জায়গাটা ওর চেনা। ক্যাপ ওয়ালডোর চোখ এড়িয়ে এখানে কয়েকবারই সে নিচে নেমে নিরিবিলিতে বসে আয়েশ করে সিগারেট টেনেছে। জায়গাটা মৌমাছির চাকের মত ফুটো আর ফাটলে ভরা। দ্রুত হাত চালিয়ে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত গর্তগুলোতে ডাইনামাইট ফিট করে প্রত্যেকটাতে ফিউজের সলতে লাগাল সে। মাপ করে আন্দাজ মত উপরের গুলোয় ছোট আর নিচের গুলোয় বড় সলতে বসাল।

বাতাস ওর মাথার ওপর দিয়ে বইছে। খাদের ভিতরটা শান্ত। এবারে সলতেগুলোতে একে একে আগুন ধরিয়ে উপরে উঠে দৌড়ে ঘোড়ার কাছে পৌছে বাতাসের উল্টোদিকে উত্তরে ঘোড়া ছুটাল। অল্পক্ষণ পরেই বিস্ফোরণের শব্দ ওর কানে পৌছল। ফিরে গিয়ে দেখার আর সময় নেই। সে যা করেছে তাতে যতটা কাজ হয় তাই হবে। কাজ হতেই হবে নইলে তার এতক্ষণের পরিশ্রম পণ্ডশ্রমই হবে।

আরও কিছুটা উত্তরে আসার পর প্রথম গরুটা দেখতে পেল আবার। সেই সাদা-কালো ষাঁড়টাই এখনও লীড করছে। চলার গতি আগের মতই ধীর--কিন্তু বিরতিহীনভাবে দক্ষিণে এগোচ্ছে ওরা। ওদের চেষ্টা করে কিছুটা পুবে বা পশ্চিমে ঠেলে নেয়া সম্ভব--কিন্তু পৃথিবীর কোন শক্তি নেই যা ওদের দক্ষিণে এগোনো রোধ করতে পারে। বারবার পুবে আর পশ্চিমে গিয়ে গরুর মিছিলটাকে ঠেলে তার নির্ধারিত পথে চালানোর চেষ্টা করছে বেনি।

কতক্ষণ এভাবে একটানা কাজ করে চলেছে জানে না বেনি। একটু ভুল হলেই সব বানচাল হয়ে যাবে। একবার ঘোড়াটা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। কিন্তু আবার ঝটপট উঠে দাঁড়াল। একটা উঁচু জায়গা বেছে নিয়ে এবার ওদের ওপর নজর রাখল বেনি। তুষারে চারদিক সাদা হয়ে ছেয়ে গেছে বলে অন্ধকারেও মোটামুটি দৃষ্টি চলে। যখনই দরকার পড়ছে তাড়িয়ে নির্দিষ্ট পথে দক্ষিণে সার বেঁধে চলতে বাধ্য করছে। শেষ গরুটাকেও নির্দিষ্ট পথে এগোতে দেখার পর সে ঘোড়া নিয়ে বাঙ্কহাউজের দিকে রওনা হল। র‍্যাঞ্চে এসে যখন পৌঁছল তখন ক্লান্তিতে ওর প্রায় আধমরা অবস্থা।

ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামানোর পরও সে অবসন্ন অবস্থাতেই ডান ঘোড়াটার যত্ন নেয়ার জন্যে খাটল আরও আধঘণ্টা। তারপর কম্বল দিয়ে ঘোড়াটাকে ভাল করে ঢেকে কোনমতে হোঁচট খেতে খেতে ক্লান্ত পায়ে বাঙ্ক হাউজে ঢুকে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কাঁধের ওপর একটা হাতের ছোঁয়ায় বেনির ঘুম ভাঙল। হেরল্ড জাগিয়েছে ওকে। 'বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ো, বাছা,' বলল সে। 'আজ সকালে ওয়ালডো খুব ব্যতিব্যস্ত।'

নাস্তার টেবিলে বেনিই সবার শেষে পৌঁছল। ঘরে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়াল। বুড়ো রেনির পাশে একটা যুবতী মেয়ে বসে আছে··· অপরূপ!

চুল কালো, উজ্জ্বল চোখ, ঠোঁট দুটো রসালো—ঈষৎ লালচে। ঘোরের মধ্যে এগিয়ে চেয়ার টেনে বসল বেনি। কাজের লোক সবারই জিভ আজ আড়ষ্ট। কেউ কোন কথা বলছে না। এমনকি ক্যাপ ওয়ালডোও আজ নীরব। মালিকের পাশে সুন্দরী মেয়েটার উপস্থিতি আজ সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

মেয়েটাই হঠাৎ মুখ খুলল। 'এটা কেমন কথা যে কেবল একটা ঘোড়ার পিঠেই কম্বল রয়েছে? গত রাতে দারুণ শীত পড়েছিল!'

'কম্বল?' রেনি ঘুরে তাকাল। 'ঘোড়ার পিঠে কম্বল?'

র‍্যাঞ্চ কর্মচারীরাও অবাক হয়ে তাকাল। শক্ত ওয়েস্টার্ন ঘোড়া কখনও এই ধরনের যত্ন পায় না। ক্যাপ ওয়ালডোও অবাক হয়েছে। হঠাৎ বেনির দিকে ফিরল সে, ওকে নিয়ে একটু মস্করা করার সুযোগটা ছাড়ল না। 'হয়ত ওটা আমাদের এই টপ-হ্যান্ডের কাজ। ওর পক্ষেই কেবল এমন কাজ সম্ভব।'

সুন্দর কালো চোখ দুটি এবার বেনির ওপর পড়ল। লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল ওর মুখ।

'তুমি তোমার হর্সি বাবুকে আদর করে কম্বলে জড়িয়ে রেখেছিলে, বাছা?' আড়চোখে মেয়েটার দিকে চেয়ে বোঝার চেষ্টা করল তার বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরস সে উপভোগ করল কিনা। মুখের ভাবে বুঝতে না পেরে নিজেই শব্দ করে হেসে উঠল।

জন রেনি মুখ তুলে বেনির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। নিজের কাজের সপক্ষে কিছু বলা দরকার মনে করে নরম সুরে সে বলল, 'সারারাত ঝড়ের ভিতর কঠিন পরিশ্রম করে ঘোড়াটা খুব কাবু হয়ে পড়েছিল। ভোররাতে ফিরেছি আমরা।'

প্লেটের ওপর কাঁটা-চামিচ নামিয়ে রাখল রেনি। 'ভোররাতে?' অবাক হলো সে। 'রাতে বাইরে কি করছিলে তুমি?'

এবার ওয়ালডোর অপ্রস্তুত হওয়ার পালা এল। একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'আমি ভাবলাম কারও ওখানে উপস্থিত থেকে নজর রাখা ভাল। ঝড়ের আভাসে যদি গরুগুলো সাড় বেঁধে বেরিয়ে পড়ে, তাই।'

'গরু বেরিয়ে পড়বে?' রেনির স্বরে তিরস্কার। 'ওই রকম ঘোড়া

সমান উঁচু শক্ত বেড়া তাহলে কি করতে আছে? যাইহোক—মালিকের সুরটা চড়া—'একজন লোক গরুর মিছিল ঠেকাবে কিভাবে?'

ক্যাপ ওয়ালডো একটু তোতলানোর পর একটু ইতস্তত করে একটা দুর্বল অজুহাত খাড়া করার চেষ্টা করল। মেয়েটা ওয়ালডোর দিক থেকে প্রথমে বেনির দিকে তারপর অন্যান্য কর্মচারীদের মুখের ভাব লক্ষ্য করল। বুড়ো রেনি বোকা নয়। আগে খেয়াল না করলেও এখন সে ব্যাপারটা বুঝতে পারছে।

'গরুগুলো ঠিকই আছে,' বলে উঠল বেনি থমসন। 'ওরা সার বেঁধে বেরিয়ে পড়ার সময়ে আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম। ওরা এখন দক্ষিণের খাদের ভিতর আছে।'

'কী? চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল জন রেনি। ওর চেহারাটা অপ্রত্যাশিত ঘটনার কথা শুনে ফেকাসে হয়ে গেছে।

সবার চোখ এখন বেনির ওপর। 'আমি জানি না বেড়াটার কি হল। আমি ঘোড়ার পিঠে এগোচ্ছি এই সময়ে হঠাৎ ওদের সার বেঁধে আসতে দেখলাম। আমি গুলি ছুঁড়ে আওয়াজ করলাম, চিৎকার করলাম, কিন্তু কেউ শুনল না। গরুগুলোও ফিরল না।'

ওয়ালডোর স্বরটা ফ্যাঁসফ্যাঁসে শোনাল। 'মানে···তুমি বলছ সত্যিই ওরা বেড়া ভেদ করে বেরিয়ে পড়েছিল?'

'হ্যাঁ,' বলল বেনি। 'কিন্তু ওরা ভালই আছে।'

'কি বলছ তুমি'—জন রেনির কণ্ঠ বরফের মত শীতল শোনাল—'ভালই আছে? তুমি বলতে চাও আমার চল্লিশ হাজার ডলারের গরুগুলো খাদের মধ্যে গাদি দিয়ে পড়ে আছে?'

'না ওরা খাদে পড়ে মরেনি,' ব্যাখ্যা করল বেনি। 'কিছু মরলেও তা সংখ্যায় খুব কমই হবে। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে "রক হাউজ"

থেকে ডাইনামাইট নিয়ে খাড়া খাদের কিছুটা অংশ উড়িয়ে দিয়ে ঢালু করে সারারাত ওদের পিছনে ছুটাছুটি করে ওই ঢাল বেয়ে ওদের গাইড করে খাদে নামিয়েছি। ওরা আর এগোতে না পেরে খাদের দুপাশে ছড়িয়ে আছে।'

স্থির নীরবতার মাঝে কিছুটা সময় কেটে গেল। ওয়ালডোকে ফেকাসে দেখাচ্ছে। বাকি সবাই বিস্মিত—হতভম্ব। রেনি তাকিয়ে আছে থমসনের দিকে। এক মিনিট সময় কেটে যাওয়ার পর আবার চেয়ারে বসে কাঁটা-চামিচ তুলে নিয়ে খাওয়া শুরু করল সে। 'ব্যাপারটা আমাকে একটু ভাল করে বুঝতে দাও। তুমি গরুর দলের আগে ওখানে পৌঁছে খাদের ধারটা ভেঙে আবার ফিরে এসে সারারাত খেটে গরুগুলোকে ওই পথে নামিয়েছ?'

'ঠিক তাই। আমার চেয়ে ঘোড়াটার খাটতে হয়েছে অনেক বেশি—তাই সারারাত ঠাণ্ডা সহ্য করে কষ্ট করার পর ফিরে এসে ওর গা ডলে শুকিয়ে ওকে কম্বল মুড়ে দিয়েছিলাম।'

'চমৎকার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে ও,' বলে উঠল মেয়েটা। 'তাই না, আঙ্কেল জন?'

'আমাকে চল্লিশ হাজার ডলার ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়েছে ও। ওয়ালডো, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। কিন্তু তার আগে আমরা সবাই মিলে ওখানে যাব। আমি নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখতে চাই।'

এক হাজারের কিছু বেশি গরু পাওয়া গেল ওই খাদে। দেখা গেল মাত্র ছয়টা মারা পড়েছে। তাড়াহুড়ার মধ্যেও অন্ধকারে রেনি সবচেয়ে ভাল জায়গাটাই বেছে নিয়েছিল। এবং ডাইনামাইটগুলো প্রত্যেকটা সঠিক জায়গায় বসিয়েও সে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। খাদের ফাটল

আর ফোঁকরগুলো কোনটা কোথায় আছে তা আগে থেকেই জানত বলে ওর সুবিধা হয়েছে।

বুড়ো জন তার গরুগুলোকে খাদের চারপাশে ছড়িয়ে সুস্থ দেহে ঘাস খেতে দেখে সন্তুষ্ট হলো। ডাইনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া জায়গাটা ভাল করে পরীক্ষা করে বেনির দিকে তাকাল সে। 'মনে হচ্ছে ডাইনামাইটের ব্যবহার সম্পর্কে তোমার ভাল জ্ঞান আছে, বাছা। সবগুলোই জায়গামত বসানো হয়েছিল।'

'আমার বাবার একটা মাইনিঙ ক্লেইম ছিল ওরিগনে,' ব্যাখ্যা করল বেনি। 'আমি ব্লাস্টিঙের কাজে তাকে সাহায্য করতাম।'

জন রেনির সাথে ওয়ালডোর কি কথা হলো তা কেউ জানে না, কিন্তু রেনিকে মাত্রা ছাড়িয়ে খাটানোটা এতে কয়েকদিনের জন্যে থামল। অবশ্য বেনিকে আদুরে দুলাল বলে টিটকারি দিতে ছাড়ল না সে। তারপর ধীরে ধীরে পুরানো ব্যবস্থাই আবার চালু হলো। বেনি থমসনের ওপরই কঠিন কাজগুলো চাপাতে শুরু করল ওয়ালডো।

যখন রক স্প্রিঙ্‌স্ স্কুল দালানে নাচ হওয়ার কথা—যেখানে সেরা রবার্টসের সাথে বেনির দেখা হওয়ার সম্ভাবনা তখনই তাকে পাঠানো হলো ইগ্‌ল্ রেস্ট লাইন ক্যাম্পের কিছু কাজে।

এলাকাটা রুক্ষ, আর এবড়োখেবড়ো—কিন্তু ওরিগনের মতই গাছে ভরা। কিন্তু প্রচুর ক্যানিয়ন রয়েছে। কিছু কিছু এলাকায় আগ্নেয়গিরির লাভা-স্রোত বয়ে গেছে। ম্যালপাই—চল্লিশ মাইল চওড়া লাভায় ঢাকা এলাকাটা ওটার পুবে। কোন ঘোড়া ওখানে যেতে পারে না—বুট পরে কেউ হাঁটলে ওটা ধারালো লাভায় কেটে ফালিফালি হতে বেশি সময় লাগে না। ভয়ানক বিপজ্জনক এলাকা—পানি ওখানে কোথাও নেই

বলেই ধারণা করা হয়। ওখানে কিছু এলাকা আপাত দৃষ্টিতে মসৃণ আর সমতল দেখায় বটে, কিন্তু ওর কোথায় যে কোন ফাঁদ পাতা রয়েছে তা কেউ বলতে পারে না। যে জায়গাটা কঠিন পাথরের মত দেখাচ্ছে সেটা হয়ত লাভার একটা বুদ্বুদের ওপর পাতলা একটা আবরণ মাত্র। কেউ ওটার ওপর পা ফেললেই হয়ত পনেরো থেকে পঞ্চাশ ফুট একটা গর্তের তলায় গিয়ে পড়বে। গোলাকার বলের মত গর্তের গা এত মসৃণ যে কারও পক্ষে ওর ভিতর থেকে বেয়ে বেরিয়ে আসা অসম্ভব।

ম্যালপাই-এ ঢোকার কয়টা পথ বেড়া দিয়ে ঘেরা। এবং গরু বা মানুষ কেউই যেন ওদিকে না ঢুকতে পারে সেজন্যে বেড়াগুলো নিয়মিত মেরামত করতে হয়।

ওখানে ওয়াটার হোলগুলো পরিষ্কার করে বেড়ার কাজ শেষ করার পর বেনির হাতে আর বিশেষ কোন কাজ রইল না। সে তার কোল্ট আর উইনচেস্টার ব্যবহার করে বেশ কিছু শিকার করল। সেটাও অবশ্য র‍্যাঞ্চেরই স্বার্থে—পাহাড়ী দুটো সিংহ আর ছয়টা নেকড়ে বাঘ মেরে চামড়াগুলো শুকাতে দিল।

এক সপ্তাহ পর পিঠে রসদ বোঝাই করা দুটো ঘোড়া নিয়ে হেরল্ড এসে হাজির হল। শক্ত কাঠামোর লোক হেরল্ড। পনেরো বছর ধরে কাউবয়ের কাজ করেছে—অভিজ্ঞ লোক।

চামড়াগুলো দেখল সে, কিন্তু কোন মন্তব্য করল না। সকালের মিষ্টি রোদে বসে সে বলল, 'বুড়ো একটু চিন্তায় পড়েছে, গুনতিতে দেখা গেছে গরু কিছু কমেছে। কেউ চুরি করছে বলেই ওর ধারণা।'

'সেরা রবার্টসের সাথে তোমার দেখা হয়েছে?'

'ওয়ালডোর সাথে ছিল নাচের হলে।' আরও কিছু বলতে গিয়েও চেপে গেল হেরল্ড। তারপর আবার বলল, 'বুড়োর বোনের মেয়ের কথা

নোমার মনে আছে? মেয়েটা র‍্যাঞ্চেই আছে। ওর নাম লেতিসিয়া।'

'ওই মেয়ে আমাদের মত কাউবয়ের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।'

'মেয়েদের কথা কিছুই বলা যায় না,' বলল হেরল্ড। 'কার কখন কাকে পছন্দ হয় তার ঠিক নেই। উঁচু দরের মেয়েরাও অনেকে সাদাসিধে হয়।'

দু'দিন পর একটা মরা গরু দেখতে পেল বেনি। নেকড়েরা ছিঁড়ে খেয়েছে বটে কিন্তু মাথায় গুলি খেয়ে মরেছে ওটা।

জন রেনির গরু ছিল ওটা। গরুকে গুলি করে মারার কারণ একটাই হতে পারে—চুরি করা বাছুরের পিছু ছাড়েনি ওটা। ঘটনাটা দু'তিনদিনের মধ্যেই ঘটেছে, অথচ সে আর হেরল্ড ছাড়া এদিকে কেউ আসেনি। ট্রেইল খুঁজে বের করতে ওকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। গোটা বারো বাছুরকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উঁচু এলাকার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আবছা চিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে ম্যালপাই-এর কাছে একটা গভীর ক্যানিয়নের রিমের ধারে ট্রেইলটা হারিয়ে গেল।

এক সপ্তাহ কাজের অছিলায় আরও চিহ্নের খোঁজে ব্যস্ত থাকল বেনি। একবার একটা নাল পরানো ঘোড়ার ছাপ চোখে পড়ল, কিন্তু কিছুদূর গিয়ে সেটাও হারাল। কেবিনে ফিরে এলাকাটার একটা খসড়া ম্যাপ আঁকল সে। ম্যাপে রিজ, খাদ, খাঁড়ি, ক্যানিয়ন যেখানে যা আছে দেখেছে সব আঁকল।

তিনটে ছোট ঝর্না লাভার ভিতরে অদৃশ্য হয়েছে। কেউ ভিতরে ঢুকে দেখতে যায়নি ওগুলো কোথায় গেছে।

প্রথমটা অনুসরণ করে দেখল ওটা হঠাৎ দক্ষিণে ঘুরে লাভার নিচে একটা গভীর গর্তে অদৃশ্য হয়েছে। দ্বিতীয় ঝর্নাটা অনুসরণ করে দেখল

ওটা একটা ছোট জলাশয়ে গিয়ে পড়েছে।

পরের দিন হেরল্ড আর ওয়ালডো এসে হাজির হলো। হেরল্ড নেকড়ের নতুন চামড়া দেখে বলল, 'শিকার ভালই চলছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু বেশি সময় পাই না।'

ওয়ালডো কিছুই বলল না। কিন্তু চারপাশ ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল। কয়েকবারই বেনি খেয়াল করল তীক্ষ্ণ নজরে ওর দিকে চেয়ে ওয়ালডো কি যেন বোঝার চেষ্টা করছে। যাওয়ার আগে হঠাৎ ঘুরে প্রশ্ন করল, 'কাউকে দেখেছ? কোন অচেনা রাইডার?'

'নাহ, এদিকে কাউকে দেখিনি,' জবাব দিলো বেনি। ওরা চলে যাওয়ার পর ভাবল হয়ত ঘোড়ার ট্র্যাক আর মরা গরুটার কথা উল্লেখ করলেই ভাল হত।

তৃতীয় দিন শেষ ঝর্নাটার ভিতর নেমে ওটা কোথায় গেছে দেখার জন্যে এগোল। অগভীর ঝর্নার এক ফুট পানিতে ধীর পায়ে নিঃশব্দে চলছে ঘোড়াটা। এক মাইল যাওয়ার পর মানুষের গলার স্বর ওর কানে এল। কথা কি হচ্ছে শুনতে না পেলেও বুঝল দুজন লোকের মধ্যে কথা হচ্ছে। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে দেখল জঙ্গলের ভিতর থেকে দুজন লোক বেরিয়ে এল। একজন মোটা থলথলে লোক, পরনে ছাই রঙের একটা শার্ট। দ্বিতীয়জন পাতলা, বুনো চেহারা—ওর নাম ইম্যানুয়েল। শহরে ওকে দেখেছে বেনি। বিপজ্জনক লোক বলে শহরের লোক ওকে সমীহ করে চলে। ওরা চলে যাওয়ার পর সাবধানে বেনি ওদের পিছু নিল।

ঝর্নার স্রোত বৃদ্ধি পেল। দ্রুত নিচে নেমে গেছে ওটা। দু'ধারে খাড়া দেয়াল। ঝর্না থেকে উঠে ক্যানিয়নের রিম ধরে এগোল সে। এক

ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। ক্যানিয়নটা আরও গভীর হয়েছে। লোক দুটোকে এখন বিন্দুর মত ছোট দেখাচ্ছে।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারদিক ভালো করে দেখল বেনি। উত্তর দক্ষিণ আর পুবে তিন দিক জুড়ে রয়েছে ম্যালপাই। মাঝেমাঝে থোকা-থোকা গাছ আর ঝোপ ভাঙা লাভার ক্ষুরের মত ধারাল ধারগুলো ঢেকে রেখেছে।

এমনও হতে পারে ওই ঝর্নাটা যেখান দিয়ে গেছে সেদিকে দূরে কোথাও একটা ঘাসে ভরা মাঠ রয়েছে যেখানে চোরাই গরুগুলোকে লুকিয়ে রাখা হচ্ছে।

কেবিনে ফিরে সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। জন রেনির সাথে আলাপ করার সময় এসেছে। ঘোড়া বদল করে র‍্যাঞ্চে ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। আবার একটা দিন লাগবে তার ফিরতে। কিন্তু মালিকের সাথে ওকে দেখা করতেই হবে।

'বাড়িতে কেউ নেই,' রাঁধুনী জানাল ওকে। 'সবাই নাচে গেছে। শুধু হেরল্ড আছে বাঙ্কহাউসে।'

বেনিকে ঢুকতে দেখে ভূত দেখার মত চমকে বিছানার ওপর উঠে বসল। 'কি ব্যাপার? তুমি এখানে?'

'তামাক ফুরিয়ে গেছিল,' মিথ্যে কথা বলল বেনি। 'শহরে কি নাচ আছে?'

আশ্বস্ত হল হেরল্ড। 'ও, বুঝেছি। কিন্তু এতে ওয়ালডো খেপে উঠবে। তোমার আসাটা উচিত হয়নি।'

'তাই নাকি? নাও তুমি তৈরি হয়ে নাও। আমরা একসাথেই শহরে যাব। সেরা রবার্টসের সাথে দেখা করতে ইচ্ছা করছে।'

একসাথে শহরের দিকে রওনা হয়ে হেরল্ড বলল, ওর ওপর

আরেকজনের দাবি রয়েছে। তোমার দূরে থাকাই ভাল।' একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, 'লোকটা ভাল ফাইটার।'

'আমিও। কাঠুরেদের ক্যাম্পে বড় হয়েছি আমি।'

শহরে পৌঁছে ঘোড়া বাঁধার সময়ে সে আবার বলল, 'সেরার সাথে তোমার ঠিক মিলবে না। তোমার উপযুক্ত সে নয়।'

ওর দিকে ঘুরে তাকাল বেনি। 'কেন? সে কি দোষ করল?'

জবাব দিতে গিয়েও চেপে গেল হেরল্ড। কাঁধ উঁচিয়ে অসহায় ভঙ্গি করে সে বলল, 'তোমার ব্যাপার, তুমি যা ভাল বোঝো করো।'

সেরা ওকে দেখে অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল। 'আরে, বেনি! আমি তো জানতাম তুমি অনেক দূরে লাইন ক্যাম্পে রয়েছ। হঠাৎ ফিরে এলে কেন?'

'কারণ আছে।' গুমর ফাঁক করল না বেনি। 'সময় হলেই জানতে পারবে।'

দ্বিতীয় নাচের সময়ে পীড়াপীড়ি শুরু করল সেরা। 'কি কারণ, বেনি? কেন ফিরে এলে?'

'গোপনীয় ব্যাপার,' বলল সে। 'শিগগিরই সব জানতে পারবে।'

'আমাকে বলো, আমি কাউকে বলব না।'

'এমন কিছু না।' গম্ভীর একটা ভাব নিল বেনি। 'কিছু গরু চোরের সন্ধান পেয়েছি আমি।'

'তুমি ওদের দেখেছ?' চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো ওর। 'তুমি—!'

একটা বিশাল হাত পড়ল ওর কাঁধে। শক্ত হতে ওকে ঘুরিয়েই ঘুসি চালাল ওয়ালডো। টলে উঠে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছিল বেনি, কিন্তু দ্বিতীয় ঘুসিটা খেয়ে চিতপাত হয়ে মেঝেতে পড়ল সে।

বেনির মাথাটা ঝিমঝিম করছে। কিন্তু তবু চট করে একটা গড়ান

দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। রাগে কঠিন হয়ে উঠেছে ওয়ালডোর মুখ। মুঠো পাকালো বেনি, কিন্তু সে কিছু করার আগেই আবার একটা শক্ত ঘুসি খেয়ে পড়ে গেল। এবার বেনি ওঠার আগেই লাথি মারার জন্যে ছুটে এল ওয়ালডো। ওঠার সময় নেই বুঝে আধবসা অবস্থাতেই ক্যাপের হাঁটু লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল। দুজনেই মেঝের ওপর পড়ল। উঠে দাঁড়িয়ে দুজনে দুজনের দিকে ঘুসি ছুঁড়তে শুরু করল। বেনির হাত লম্বায় ক্যাপের চেয়ে সামান্য ছোট হওয়ায় সে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ডান হাতে প্রচণ্ড একটা ঘুসি মারল ক্যাপের পাঁজরে। এমন ওজনের ঘুসি সে আগে কখনও খায়নি। আপনা-আপনি এক পা পিছিয়ে গেল সে। বাম হাতে মুখে একটা মেরে একটু নিচু হয়ে ডান হাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে হুক বসাল পেট আর পাঁজরের সন্ধিস্থলে।

চারপাশে লোকের ভিড় জমে উঠেছে ওদের ঘিরে। ওদের উত্তেজিত চিৎকার বেনির কানে আসছে। ভিড়ের ভিতর সেরা রবার্টসকে এক ঝলকের জন্যে দেখতে পেল। কাছেই আর একটা মুখ—ক্যানিয়নের সেই মোটা লোকটা!

ওয়ালডো আবার ছুটে এল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত প্রচণ্ড মারে কিছুটা হকচকিয়ে গেছে সে। এদিকে ক্যাপের মারে বেনির কিছুই হয়নি। এতদিনের কঠিন পরিশ্রমে সে টেক্সাসের ষাঁড়ের মতই শক্তিশালী আর চিতার মতই ক্ষিপ্র হয়ে উঠেছে। হঠাৎ নিচু হয়ে বিশাল লোকটাকে তুলে আছড়ে ফেলল সে। ধীরে উঠে দাঁড়াল ক্যাপ, কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেনির হিপ থ্রোতে আবার মেঝে কাঁপিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। ক্যাপ আবার উঠল বটে কিন্তু মুখের ওপর দু'হাতে দুটো, পরক্ষণেই পেটের ওপর একটা, আর শেষে চিবুকের ওপর প্রচণ্ড হুক খেয়ে আবার পড়ে গেল।

রক্তাক্ত মুখে ক্যাপ উঠে বসল, কিন্তু আর দাঁড়াল না। 'ঠিক আছে, বাছা। আমিই হার মানলাম।'

পিছিয়ে সরে গেল বেনি। সেরা রবার্টসকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। নিরাশ হয়ে আবার চারপাশে তাকিয়ে কামরার অন্যপাশে জন রেনি আর তার ভাগনীকে দেখতে পেল। লেতিসিয়া ওর দিকেই চেয়ে আছে। মেয়েটার মুখে হাসি। ওদিকে রওনা হতে যাচ্ছে। এই সময়ে শক্ত কিছু একটা ঠেকল ওর পিঠে। নিচু ঠাণ্ডা স্বরে কেউ পিছন থেকে বলে উঠল, 'লক্ষ্মী ছেলের মত বাইরে চলো,. বাছা, কথা আছে।'

'কিন্তু আমি–'

'এক্ষুণি! বেশি চালাকি খাটাতে যেয়ো না। মনে রেখো এটাই প্রথম নয়, আগেও আমি অনেক মানুষ মেরেছি।' যে লোকটা তার পিঠে পিস্তল ঠেকিয়েছে সে ইম্যানুয়েল। পিস্তলটা এমন কায়দায় ধরা হয়েছে যে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। নাচের হল ছেড়ে বেরিয়ে গেল ওরা। অবাক চোখে ওদের দিকে চেয়ে রইল লেতিসিয়া।

মোটা লোকটা বাইরে অপেক্ষা করছিল। বেনির আর ওদের দুজনের ঘোড়া রয়েছে ওর সাথে। নিজের ঘোড়ার দিকে এগোল বেনি। স্যাডল ব্যাগে ওর পিস্তল আর ঘোড়ার পিঠে খাপে ভরা রাইফেলটার কথা স্মরণ রেখে ঘোড়ার পিঠে ওঠার জন্যে পমেলের দিকে হাত বাড়াল সে। এই সময়ে পিস্তলের নলের আঘাত পড়ল ওর মাথায়। দ্বিতীয় আঘাতে জ্ঞান হারাল বেনি।

ঝর্নার পাথরের ওপর দিয়ে ঘোড়া চলার ঝাঁকিতে জ্ঞান ফিরল ওর। পায়ের কাছে অনুভূতি থেকে সে বুঝল তার রাইফেলটা অদৃশ্য হয়েছে। ঘোড়ার পেটের নিচ দিয়ে ওর পা দুটো একসাথে বাঁধা। কব্জি দুটো বাঁধা রয়েছে পমেলের সাথে।

মাথার ভিতর অসহ্য ব্যথায় কিছুক্ষণ পরে আবার জ্ঞান হারাল সে। ওকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে কেবিনের দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসানোর সময়ে আবার জ্ঞান ফিরল। সবুজ ঘাসে ভরা লম্বা একটা উপত্যকায় তৈরি করা হয়েছে ওই কেবিন। ম্যালপাই-এর লাভায় ঘেরা চারপাশ।

তৃতীয় একটা লোক রয়েছে কেবিনে। আগের একটা রাউন্ড-আপ ক্যাম্প থেকে ওকে রাঁধুনী ফ্রেড বলে চেনে বেনি। 'খেয়ে নাও,' বলল সে।

সবাই নীরব। খাচ্ছে। ইম্যানুয়েল খাওয়ার মাঝেও বেনির ওপর নজর রেখেছে। ফ্রেড আর মোটা লোকটা সশব্দে খাচ্ছে। 'তুমি এই জায়গার কথা কাউকে বলেছ?' জানতে চাইল ইম্যানুয়েল।

'হয়ত বলে থাকতে পারি,' বলল বেনি। 'মনে নেই।'

'ঘোড়া আসছে,' হঠাৎ বলে উঠল ইম্যানুয়েল। 'রবার্টস, দেখো কে আসছে।'

আড়ষ্ট হলো বেনি। রবার্টস! অর্থাৎ সেরার বাবা! ওর মনের একটা অংশের মৃত্যু ঘটল। খাবারের দিকে চেয়ে বসে রইল সে—খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। তাহলে সেরাই এই লোকগুলোকে জানিয়েছে। এখন বোঝা যাচ্ছে কেন মেয়েটার এত কৌতূহল ছিল জানার। এই কারণেই র‍্যাঞ্চের মালিক জনের সাথে কথা বলার আগেই তাকে তাড়াহুড়া করে উঠিয়ে আনা হয়েছে।

উইনচেস্টার হাতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রবার্টস। ভিতর দিকে মাথা ফিরিয়ে সে বলল, 'বস্ আসছে।'

কঠিন একটা চেনা স্বর শুনতে পেল বেনি। পরক্ষণেই হেরল্ডকে দেখতে পেল দরজায়।

'হ্যালো, বেনি। তোমাকে দেখে খুশি হতে পারলাম না।' একটু হাসল হেরল্ড। নিরানন্দ হাসি।

'তোমাকে গরুচোর বলে ভাবতেই পারিনি।

'মাসে চল্লিশ ডলার রোজগার করে কেউ ধনী হতে পারে না, বেনি।' দেয়ালের কাছে গোড়ালির ওপর বসল সে। 'আমাদের আর একজন লোক দরকার।' একটা সিগারেট ধরাল হেরল্ড। ওকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছে। 'তোমার কি মত?'

দুই কূল রক্ষা করে এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই। বেনি বুঝতে পারছে হয় তাকে দলে যোদ দিতে হবে, নইলে মরতে হবে। তৃতীয় কোন পথ নেই।

'ঠাট্টা করছ?' শ্লেষের সুরে বলল বেনি। 'আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না তুমি শুরু থেকেই কেন আমাকে বলোনি।' এবার সে শান্ত স্বরে মিথ্যে বলল, 'আমি নিজেও কিছু গরু সরাবার ফিকিরে ছিলাম, কিন্তু সরাবার কোন নিরাপদ রাস্তা খুঁজে পাইনি।'

খুশি হলো হেরল্ড। 'এই তো আমার মনের মত কথা বলেছ। আর বের করার রাস্তা? সে ব্যবস্থা আমাদের আছে।'

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইম্যানুয়েল। 'তোমার কথা জানি না, কিন্তু ও যদি কোন ঘাপলা করার চেষ্টা করে তবে নিজের হাতে আমি ওকে শায়েস্তা করব!'

'ঠিক আছে, তাই হবে, ইম্যানুয়েল।' কঠিন চোখে ওকে দেখল হেরল্ড। 'কিন্তু কিছু করার আগে নিজে নিশ্চিত হয়ে নিও।'

ওরা প্রায় চারশো চোরাই গরু একসাথে জড় করেছে, এবং রওনা হওয়ার জন্যে ওরা প্রায় প্রস্তুত। কিন্তু বেনির পিস্তল বা রাইফেল ওকে ফেরত দেয়া হলো না। সেও স্যাডল-ব্যাগের ভিতর থেকে বাড়তি

পিস্তলটা বের করার কোন চেষ্টা করল না।

পরের দিন দুপুরে রবার্টস হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলো। ওকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে। 'জনের ভাগনী লেতিসিয়া ঘোড়ার পিঠে এদিকেই আসছে!'

চট করে উঠে দাঁড়াল ইম্যানুয়েল। 'হেরল্ড, ব্যাপারটা আমার কাছে ভাল ঠেকছে না!'

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ফ্রেড। ওখান থেকে মেয়েটাকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। 'এতে আমাদের কি ক্ষতি হবে? মেয়েটা যখন এসেই পড়েছে, ওকে না ফিরতে দিলেই হল! এই জায়গাটা কেউ কোনদিন খুঁজে পায়নি। এখনও পাবে বলে আমার মনে হয় না।'

'কিন্তু আমি জানতে চাই মেয়েটা কিভাবে খুঁজে পেল,' তিক্ত স্বরে বলল ইম্যানুয়েল।

'হয়ত বেনিকে অনুসরণ করেছে।' হেরল্ডকে একটু বিব্রত দেখাচ্ছে। 'মেয়েটা ওকে পছন্দ করে।

কালো মেয়ার ঘোড়াটার পিঠে হাসি মুখে এগিয়ে এল মেয়েটা। 'হ্যালো, বেনি! হ্যালো, হেরল্ড! ওহ, তোমাদের দেখে খুব খুশি হলাম! আমি তো ভেবেছিলাম বুঝি হারিয়েই গেলাম।'

'তুমি হঠাৎ এদিকে কি মনে করে এলে?' প্রশ্ন করল হেরল্ড। বিভ্রান্ত বোধ করছে সে। মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে এখানে যে বেআইনী কিছু হচ্ছে সে সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই নেই। পুবের মেয়ে এসব জানবেই বা কিভাবে? কিন্তু অন্যদিকে পুবের মেয়ে এখানে কিভাবে পৌঁছল?

'আঙ্কেল রেনি পকেটপয়েন্টে এসেছিল,' নিজেই ব্যাখ্যা দিল

মেয়েটা, 'ভাবলাম ইগ্‌ল্‌স্‌ নেস্ট যখন বেশি দূরে নয় হঠাৎ হাজির হয়ে বেনিকে অবাক করে দিই। কিন্তু রাস্তা হারিয়ে ফেললাম। পরে কয়েকটা ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখে অনুসরণ করলাম। ওই ক্যানিয়নে ঢুকে তো আমি ভয়ই পেয়ে গেছিলাম—কিন্তু বেরোবার কোন রাস্তা নেই দেখে এগিয়ে আসতেই হলো।'

চারপাশে তাকিয়ে দেখল মেয়েটা। 'তাহলে এটাই তোমাদের ঈগ্‌ল্‌স্‌ রেস্ট?'

অমঙ্গল আশঙ্কায় বেনি থমসনের মুখ শুকিয়ে গেছে। ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে রবার্টস। ইম্যানুয়েল একেবারে তাজ্জব বনে গেছে, হেরল্ডও তাই। তবু হেরল্ডকে একটু আশ্বস্ত দেখাচ্ছে। খুনী নয় হেরল্ড—কোন মেয়ে ক্ষতি করার মত নীচ মানুষও সে নয়। সহজ সমাধানের একটা উপায় পাওয়া গেছে এতে। মেয়েটা যদি কিছুই না বোঝে—টের না পায়—

হাসিমুখে সোজা বেনির দিকে এগিয়ে গেল মেয়েটা। 'তোমার একি চেহারা হয়েছে? গলার রুমালটাও সিধে নেই। দেখি, আমি ঠিক করে দিই।' হাত বাড়িয়ে রুমালটা ঘুরিয়ে ঠিক করল লেতিসিয়া। একটা ভাঁজ করা কাগজ রুমালের ভিতর গুঁজে দেয়া হলো টের পেল বেনি। 'তুমি আমাকে পকেটপয়েন্টে পৌঁছে দিয়ে আসবে?'

'আমার এখানে কাজ রয়েছে,' বলল বেনি। 'কিন্তু হয়ত হেরল্ড তোমাকে পৌঁছে দিতে পারবে।'

ঘাড় চুলকে কাগজটা বের করে সুযোগ বুঝে ওটা এক ফাঁকে দেখল বেনি। ওটা ঈগ্‌ল্‌স্‌ নেস্টে আঁকা তারই ম্যাপ। ওর ওপর তার লেখা কিছু নোটও রয়েছে। তাহলে মেয়েটা জানে সে কোথায় আছে! অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল সে। এমন শান্ত চেহারা কিভাবে বজায়

রেখেছে ও? মনে হচ্ছে যেন কিছুই বোঝে না—নিষ্পাপ।

একটা সিগারেট তৈরি করতে শুরু করল সে। দ্রুত পরিস্থিতিটা নিয়ে ভাবছে সে। হেরল্ড হয়ত লেতিসিয়াকে এখান থেকে বের করে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে। একটা মেয়ের সাথে ওকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু আর কারও বিশ্বাস নেই। আড়চোখে স্যাডল-ব্যাগটার দূরত্বটা মনেমনে মেপে দেখল। লাভ নেই। ওটা খোলার আগেই সে খুন হয়ে যাবে। যদি···ইতস্তত করছে সে। যদি খুব সাবধানে কাজ করা যায়—

হেরল্ড, রবার্টস আর ইম্যানুয়েল একপাশে সরে গেছে। নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে ওরা। বেনির দিকে আড়চোখে তাকাল লেতিসিয়া। 'আমার ভয় হচ্ছিল তোমাকে হয়ত খুঁজে পাব না,' নিচু স্বরে বলল সে।

ফ্রেড ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু ওই কথার দু'রকম মানে হয়।

'জন রেনি তোমার জন্যে দুশ্চিন্তায় থাকবে না?'

'হ্যাঁ, তা হয়ত করবে। তবে আমি'— এবার সোজা ওর দিকে তাকাল লেতিসিয়া—'কেবিনে একটা নোট লিখে রেখে এসেছি।'

কেবিনে নোট লিখে রেখে এসেছে! তাহলে বাঁচার একটা পথ হতে পারে!'

হঠাৎ মুখ খুলল ফ্রেড। 'ইম্যানুয়েল,' বলল সে, 'ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখা দরকার। এই মেয়ের বুটে লাল মাটির কাদা লেগে রয়েছে। ঈগ্‌ল্‌স্ নেস্ট ছাড়া এদিকে আর কোথাও লাল মাটি নেই।'

বেনি অনুভব করল ওর মুখের ভিতরটা শুকিয়ে যাচ্ছে। দেখল মেয়েটার মুখ রক্তশূন্য হয়ে ফেকাসে হল। শান্ত স্বরে সে বলল, 'তুমি

আবোল-তাবোল বকছ ফ্রেড। পকেটপয়েন্ট কেবিনের পিছনেই লাল মাটি রয়েছে।'

রবার্টেসের দিকে তাকাল ইম্যানুয়েল। 'আছে? তুমি তো ওখানে গেছ?'

'গেছি, এটা ঠিক। কিন্তু মনে করতে পারছি না!'

ইম্যানুয়েলের চোখ কঠিন হল। সামান্য একটু ঘুরে হেরল্ডের দিকে ফিরল সে। বিপদের গন্ধ পেয়ে হেরল্ডের পাশ থেকে সরে গেল রবার্টস। কিন্তু ইম্যানুয়েলের প্রতি ফ্রেডের আনুগত্য সুস্পষ্ট।

'তোমার জন্যে একটা উপহার আছে, লেতিসিয়া।' নীরবতা ভঙ্গ করে একটু জোরেই কথাটা বলল বেনি। 'প্রথম সুযোগেই তোমাকে দেব বলে স্যাডল-ব্যাগেই রেখেছি—একটা বড় অ্যাগেট পাথর।

হেঁটে স্যাডল-ব্যাগের দিকে এগোল সে। পিছনে ইম্যানুয়েলকে বলতে শুনল, 'এখন আর মেয়েটাকে ছাড়া যাবে না, হেরল্ড।'

'বোকার মত কথা বোলো না!' হেরল্ডের স্বরে রাগ সুস্পষ্ট। 'গরু চুরি করে হয়ত পার পাওয়া যাবে, কিন্তু এমন একজন মেয়ের ক্ষতি করলে পশ্চিমে কোথাও আমরা লুকাবার ঠাঁই পাব না!'

'আমি ঝুঁকি নেব। কিন্তু মেয়েটাকে যেতে দিলে আমরা শেষ। এতদিনের কাজ সবই বৃথা হবে।'

'ওকে রেখে দাও,' বলল ফ্রেড। 'আমাদের সঙ্গ দিতে পারবে।' অশ্লীল ইঙ্গিত করে হেরল্ডের দিকে চেয়ে চোখ টিপল সে।

ইম্যানুয়েলের ওপর সবার চোখ। কারণ কোন গোলমাল বাধলে সেটা ওখান থেকেই শুরু হবে। দ্রুত হাত চালিয়ে স্যাডল-ব্যাগ থেকে কোল্ড .৪৪টা বের করে পিস্তলটা দেহের আড়ালে রেখে ঘুরে দাঁড়াল বেনি।

'মেয়েটা যাবে,' জোর দিয়ে বলল হেরল্ড। 'তাতে গরু চুরি ব্যর্থ

হলেও যাবে!'

'আমি মরার আগে তা হবে না!' বলেই পিস্তল বের করার জন্যে হাত বাড়াল ইম্যানুয়েল।

ফ্রেডিও তার পিস্তল বের করে ফেলল। চিৎকার করে উঠল বেনি। রাঁধুনী বেনির দিকে ফিরল। পিস্তল তুলে ওকে গুলি করে রবার্টসের দিকে কোল্টের মুখ ফেরাল সে। দু'হাত শূন্যে তুলে পিছিয়ে গেল রবার্টস।

পিস্তলের গর্জন চলছে। ঘুরে তাকাল বেনি। হেরল্ড পড়ে আছে মাটিতে। ইম্যানুয়েল হেরল্ডের গুলিতে আহত হয়ে টলছে। 'ফ্রেড আর আমি প্ল্যান করে হেরল্ডকে শেষ করতে চেয়েছিলাম—সুযোগও পেলাম কিন্তু তুমি—!' বেনির দিকে পিস্তল তুলল সে। গুলি করল বেনি—তারপর আবার। পড়ে উল্টে গেল ইম্যানুয়েল।

রবার্টসের দিকে ফিরল বেনি। 'গান বেল্ট খুলে ফেলো!' ওর গলার স্বর কঠিন। 'এবার ভিতরে গিয়ে কিছু গরম পানি নিয়ে এসো!'

দ্রুত লেতিসিয়ার কাছে ছুটে গেল বেনি। 'তুমি ঠিক আছ?'

মুখটা ফেকাসে, চোখ দুটো বিস্ফারিত, ভীত। 'ঠিক আছি,' ফিসফিস করে বলল সে। 'আমি সামলে নেব।'

ছুটে হেরল্ডের পাশে গিয়ে ওকে পরীক্ষা করে দেখল বেনি। হাত-পা ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছে লোকটা। দুটো গুলি খেয়েছে সে। একটা বুকে, একটা পাশে। কিন্তু এখনও বেঁচে আছে···

চারজন কর্মচারী নিয়ে জন রেনি একঘণ্টা পরেই এসে পৌঁছল। মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে একটু থমকে দ্রুত এগিয়ে এল। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামতেই ছুটে গিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরল লেতিসিয়া।

দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল বেনি। 'হেরল্ড আর আমি কিছু

গরুচোরের সাথে লড়েছি,' বলল সে। 'হেরল্ড আহত হয়েছে, কিন্তু কপাল ভাল থাকলে সে বেঁচে যাবে।'

একহাতে ভাগনীকে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে এল জন। 'ইম্যানুয়েল তোমাকে নিয়ে আসার সময়ে লেতিসিয়া ঘটনাটা দেখেছিল। কিন্তু আমরা ভেবেছিলাম সে মিছেমিছি দুর্ভাবনা করছে। আমাদের বিশ্বাস করাতে না পেরে সে একাই রওনা হয়েছিল। স্বভাবতই আমরা ওর ট্রেইল ধরে অনুসরণ করলাম···কেবিনে পৌঁছে ওর লেখা নোটের সাথে ওর আঁকা একটা খসড়া ম্যাপও পেলাম।'

রবার্টসকে দেখে গম্ভীর হল জন। 'ও এখানে কি করছে?'

শান্ত স্বরে ব্যাখ্যা দিল বেনি। 'গরু চোরের দলেই ছিল সে। কিন্তু লেতিসিয়ার নিরাপত্তা নিয়ে যখন কথা উঠল সে সরে দাঁড়িয়েছিল। ফাইটেও সে অংশ নেয়নি। আমি ওকে বলেছি আর কখনও এসবে জড়াবে না বলে কথা দিলে ওকে আমরা ছেড়ে দেব।'

কেবিনের ভিতরে হেরল্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে বেনি আর লেতিসিয়া। জ্ঞান হারায়নি সে। চোখ খুলে তাকাল লোকটা। 'আমার সম্পর্কে তুমি কি বলেছ তা আমি শুনেছি। সত্যিই বড় মনের পরিচয় তুমি দিয়েছ। ধন্যবাদ।'

'তুমি জলদি সেরে ওঠো, র‍্যাঞ্চে তোমার মত অভিজ্ঞ লোক দরকার,' নিচু স্বরে বলল বেনি। 'মালিকের কাছে জানলাম ওয়ালডোকে বিদায় করে দিয়েছে সে। আমার কাজে খুশি হয়ে আমাকেই ফোরম্যান করা হয়েছে। এখন থেকে তুমি আমার হয়ে কাজ করবে।'

'আমাদের হয়ে,' সংশোধন করল লেতিসিয়া। 'যতদিন তোমার খুশি।'

অল্প একটু হাসল হেরল্ড। 'মনে আছে আমি কি বলেছিলাম? উঁচু জাতের কিছু মেয়েও সাদাসিধে হয়!'

কলোরাডো কিড্

'আমার একটা কথা রাখলে বুঝব তুমি আমায় সত্যিই ভালবাস। বলো রাখবে?' কলোরাডো কিডের দিকে আড়চোখে চেয়ে আবদার জানাল ওয়ানিতা লী।

'রোজ নতুন করে প্রমাণ দিতে হবে?' হাসতে হাসতে অনুযোগ করল সে। 'শুনি, তোমার কি চাই?' প্রেমিকার আড়চোখের প্রেম-মাখা তীরে ঘায়েল হল কিড।

'না, আগে কথা দাও, তারপর বলব।' অভিমানে মুখ ফিরিয়ে বসল সে।

মেয়েটা এক কথায় আগুন। ওর দেহের প্রতিটি বাঁক কমনীয় ঐশ্বর্যে ভরপুর। আশপাশের পাঁচটা কাউন্টিতে ওর কোন জুড়ি নেই।

'না জেনে কি করে কথা দিই?' বলেই ভুল হয়েছে বুঝে তাড়াতাড়ি আবার বলল, 'আচ্ছা, কথা দিলাম! বলো, কি চাই?'

'জন্মদিনে আমাকে ফুল এনে দিতে হবে।'

'ফুল?' আকাশ ভেঙে পড়ল ওর মাথায়। 'এই অসময়ে আমি ফুল কোথায় পাব?' হাত নেড়ে পুরো পিকনিক এলাকার দিকে দেখাল সে। 'চেয়ে দেখো। ঘাসের একটা কোনাও সবুজ নেই। গত আট মাসে এদিকে একফোঁটা বৃষ্টি হয়নি—খরায় সব জ্বলে গেছে। ফুল কোথাও

পাওয়া যাবে না।'

'কেন?' খেপে উঠল ওয়ানিতা। 'ইংলিশ নাইটরা প্রেয়সীর মুখে হাসি ফোটাতে কত কীই না করেছে। আর তুমি সামান্য কয়টা ফুল আনতে পারবে না! একটা পুরুষ কোন মেয়েকে সত্যিসত্যি ভালবাসলে তার জন্যে সে সব পারে!'

রাগলে ওয়ানিতাকে আরও সুন্দর দেখায়। মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে কলোরাডো কিড। কথাগুলো কানে যাচ্ছে, কিন্তু মগজে ঢুকছে না।

'শোনো, পারসি! আমাকে ভালবাসলে...!'

শ্-শ্-শ! আস্তে! ওই ডাকে চমকে সংবিৎ ফিরে পেল কিড্। 'নামটা কেউ শুনে ফেললে খেপিয়েই আমাকে দেশছাড়া করবে। আমাকে পারসি ছাড়া অন্য যে কোন নামে ডেকো।'

'কেন? তোমার বাপ-মায়ের দেয়া নাম পারসি গ্রেহাম নয়? আমি তো এতে দোষের কিছু দেখি না? সুন্দর নাম। যাক সে কথা'—আগের কথায় ফিরে এল মেয়েটা—'আমাকে যদি সত্যিই ভালবাস, যেভাবে হোক ফুল তোমাকে আনতেই হবে। মেয়েদের জটলায় আমি গর্ব করে বলেছি জন্মদিনে তুমি আমাকে ফুল এনে দেবে। শুনে ওরা মুখ টিপে হেসেছে! চ্যালেঞ্জ করে বলেছে এদিকে কোথাও ফুল পাওয়া যাবে না। এখন তুমি ফুল এনে না দিলে আমার আর মান থাকবে না।'

একটা সিগারেট রোল করে ধরাল কলোরাডো কিড। নারী। কি বিচিত্র গতিতেই না চলে ওদের মন। ওয়ানিতা যে-সব বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় তা কারও কল্পনাতেও আসবে না। নানান ধরনের রোমান্টিক নভেল ওর মাথা খেয়েছে। সে চায় তার প্রেমিক রূপকথার নায়কের মত সাদা ঘোড়ায় চড়ে অসম্ভব সব কাজ করে বেড়াক।

কিডও যে তা করবে না এমন নয়। যতটা সম্ভব সে করে। এই মুহূর্তে ওয়ানিতার সাথে পিকনিকে আসার বদলে পসির সাথে বাড্ পরিবারের আউটল তিন ভাইকে ধরতে যাওয়া বেশি জরুরী ছিল। মাত্র পনেরো মাইল দূরে পাহাড়ের ঢালে ট্রেন থামিয়ে ড্রাইভার আর গার্ডকে খুন করে ওরা চল্লিশ হাজার ডলার লুট করে নিয়ে গেছে। সরকারি পক্ষ থেকে আগেই ওদের আউট-ল ঘোষণা ক'রে, ছোট দু'ভাই কলিন আর কীথের জন্যে মাথা পিছু এক হাজার আর দলের মাথা বিলের জন্যে চার হাজার ডলার পুরস্কার বরাদ্দ করা হয়েছে।

ওই টাকাটা পেলে কিছু জমি আর গরু কিনে ওয়ানিতাকে নিয়ে সে সুন্দর একটা সংসার পেতে বসতে পারত। এবং ওর অভিজ্ঞ পরিচালনায় অল্পদিনেই আর্থিক অবস্থার অনেক উন্নতি হত। কিন্তু না, আউটলদের ধরার চেষ্টা বাদ দিয়ে এখন তাকে ফুলের খোঁজে বেরোতে হবে!

'তোমাকে কঠিন কিছু করতে বলিনি,' বলে চলল ওয়ানিতা। 'তোমার তো সারাদিন কেবল একটাই চিন্তা—কেমন করে কোন আউটলকে গুলি করে মারবে! তোমার লজ্জা হওয়া উচিত, পারসি!'

কুঁকড়ে কাঁচুমাচু হয়ে কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল সে, কিন্তু মেয়েটার কথার তোড়ে সুযোগ পেল না।

'আমার জন্ম দিনে ফুল না আনতে পারলে আমি তোমার সাথে আর কথা বলব না! কোনদিনও না!'

'আহ্ হা, চটছ কেন?' প্রতিবাদ করল কিড। 'শেরিফই তো আমাকে ওই আউটলদের ধরে আনার জন্যে বিশেষ অনুরোধ করেছিল। না গেলে সবাই ভাববে আমি বাড ব্রাদার্সদের নামডাক শুনে ভয়েই যাইনি।'

'শুনে রাখো, পারসি গ্রেহাম! ফুল না আনলে আমাদের সম্পর্ক এখানেই শেষ! বুঝব তুমি আমাকে ভালবাস না। আমি কোন কথা বললেই তোমার অন্য কাজের কথা মনে পড়ে যায়! আমাকে পেতে হলে ফুল আনার আগে কোন গোলাগুলির মধ্যে জড়াবে না—নইলে তোমাকে আর মুখই দেখাব না আমি!'

চার ফুট নয় ইঞ্চির ওয়ানিতা লী জলজ্যান্ত কামনার আগুন। মাঝে-মাঝে ওর অবুঝ মেয়েলিপনায় অস্থির হয়ে ওঠে কিড, রাগও হয়—কিন্তু ওকে হারাবার কথা ভাবলেই মনটা দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই অনেক অন্যায় আবদার ওকে মুখ বুজেই সইতে হয়।

কলোরাডো কিড লম্বায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। চওড়া কাঁধের ওপর শক্তপেশীর গোছা। দেহের কোথাও এতটুকু মেদ নেই। কোঁকড়া কালো চুল, সহজ সুন্দর ব্যবহার আর হাসি—সব মিলিয়ে সুপাত্র হিসেবে মেয়ে মহলে সে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই মুহূর্তে প্রেমিক পারসিকে দেখে কেউ আঁচ করতে পারবে না যে সে-ই কলোরাডো কিড। ঘোড়ার পিঠে আখরোট কাঠের বাঁটওয়ালা যে ·৪৪ পিস্তলটা জিনের সাথে কালো খাপে ঝুলছে, সেটাই পারসির হাতে হয়ে ওঠে রকি মাউনটিন এলাকার সব থেকে ক্ষিপ্র আর মারাত্মক অস্ত্র। তাই নিজের নামের বদলে কলোরাডো কিড নামেই সে বেশি পরিচিত।

'ঠিক আছে,' মেনে নিল সে। 'তোমার ফুল আমি এনে দেব।'

ওয়ানিতার নিকট সান্নিধ্যের উষ্ণতায় কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল এখন আর তা মনে হচ্ছে না। ফুল! বিশ মাইলের মধ্যে প্রত্যেকটা ওয়াটারহোল এখন জলশূন্য। তলার কাদামাটিও রোদের তাপে শুকিয়ে ফুটিফাটা হয়েছে। দু'মাস হল খাঁড়ির ধারাও উবে গেছে। তাড়াহুড়ো করেও যেসব গরু বিক্রি করা যায়নি সেগুলো একটা

একটা করে মরতে শুরু করেছে। গাছের পাতার কিনারগুলো শুকিয়ে কড়কড়ে হয়ে বাদামী রঙ নিয়েছে।

ফুল! মুখ কুঁচকে ভাবছে সে। বিধবা হেনেলির বাগান করার শখ আছে। ওখানে অনেক রকম ফুলের বাহার দেখা যায়। হয়ত…

কিডের বাদামী রঙের স্ট্যালিয়নটা পাহাড়ের চড়াই উতরাই পেরিয়ে দ্রুত ফাইভ ডায়মন্ড র‍্যাঞ্চের দিকে ছুটে চলেছে। ওখানে এল্‌ম্ গাছের ছায়ায় মিসেস হেনেলির বাগান। কিন্তু পৌঁছানোর আগেই আঁচ করল হয়ত ওকে হতাশ হতে হবে। দূর থেকে এল্‌ম্ গাছগুলোকে কেমন যেন রোদে বিবর্ণ আর ন্যাড়া দেখাচ্ছে।

'এখানে কাজ হবে না!' একশো আশি পাউন্ড ওজনের ছ'ফুট লম্বা মহিলা হাসতে হাসতে গেটের কাছে এগিয়ে এল। 'কোন ফুলই তুমি এখানে পাবে না, বাছা!'

'আমি…আমি যে…' কথা জোগাচ্ছে না ওর মুখে। সে এতদূর পথ কেন এসেছে তা কিভাবে জানল মিসেস হেনেলি?

'না, মিষ্টি কথায় ভুলিয়েও কোন লাভ নেই। এবছর ফুলই হয়নি। একটা দুটো যা হয়েছিল তাও রোদে শুকিয়ে ঝরে গেছে। তোমার জন্যে এত ফুল কে জোগাবে?'

'তুমি…তুমি কি করে জানলে?'

'জানব না? তোমার ওয়ানিতাই তো ঢোল পিটিয়ে সবাইকে বলে বেড়িয়েছে! বলেছে ঘর সাজাবার জন্যে তুমি ওকে অনেক ফুল এনে দেবে!'

হতাশ চোখে ফুলের বাগানটার দিকে তাকাল কিড। রোদের তাপে নেতিয়ে পড়েছে গাছগুলো।

রকি মাউনটিন সেলুনের সুইঙ্ ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকল কলোরাডো

কিড। ভেতরে আধডজন লোক। সবাই চোখ তুলে ওকে দেখল।

'রাই!' হুইস্কির অর্ডার দিল সে।

'কি ব্যাপার?' বুড়ো হিগিন পিটপিটে চোখে চেয়ে প্রশ্ন করল। 'তুমি বাড গোষ্ঠীর ছেলেদের ধাওয়া করে যাওনি? নাকি ওদের নামডাকেই দমে গেলে?'

কঠিন চোখে ওর দিকে তাকাল কিড। 'ওয়ানিতাকে ফুল এনে দেয়ার কথা দিয়ে ফেঁসে গেছি,' বলল সে। কিন্তু অযুহাতটা খেলো শোনাল। 'তাছাড়া আপাতত আমার গোলাগুলিতে জড়ানোর ওপরও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।'

'মেয়েরা ওই রকমই,' দার্শনিক রায় দিল সেলুনের মালিক। 'প্রেমে পড়েই প্রেমিককে মনের মত করে গড়ে নেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগে। কিন্তু বদলানোর পর আর তাকে ভাল লাগে না। অনেক দেখলাম, এটাই চিরাচরিত নিয়ম।'

কথার মোড় ঘোরাল ফ্রেড। 'আমি শুনেছি ওয়েল্‌স্‌ভিলের একজন অর্ডার দিয়ে ফুল আনায়।'

'ততদিনে সব শুকিয়ে যাবে।' বিপক্ষে যুক্তি দেখাল বারের মালিক। 'ওয়ানিতার চাই তাজা ফুল।'

'ও তুমি কোথাও পাবে না!' কিডের কঠিন সমস্যায় উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠল হিগিন। 'মিছে ফুলের আশায় না ছুটে সাহসে কুলালে বাডদের পিছু নাও। ধরতে পারলে কিছু টাকা পাবে।'

অসহায় রাগে রাইয়ের গ্লাসটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে কলোরাডো কিড। যেন গ্লাসটারই সব দোষ। চিন্তাগুলো গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে সে। এদিককার সমতল ভূমিতে কোথাও ফুল পাওয়া যাবে না—সব শুকিয়ে গেছে। তাহলে উপায় কি?

মাঝবয়সী একটা বিশাল লোক টেবিল ছেড়ে কিডের পাশে এসে থামল। মুখে একগাল দাড়ি। পরনে তেল-চিটচিটে একটা বাকস্কিন শার্ট।

'আমি বিগ নেড,' পরিচয় দিল সে। 'প্রসপেক্টর। ফুল নিয়ে তোমাদের আলাপ শুনলাম। ব্লু মাউনটিনে তুমি অনেক ফুল পাবে। ওদিকে খরা নেই। চারদিক সবুজ আর সুন্দর।'

'ধন্যবাদ।' সোজা হয়ে দাঁড়াল কিড। আশায় ভরে উঠেছে মন। তারপর দাঙ্গায় জড়ানো সম্পর্কে ওয়ানিতার সাবধানবাণী মনে পড়ায় একটু ইতস্তত করে বলল, 'ওদিকে বিপদের আশঙ্কা নেই তো? এ যাত্রা আমি কোন ঝামেলায় জড়াতে চাই না।'

সশব্দে হেসে উঠল নেড। 'ওদিকে মানুষই নেই, ঝামেলা করবে কে? ক্বচিত হয়ত কোন যাযাবর ইন্ডিয়ানের দেখা মিলতে পারে। রবার্স রূস্ট অনেক উত্তরে—এত নিচে ওরা আসে না। আমি যতদিন ছিলাম, কারও দেখা পাইনি।'

সারাদিন পথ চলার পর বিকেল হয়ে আসছে। আকাশের গায়ে পাহাড়ের চূড়াগুলো কালো হয়ে ফুটে আছে। বিজন রুক্ষ এলাকাটা রোদে পুড়ে আরও কঠিন হয়েছে। কোথাও পানির চিহ্নমাত্র নেই। শুকনো জায়গায় ক্যাম্প করতে চায় না, তাই এগিয়ে চলল কিড।

নেড বলেছিল ব্লু মাউনটিনস-এ খরার প্রভাব পড়েনি। পুবের ঢালে রয়েছে ঘাস। আর রিজ পেরিয়ে পশ্চিমের ঢালে নামলে দেখা যাবে অপরূপ সবুজ বন আর নানা রঙের বুনো ফুলের সমারোহ।

রকি পর্বতমালা উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত একটা লম্বা ভাঁজ ফেলে পুরো মহাদেশটাকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। তাই ওটা 'কনটিনেন্টাল ডিভাইড' বা শুধু 'ডিভাইড' নামেই বেশি পরিচিত। ওখান থেকে

পশ্চিম ঢালের নদী প্রশান্ত মহাসাগরে আর পুবেরগুলো আটলান্টিকে গিয়ে পড়েছে।

সারাদিনে কোন মানুষ বা ঘোড়ার নালের ছাপ দেখেনি কলোরাডো কিড। এমনকি কোন ইন্ডিয়ান টাট্টুর নালবিহীন ছাপও না। নিঃসঙ্গ, গা-শিরশির-করা পরিবেশ। অস্বস্তিভরে বারবার ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাচ্ছে কিড।

পাহাড়গুলো ধরে এগিয়ে এল। ঢাল বেয়ে উপরে উঠছে স্ট্যালিয়নটা। একটা আবছা ট্রেইল কিডের চোখে পড়ল। পুরানো ইন্ডিয়ান ট্রেইল। হয়ত গত কয়েক শো বছর ব্যবহৃত হয়নি। ছোট-ছোট পাথরের স্তূপ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে পথটাকে। পশ্চিমের মরুভূমিতে ওরকম ইন্ডিয়ান চিহ্ন সে আগেও দেখেছে।

রসাল সবুজ ঘাস স্ট্যালিয়নটার পছন্দ হয়েছে। হেঁটে এগোতে গিয়ে মাঝেমাঝে মাথা নিচু করে দু'এক গাল খেয়ে নিচ্ছে। একটা গ্রাউস্ পাখি প্রায় ওর খুরের তলা থেকে উড়ে পালাল। একবার দুটো ব্ল্যাক-টেইল হরিণ সাড়া পেয়ে চমকে ছুটে গজ দশেক গিয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখল সত্যিই ভয়ের কিছু আছে কিনা।

সামনে পাহাড়ের গায়ে খাঁজ দেখা যাচ্ছে। হয়ত ওদিক দিয়ে পাহাড়ের ওপাশে পৌঁছবার একটা সহজ পথ থাকতে পারে ভেবে ওদিকে এগোল কিড। অল্প একটু গিয়েই লাগাম টেনে থেমে তীক্ষ্ণ চোখে মাটির দিকে তাকাল।

তিনটে ঘোড়া উত্তর থেকে ঝড়ের বেগে এসে ওই খাঁজেই ঢুকেছে। পায়ের ছাপগুলো একেবারে তাজা!

'ব্যাপারটা কি?' আপন মনেই বিড়বিড় করল কিড। 'এ বিজন এলাকায় মানুষ! যাক, মন্দ কি, সঙ্গ পাওয়া যাবে।'

তবু সতর্কতার সাথে এগোল সে। বলা যায় না, এইসব এলাকার আরোহী ভাল লোক নাও হতে পারে। উত্তর-পশ্চিমে ক্যানিয়নগুলোর ভিতর বিশেষ একটা এলাকা রবার্স রুস্ট নামে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠছে। বিভিন্ন ব্র্যান্ডের গরু আর ঘোড়া মাঝেমাঝে ওই এলাকা দিয়ে পাচার করা হয়। ওখানকার কঠিন চেহারার বাসিন্দারা সাধারণত ট্রেইল এড়িয়ে চলে। ওখানে একটা নিজস্ব সমাজ গড়ে তুলেছে ওরা। ওখানকার রীতিনীতিও স্বতন্ত্র, অদ্ভুত।

ক্যানিয়নের কোনাগুলোতে ঘনিয়ে-আসা সন্ধ্যার কালো ছায়া জমাট বেঁধে উঠছে। খাঁজের পশ্চিম মুখের কাছে পৌঁছে গেল কিড। স্ট্যালিয়নটা সারাদিন পথ চলে ক্লান্ত হলেও সে এখন সামনের দিকে কান খাড়া করে হাঁটছে। কলোরাডো কিডের মনে হল একবার যেন সে বাতাসে ধুলোর গন্ধ পেল।

সারাদিনের প্রচণ্ড গরম সন্ধ্যায় কিছুটা জুড়ায়, পরে রাতে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে এদিকে। এত উঁচুতে বাতাস পাতলা। ওপাশে পৌঁছে একটা ভাল জায়গা বেছে ক্যাম্প করার উদ্দেশ্যে এগোল কিড। সামনের অচেনা তিনজনের কথা স্মরণ করে চোখ-কান সজাগ রাখল। কিন্তু ওদের কোন চিহ্নই দেখতে পেল না।

শেষ পর্যন্ত কতগুলো অ্যাসপেন গাছের তলায় ক্যাম্প করল। পাশেই একটা ঝর্না। ছোট্ট একটা আগুন জ্বেলে কফির সাথে কিছু খাবার তৈরি করে খেয়ে শুয়ে পড়ল কিড।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন আগুনটা প্রায় নিভে এসেছে। কাঠের হালকা ধূসর ছাই আর আকাশের রঙ হুবহু এক রকম দেখাচ্ছে। বাতাসটা ঠাণ্ডা। বুনো মেহগনি আর পাইনের কিছু শুকনো ডাল জড়ো

করে আগুনটা উস্কে কফির পানি চাপাল সে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই কফি আর ভাজা মাংসের গন্ধে বাতাস ভরে উঠল।

নাস্তা তৈরির ফাঁকে কয়েকবার উঠে বনের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে চারপাশ ভাল করে দেখে এল কিড। অকারণেই কেন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছে ও। ঘুরেফিরে বারবার ওই তিনজন আরোহীর কথাই ভাবছে। কোন সৎ লোক নেহাৎ ঠেকায় না পড়লে এই ট্রেইল ধরবে না। এর চেয়ে সহজ পথ অনেক রয়েছে। একবার বাড গোষ্ঠীর লোকগুলোর কথা মনে এল, কিন্তু সাথে সাথেই আবার নাকচ করল। ওরা পুবে কোথাও আছে। হয়ত এতক্ষণে পসির হাতে ধরাও পড়ে গেছে।

সকালের নাস্তা সেরে স্ট্যালিয়নটাকে ঝর্নার ধারে নিয়ে পানি খাওয়াল।

তারপর ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে ফুলের খোঁজে বের হল। বাঁক নিয়ে ছোট টিলাটার পিছনে তাকিয়েই থমকে দাঁড়াল কিড! অপরূপ দৃশ্য! কেবল ফুল আর ফুল। বেশ কিছু সাগু লিলি ফুটেছে। এই লিলিগুলো পুরোপুরি সাদা নয়—হালকা একটু বেগুনি আভা মিশে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। নানান ধরনের ফুল রয়েছে ওখানে—লাইল্যাক, সান্‌বনেট, ফরগেট-মি-নট, টিয়া, আরও কত নাম না জানা বিভিন্ন জংলী ফুল। ইন্ডিয়ানরা ওগুলো চেনে—ওষুধ বা খাবার হিসেবে ব্যবহারও করে।

ঘোড়া থেকে নেমে যেখানে বেশি ফুল দেখা যাচ্ছে সেদিকেই এগোল কলোরাডো কিড। ঝুঁকে একটা ফরগেট-মি-নট তুলতে যাচ্ছে এইসময়ে পিছন থেকে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে আড়ষ্ট হল।

'নোড়ো না, বাছা!' কর্কশ স্বরে কেউ বলল। নড়লে শিরদাঁড়া

ফুটো হয়ে যাবে!'

নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়াল কিড। এমন বেয়াড়া ব্যবহারে রাগ হয়েছে ওর। তবু সুর নরম রেখেই বলল, 'ব্যাপার কি? কারও ক্ষতি তো করিনি আমি?'

'না, ক্ষতি করোনি—করবেও না!' ওপাশ থেকে আরেকজন বলে উঠল। 'কিন্তু এখানে করছ?'

'আমার বান্ধবীর জন্যে ফুল নিতে এসেছি,' বলেই বুঝল কথাটা হাস্যকর শোনাল

পেশীবহুল চওড়া কাঁধওয়ালা লোকটা এগিয়ে এসে ওকে দেখল। 'তুমি ঠিকই আঁচ করেছিলে, বিল। এই ব্যাটাই কলোরাডো কিড। নামডাক শুনে ভেবেছিলাম না-জানি কি হবে। এ তো দেখছি একটা পুঁচকে ছোঁড়া।'

'তোমার কথার ধরন আমার ভাল ঠেকছে না,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল কিড 'কে তোমরা? আমার কাছে কি চাও?'

শব্দ করে হেসে উঠল লোকটা। 'শুনেছ, বিল? আমার কথার ধরন ওর পছন্দ হচ্ছে না। প্রেয়সীর জন্যে এখানে ফুল তুলতে এসেছে! চমৎকার।'

খ্যাঁকখ্যাঁক করে একটু হেসে আবার মুহূর্তে গম্ভীর হল। পরক্ষণেই আচমকা উল্টো হাতের প্রচণ্ড চাপড়ে কিডকে মাটিতে ফেলে দিল সে। অন্ধ রাগে কিডের হাত চলে গেছে পিস্তলের বাঁটে। কিন্তু চিল-মুখো বিল ওদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর হাতের উদ্যত রাইফেলটার সঙ্গে বিবাদে গেল না কিড।

'থামো, কিড!' ধমক দিল বিল। 'শুনেছি পিস্তলে তোমার হাত খুব চালু—কিন্তু এত চালু নয়!'

পিস্তলের বাঁট ছেড়ে কাঁধের দুপাশে হাত তুলল সে।

'ওই ষাঁড়টাকে দূরে থাকতে বলো,' প্রতিবাদ জানাল কিড। 'কিংবা পিস্তল রেখে আমাকে ছেড়ে দাও! ওই মাংসের দলাটাকে আমি দুমুশ করে থেঁতলে দিই!'

'তবে রে···!' তেড়ে এগিয়ে এল বিশাল লোকটা 'তোকে আমি···!'

'আহ্, থামো!' রেগে উঠল বিল। 'কি হচ্ছে, কীথ? বাচ্চা ছেলের কথায় খেপে উঠছ?' বিলের কটা চোখ দুটো কিডের ওপর এসে স্থির হল। 'তোমার সাথে আর কে আছে?'

'কেউ না। আমি একাই ফুল নিতে এসেছি।'

'ফুল!' ব্যঙ্গ করে বলে উঠল কীথ। 'শোনো ওর কথা! বিখ্যাত কাউবয় গানফাইটার কিড—ফুল তুলতে এসেছে! ওহ, মরে যাই সখী বগলের গন্ধে!'

কিডের দৃষ্টিতে, রাগের আগুন ঝরছে। 'সঙ্গীর বদৌলতে আজ বেঁচে গেলে, নইলে তোমার চেহারা আমি পালটে দিতাম!'

'চুপ করো!' খেঁকিয়ে উঠল বিল। তারপর কীথের দিকে ফিরে বলল, 'কলিন, স্ট্যালিয়নটাকে এদিকে নিয়ে এসো। ওটা আমাদের কাজে আসবে।'

'সে কি!' ওদের মতলব বুঝে শিউরে উঠল কিড। 'ঘোড়া ছাড়া আমি ফিরব কিভাবে? শোনো, বিল,' সুর নরম করল সে। 'ফুলের ব্যাপারে আমি সত্যি কথাই বলেছি। তোমাদের কোন ক্ষতি আমি করিনি। আমার বান্ধবীর জন্মদিনে ফুল চাই বলে আবদার জানিয়েছে—তুমি তো জানো মেয়েরা কেমন হয়।'

'কেমন হয় ওরা?' প্রশ্ন করল বিল—'তিনমাস হল আমি কোন

মেয়ের সাথে কথা বলিনি! প্যাচাল ছেড়ে এবার এগোও। আর শোনো, একটু বুঝেশুনে কথা বোলো, আমার ভাই দুজনেই বেয়াড়া রকম রগচটা।'

কীথ, কলিন, আর বিল।

বাড গোষ্ঠীর তিন ভাই!

ওর বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। সত্যিই তো! এইসহজ কথাটা এতক্ষণ ওর মাথায় আসেনি? কীথ আর কলিন বাড, দুজনেই খুনী। ওদের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক আর ট্রেন ডাকাতির অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু বিল বাডের তুলনায় ওরা নস্যি। লোকটা গিলা এলাকার কুখ্যাত পিস্তলবাজ। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে ওর বিন্দুমাত্র বাধে না। দ্রুত হাতে পিস্তল চালিয়ে সে দু'জন মার্শাল আর একজন শেরিফ সহ কমপক্ষে এগারো জনকে হত্যা করেছে।

বাড ব্রাদার্স···না বুঝে ওদের হাতে বোকার মত ধরা দিয়েছে কিড। এরা এক ব্যাঙ্কারকে সিন্দুক খুলতে বাধ্য করে টাকা লুট করে টাকার সাথে ব্যাঙ্কারকেও নিয়ে গিয়েছিল। বনের ধারে পৌঁছে ঠাণ্ডা-মাথায় নিরস্ত্র লোকটাকে খুন করে পায়ে দড়ি বেঁধে তার লাশ গাছে ঝুলিয়ে রেখে পালিয়েছিল।

এদিকে এই পরিস্থিতি, আর ওয়ানিতা কিনা তাকে ফাইটে জড়াতে নিষেধ করেছে। বিড়বিড় করে নিজের কপালকে দোষারোপ করল সে। রাইফেলের নল দিয়ে ওর পিঠে গুঁতো মারল বিল।

'বিড়বিড় করে কি বলছ?' জানতে চাইল সে।

'কিছু না···আমার বান্ধবী আমাকে কোন ফাইটে জড়াতে মানা করেছিল।'

সশব্দে একটু শুকনো হাসি হাসল বিল। 'দুশ্চিন্তার কারণ নেই,

কাউবয়! তোমাকে আর কখনও ফাইটে জড়াতে হবে না। এটা তুমি শুরু হওয়ার আগেই হেরেছ।'

কিড বুঝল যুক্তিতর্ক বা মিঠে কথায় কাজ হবে না। বাড গোষ্ঠীর তিন ভাইয়ের হাত থেকে ওর রেহাই নেই। ধরা পড়লে ওদের ফাঁসি হবে। শুধু ওকে নয়, আরও পাঁচ দশটা খুন করালেও ওদের শাস্তির মাত্রা কিছু বাড়বে না। বরং কলোরাডো কিডকে হত্যা করলে সেটা আউটল আস্তানায় ফলাও করে বলার মত একটা বিষয় হবে।

সামনের মাটি ধসে হঠাৎ প্রায় আধমাইল নিচে নেমে গেছে। অ্যাসপেন গাছের ফাঁক দিয়ে একটা খাড়া সরু পাথুরে ট্রেইল ঘুরেঘুরে নেমেছে। ওই পথে একজনের বেশি পাশাপাশি চলার উপায় নেই। পায়ে হেঁটেই নিচে নামল ওরা। নিচে দ্রুতবেগে বইছে ঝর্নার পানি। দূর থেকেই শব্দ শোনা যাচ্ছে।

বর্ষার সময়ে পানির তোড়ে ভেসে আসা বড়বড় সাদা মরা-কাঠ আর পাথরের চাঁইয়ের পাশে অপেক্ষা করছিল কলিন বাড। পাতলা গড়ন। বাম গালের ওপর একটা কাটা ক্ষত চিহ্ন। ওদের আসতে দেখে এগিয়ে এল সে।

'এই লোকটাই আমাদের ফলো করছিল?' কুটিল চোখে কিডের দিকে তাকাল কলিন। 'আমাদের ট্রেইল তুমি কিভাবে পেলে? একথা আর কে জানে?'

'ও নাকি এদিকে ফুল তুলতে এসেছে!' ফোড়ন কাটল কীথ।

অবহেলার দৃষ্টিতে কিডকে অল্পক্ষণ দেখে কলিন আবার বলল, 'এটাকে আবার সাথে করে নিয়ে এলে কেন? মেরে ফেলে রেখে এলেই হত?'

'শকুন!' এক কথায় জবাব দিল রেড। 'ওকে বেঁধে ফেলো, কীথ।'

'নিশ্চয়!' ধীর পায়ে কিডের দিকে এগোল কীথ। ওর কুৎকুতে চোখ দুটো থেকে খুশি উপচে পড়ছে। মনের ঝাল মিটিয়ে খোলা হাতে প্রচণ্ড একটা রদ্দা চালাল কিডের চোয়াল বরাবর। তারপর কিড মাটিতে পড়ার আগেই ওকে ধরে ঠেলে নিয়ে একটা ছোট গাছের গোড়ায় বসাল।

মুখের লোনা স্বাদে কিড টের পেল দাঁতে লেগে গালটা কোথাও কেটে গেছে। বড় একটা শ্বাস নিয়ে দম আটকে কীথের দিকে চেয়ে আছে কিড। শক্ত করে বাঁধা শেষ করে এবার গলার ওপর খোলা হাতে বাড়ি মারল। ফুসফুসে ধরে রাখা বাতাস বেরিয়ে গেল। ফুঁপিয়ে শ্বাস নিল সে।

পিছন ফিরে চাইল না কীথ। সোজা আগুনের ধারে গিয়ে অন্য দুজনের সাথে খাওয়ায় যোগ দিল—নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে কথা বলছে ওরা। কিডের সাথে আর কেউ আছে কিনা তা কয়েকবার জানতে চাইলেও ওদের বেশ নিশ্চিন্তই মনে হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে আগের দিনই কিডকে ওরা লক্ষ করেছিল। এবং সে যে একাই এসেছে, এটা ওরা জানে।

বোকা নয় কিড। এই কঠিন পরিস্থিতির পরিণাম যে কি দাঁড়াবে তা সে বেশ বুঝতে পারছে। বাইরে থেকে কোন সাহায্য আসবে না। বাঁচার কোন রাস্তাই নেই। তবু—যদি কিছুটা সময় পায়—হয়ত কিছু করতে পারবে। অন্তত তার প্রথম ছলটা টিকেছে।

শকুনের ভয়ে বিল তাকে মারেনি। সাবধানী লোক সে। আকাশে শকুন চক্কর কাটতে দেখে কেউ কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারে ভেবেই ঝুঁকি নেয়নি। অর্থাৎ এখান থেকে সহসা নড়ার ইচ্ছা ওদের নেই। সম্ভবত এটা ওদের লুকানোর স্থায়ী গোপন আস্তানা। এ কারণেই আগেও কয়েকবার ডাকাতি করে পালানোর পর ওদের কেউ খুঁজে পায়নি।

একটু নড়েচড়ে বাঁধনটা পরীক্ষা করে দেখল কিড। গাছের সাথে বাঁধার আগে লম্বা শ্বাস নিয়ে পেশী ফুলিয়ে রেখেছিল বলে বাঁধনটা একটু ঢিলে। কিন্তু তা সামান্যই। তবু ওর ভাগ্য ভাল যে কণ্ঠার ওপর মারটা আগে পড়েনি, নইলে এটুকু ঢিলও পাওয়া যেত না।

হাতের কব্জি কিন্তু শক্ত করেই বাঁধা। কেউ লক্ষ না করলে সে শুধু গাছের চারপাশে ঘুরতে পারবে।

খাওয়া শেষ হলে কলিন ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। পাহারা দিতে গেল—আঁচ করল কিড। বিল সিগারেট ধরিয়েছে—মাঝেমাঝে বিরক্ত চোখে কিডের দিকে তাকাচ্ছে। কিড যে ওর কাছে বাড়তি ঝামেলা তাতে সন্দেহ নেই। শিগ্রী তাকে পৃথিবী থেকে বেমালুম সরিয়ে ফেলা হবে।

দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না চেয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে বিল। কিন্তু কিড জানে অনুসন্ধানকারী পসির দল এই এলাকার ধারেকাছেও নেই। এখন না মারলেও তাকে বেশিদিন জিইয়ে রাখা হবে না। কিন্তু বাঁচতে চায় সে। দু'একদিন বেশি বাঁচার একটা ফন্দি হঠাৎ ওর মাথায় খেলল।

'এখানে ঘাঁটি গেড়ে বেশ ভালই আছ,' কথা পাড়ল সে। 'কিন্তু ছিনিয়ে-আনা টাকাগুলো ভোগ করতে পারছ না।'

'এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আসিনি,' আগুনে আরও দুটো কাঠ চাপিয়ে জবাব দিল বিল। 'উত্তেজনা একটু কমলেই ফিরে যাব।'

'চারদিকেই খবর গেছে। হ্যাঙ্কসভিল, গ্রীনরিভার আর ড্যান্ডি ক্রসিঙে তোমাদের জন্যে লোকজন ওঁৎ পেতে বসে আছে। হেলপার আর হেনরিভিলেও একই অবস্থা।'

কিডের দিকে মুখ তুলে চেয়ে ওকে যাচাই করল বিল।

'এত খবর তুমি কোত্থেকে পেলে?'

'পসির দলে আমাকেও নেয়ার জন্যে সেধেছিল ওরা—কিন্তু ওয়ানিতা অটল। যে-করেই হোক ফুল ওর চাই। তাই ওদের সাথে আর আমার যাওয়া হয়নি।'

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল বিল। 'তুমি চাহলে ওই গপ্ ছেড়ে সরছ না? কিন্তু এদিকে এত দূরে কেন?'

'তুমি নিজেই চিন্তা করে দেখো, ওদিকে এই খরায় ফুল কোথায়? প্রসপেক্টর নেড বলল এখানে প্রচুর ফুল হয়েছে। ওর কথাতেই এদিকে এলাম।'

মাথা ঝাঁকাল বিল। 'ওকে এই এলাকায় আমি আগেও ঘুরতে দেখেছি। যাক সেকথা—ওরা যদি আমাদের সব পথ আটকে ফেলে থাকে, তবে সেটা গোপন রেখে আমাদের ফাঁদে না ফেলে কথাটা ফাঁস করে দিলে কেন?'

বাঁকা হাসি হাসল কিড। 'কারণ আমি বাঁচতে চাই। আমি মরার পর তোমরা ধরা পড়লে আমার কি লাভ? জানি ততদিন তোমরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না।'

'ঠিকই ধরেছ! আজই সন্ধ্যায় তোমাকে মেরে পশ্চিমের গর্তে ফেলে দিয়ে আসব। তাই কথাটা জানিয়েও তোমার কোন লাভ হল না।'

'বলেছি তো আমি বাঁচতে চাই···ওদের ফাঁকি দিয়ে নিরাপদে বেরোবার একটা পথ আছে।'

'নিরাপদে বেরোবার পথ? কোথায়?'

কিড বুঝল, বিলের আগ্রহ জন্মাতে পেরেছে সে। এটা টিকিয়ে রাখতে পারলে হয়···

'দক্ষিণে। ওয়াটারহোলগুলো চিনলে বেরোতে পারবে—নইলে

পানির অভাবে মারা পড়বে।'

'দক্ষিণে?' প্রস্তাবটা মনে মনে বিচার করে দেখল বিল। 'ওটা তো লম্বা পথ। শুনেছি ওই পথে পার হওয়া অসম্ভব। ওয়াটারহোলগুলো তুমি চেনো?'

'নিশ্চয়—ভাল করেই চিনি। তাছাড়া ওদিককার লোকজন তোমাদের মুখ চেনে না। চেনে?'

উঠে এসে কিডের মুখে একটা সিগারেট গুঁজে ধরিয়ে দিল বিল।

'না, ওদিকে কেউ চেহারায় আমাদের চিনবে না।' কিডকে আবার ভাল করে যাচাই করে দেখল সে। 'তোমার ধারণা আমাদের পার করে নিয়ে গেলে তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব?'

হাসল কিড। 'না। কাউকে দয়া দেখানোর নজির তোমাদের আছে বলে শুনিনি, বিল। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। কে জানে? হয়ত ছেড়ে দিতেও পারো—কিংবা আমি আলগোছে কেটে পড়ার একটা সুযোগ পেতে পারি।'

শব্দ করে হাসল বিল। কিন্তু হাসিতে কৌতুকের লেশমাত্র নেই।

'হ্যাঁ, যুক্তি আছে তোমার কথায়। মরণটাকে তুমি একটু পিছাতে চাইছ।'

বিলের সাথে আর কথা হলো না। নীরব অপেক্ষায় সময় কাটাচ্ছে কিড। মাঝেমাঝে পাহারা বদল হল। নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে ওরা অনেক আলাপ আলোচনা করল। রাত ঘনাবার সাথে বাতাসটা দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে এল। পাহারা থেকে ওদের ভাই ফিরে এলে খাওয়া সেরে কম্বল মুড়িয়ে শুয়ে পড়ল ওরা।

শীতে কাঁপছে কিড। বাতাসটা কনকনে ঠাণ্ডা। বাঁধা অবস্থায় নড়াচড়ার সুবিধা নেই। রক্ত চলাচল ঠিক রাখার জন্যে দেহের বিভিন্ন

পেশী বারবার শক্ত করে শীত তাড়াতে চেষ্টা করছে সে। কিছুক্ষণ পর বাঁধনগুলোর দিকে নজর দিল। দেহের বাঁধনটা একটু ঢিলে হলেও পিছমোড়া করে বাঁধা কাঁচা চামড়ার ফিতে থেকে কব্জি দুটো অনেক চেষ্টা করেও মুক্ত করতে পারল না।

সকালে কলিন এগিয়ে এসে ওর বাঁধন খুলে দিল। 'খাবে এসো,' সংক্ষেপে বলল সে।

পুরো একঘণ্টা দক্ষিণের ট্রেইল সম্পর্কে ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো। মনে হলো জবাবে ওদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছে কিড। নিজে ওই পথে কখনও না চললেও যে চলেছে তারই মুখে বিশদ বিবরণ শুনেছে। সেটাই আজ ওর কাজে লাগল। বড় একটা ঝুঁকি নিচ্ছে সে। অবশ্য এমনিতেও মরতে তাকে হবেই—এতে হাতে কয়েকটা দিন সময় পাবে। হয়ত এর মধ্যে একটা সুযোগ মিলেও যেতে পারে।

কীথকে রাইফেল হাতে ওর ওপর নজর রাখতে বলে ওকে দিয়ে শুকনো কাঠ সংগ্রহ করাল বিল। কাজ শেষ হলে আবার ওকে বেঁধে ফেলা হল। এবারও আগের মতই দম বন্ধ রেখে নিজের কিছুটা সুবিধা করে নিল কিড।

প্রথম পাহারা শেষ করে বেলা এগারোটার দিকে ফিরে এল বিল।

'তৈরি হও, আমরা দক্ষিণের ট্রেইল ধরেই যাব।' দলপতি হিসেবে নিজের সিদ্ধান্ত জানাল সে।

ক্ষীণ আপত্তি তুলেছিল কলিন কিন্তু টিকল না।

বিল বলল, 'যতদূর দেখা যায় সবটাই খালি। আমাদের ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে ওরা। কিন্তু আমাদের ওই পথে ফেরা বোকামি হবে। মিছে ফাঁদে পা দেয়ার ঝুঁকি না নিয়ে সাউথ ট্রেইলই ধরব। কিড আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

কিডের বাঁধন খুলে দেয়া হলো বটে কিন্তু পিস্তল আর রাইফেল কীথ বাডের জিম্মায় রইল। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে দক্ষিণে রওনা হল ওরা। কিডের পাশাপাশি চলছে বিল। কীথ আর কলিন ওদের পিছনে। পাহাড় ছেড়ে সেজ ঝোপে ভরা সমতল এলাকা পেরিয়ে এল্‌ক্ রিজ আর বেয়ার্স ইয়ার্সের পাশ দিয়ে ঘুরে কটনউড ওয়াশে নেমে ওরা এগিয়ে চলল। সবুজ শেষ হয়ে দেখা দিল সম্পূর্ণ অবাস্তব চেহারার একটা জগত। লালচে পাথরের স্তম্ভ আর পরিখাহীন দুর্গের মত ছোট-বড় পাথরের টিলা।

বিকেলের দিকে একটা ছোট ঝর্নার কাছে এসে পৌছল ওরা। ছোট্ট পানির ধারা পাথরের ফাটল থেকে বেরিয়ে একটা গর্তে জমা হয়েছে। ওখান থেকে উপচে পড়া পানি আরও খানিকটা এগিয়ে বালুর মধ্যে হারিয়ে গেছে। কাছেই ইন্ডিয়ানদের গড়া কয়েকটা উইন্ড-ব্রেকার—পাইনের ডাল আর পাথরের তৈরি। এছাড়া মানুষের হাত পড়ার কোন ছাপ ওখানে নেই। গত কয়েক মাসে এদিকে কেউ আসেনি।

ক্যানিয়নের রিমে উঠে লাগাম টেনে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল বিল।

'তুমি না বলেছিলে এদিকে কেউ নেই?'

'কেন, কি আছে সামনে?' বলতে বলতে ওর পাশে উঠে এল কিড।

'মানুষের তৈরি কিছু একটা দেখা যাচ্ছে।' পাদানিতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে চোখ কুঁচকে দেখল বিল। 'টাওয়ারের মত।'

'ও, ওটা।' আশ্বস্ত হলো কিড। বিষয়টা ওর শুনে শেখা জ্ঞানের আওতাতেই পড়েছে। 'ইন্ডিয়ান বসতির ধ্বংসাবশেষ। সামনে এমন আরও অনেক রয়েছে।'

সাবধানে ক্যানিয়নের খাড়া উতরাই ধরে নিচে নামল ওরা। পানি পেয়ে এখানে অনেক পাইন, ফার আর ব্ল্যাক বলসাম গাছ জন্মেছে। ক্যানিয়নের দেয়ালেও রয়েছে স্নোবেরি আর ম্যানযেনিটার ঘন ঝোপ। সবুজ ঘাসের মাঝে প্রকৃতির নিয়ম উপেক্ষা করে কিছু মরু অঞ্চলের গাছও এই ভেজা মাটিতে জন্মেছে।

সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এসেছে। হঠাৎ রাইফেল কাঁধে ঠেকাল বিল বাড। গুলির শব্দ ক্যানিয়নের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হল। হোঁচট খেয়ে একটা এল্‌ক্ হাঁটু ভাঁজ করে পড়ল—ওঠার চেষ্টা করল একবার—তারপর কাত হয়ে ধপাস পড়ে একবার পা ঝাঁকি দিয়ে স্থির হল।

'তাজা মাংসের মত খাবার আর নেই,' নিজের সাফল্যে খুশি হয়ে বলল বিল।

'এখন ওটার ছাল ছাড়াবে কে?' কাজটা তাকেই দেয়া হবে ভেবে শঙ্কিত প্রশ্ন তুলল কলিন।

বাঁকা হাসি হেসে সমাধান বাতলে দিল কীথ।

'কিড থাকতে আমাদের চিন্তা কি? ব্যাটা খেটে খাক।'

'মন্দ বলোনি,' ওকে সমর্থন করল বিল।

'শুধু ছাল ছাড়াব কেন—রেঁধেও দেব। কীথের রান্না মুখে তুলতেও ভয় করে! মনে হয় শুয়োরের খাবার!'

হো হো করে হেসে উঠল কলিন। 'কথাটা খুব মিথ্যে নয়, কীথ। তোমার রান্না সত্যিই খারাপ।'

জবাবে বলার মত কিছু খুঁজে না পেয়ে কিডের দিকে কটমট করে চেয়ে থাকল কীথ।

ছুঁড়ে দেয়া ছুরিটা লুফে নিয়ে কাজে ব্যস্ত হলো কিড। মাংস কেটে-কুটে কাঠ জড়ো করে রান্নার ফাঁকে ফাঁকে দ্রুত চিন্তা করছে।

মরু-অঞ্চলের গাছগুলোর মধ্যে একটা বিশেষ গাছ সে চিনেছে। ওই ছোট ঝোপের মত গাছে বছরের এই সময়ে পাতা থাকে না। গাছের কাণ্ডে দেখা দেয় আঁচিলের মত অসংখ্য বুটিবুটি গোটা। ইন্ডিয়ানরা ওই গাছ থেকে বিভিন্ন ওষুধ তৈরি করে।

রান্নার ফাঁকে এদিকে কোথায় ওই গাছ আছে দেখে রেখেছিল কিড। বাথরুমের কাজ সারার অছিলায় উঠে গিয়ে গাছের তলা থেকে বেশ কিছু শুকনো পাতা কুড়িয়ে আনল। কফি তৈরির সময়ে হাতের মুঠোয় পাতাগুলো গুঁড়িয়ে পানিতে ছেড়ে দিল।

'খেতে বসে মাংসে প্রথম কামড় দিয়েই মুখ তুলে কিডের দিকে তাকাল বিল। 'তোমার বেঁচে থাকার মেয়াদ আরও কয়েকদিন বেড়ে গেল,' খুশি হয়ে বলল সে। 'একেই বলে খাবার!'

এমনকি কীথকেও স্বীকার করতে হল কিড সত্যিই রাঁধতে জানে। কিন্তু কফিতে চুমুক দিয়ে মুখ কুঁচকে কাপের দিকে তাকাল।

'এ আবার কেমন ধারা কফি?' প্রশ্ন তুলল সে।

বিল নিজের কাপটা তুলে চুমুক দিয়ে দেখল। 'আমার কাছে তো ভালই মনে হচ্ছে,' বলল সে। 'নিজের রান্না খেয়ে তোমার জিভের স্বাদই মরে গেছে।'

আগুনে আরও কাঠ চাপাল কিড। কিছুক্ষণের মধ্যেই ওকে বেঁধে ফেলা হবে। কিন্তু কতক্ষণ পরে? বাঁচতে হলে আগামীতে কি ঘটবে আগে থেকে অনুমান করে তাকে সেভাবে তৈরি থাকতে হবে। কফিতে কতটা কাজ হবে তা ওর জানা নেই। ইউটে ইন্ডিয়ানদের থেকে সে জেনেছে এটা ওরা ঘুমের ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করে। ওই পাতা আগুনে পোড়ালেও ধোঁয়ার প্রভাবে ঘুম গভীর হয়।

ওদের দু'কাপ করে কফি খাইয়ে পট খালি হলে দ্বিতীয়বার তৈরি

করা কফি সে নিজেও নিল। এবারে কফিতে পাতা মেশায়নি। উঠে আরও কিছু কাঠ আগুনে চাপাল—সাথে একদলা পাতা। গাঢ় ধোঁয়া উঠছে, কিন্তু গন্ধটা কটু নয়।

নেশাগ্রস্তের মত হঠাৎ মুখ তুলল কীথ। 'কলিন, তুমিই বরং ওকে বেঁধে ফেল। আমার ঘুম পাচ্ছে।'

'আমারও,' স্বীকার করল বিল। 'আজ অনেকটা পথ চলেছি—তাছাড়া খাওয়াটাও বেশি হয়েছে।'

বিরক্তির সাথে উঠে দাঁড়াল কলিন। ওরও ঘুম পাচ্ছে। কোনমতে কিডকে বেঁধে রেখে সে নিজের কম্বলের ভিতর গিয়ে ঢুকল।

ঘুমিয়ে পড়েছে বিল আর কলিন। চোখে ঘুম নিয়ে কীথ এখনও আগুনের ধারে বসে আছে। সুযোগের অপেক্ষায় মনে আশা আর উৎকণ্ঠা নিয়ে সব লক্ষ্য করছে কিড। মৃদু বাতাস আগুন থেকে দলা-পাকানো পাতার ধোঁয়া কীথের নাকে পৌঁছে দিচ্ছে। বসে বসেই ঝিমাচ্ছে ও। বার দশেক ঝিম দেয়ার পর শেষবার হঠাৎ চোখ খুলে একবার কিডকে দেখল। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে আগুনের পাশেই গা এলিয়ে শুয়ে পড়ল। বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। কারও কোন সাড়া নেই।

অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে কিড। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অযত্নে বাঁধা হলেও ঘামে ভেজা চামড়ার ফিতে একটুও বাড়ল না। জোরাজুরি করে কাজ হচ্ছে না দেখে পাথরের সাথে পা বাধিয়ে টেনে বুট জোড়া খুলে ফেলল। ঘুরে বসে কিছুটা পিছিয়ে বুটগুলোর কাছে হাতের কব্জি নিয়ে এল। বুটের সাথে ঝোলানো স্পারের কাঁটাওয়ালা চাকতির ওপর হাত ঘষছে সে। কাঁটার খোঁচায় হাতের কব্জি রক্তাক্ত হল। তবু থামল না। ঘণ্টাখানেক কসরত করার

পর চামড়ার বাঁধন কেটে গেল।

হাতের আঙুল নেড়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিল কিড। তারপর পায়ে বাঁধা ফিতেটা খুলে বুট পরে নিল। আগুনের ধারে শোয়া কীথের পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে কিডের বেল্টসহ পিস্তলটা।

নিঃশব্দে এগিয়ে বেল্টটা তুলে কোমরে পরে নিল কিড। কয়েক মুহূর্ত বর্তমান পরিস্থিতিটা মনে মনে বিচার করে দেখল।

কফির সাথে মেশানো ওষুধের প্রভাবে অজ্ঞান বা একেবারে বুঁদ হয়নি ওরা। সারাদিন পথ চলার ক্লান্তি, ভরপেট খাওয়া, আর ওষুধ—এই তিনে মিলে ওদের ঘুম কিছুটা গাঢ় হয়েছে মাত্র।

কিড জানে, ওদের মত পোক্ত আউটল সামান্য শব্দে লড়ার জন্যে তৈরি হয়েই জেগে উঠবে। চুপচাপ সরে পড়ার সহজাত তাগিদটাই ওর মনে প্রথম জেগেছিল। কিন্তু ওদের জন্যে মাথাপিছু পুরস্কারের অঙ্কটাও নেহাত ফেলনা নয়। তাছাড়া এমন জঘন্য প্রকৃতির নিষ্ঠুর খুনীদের ধরিয়ে দিতে পারলে সমাজের একটা বড় উপকার করা হবে।

পিস্তলের বেল্ট পরেই ঘুমাচ্ছে বিল। রাইফেলটাও ওর হাতের কাছেই রয়েছে। কলিন এতটা সাবধানী না হলেও অস্ত্রগুলো নাগালের মধ্যেই রেখেছে।

আগুনের পাশ থেকে সরে সাবধানে জঙ্গলে ঢুকে স্ট্যালিয়নটার পিঠে জিন চাপাল কিড। বেগতিক দেখলে চট করে পালাতে পারবে। কাজ শেষ করে দড়ি হাতে আবার ক্যাম্পে ফিরল। একে একে তিনজনকেই বাঁধবে।

কীথের পাশে এসে বসল কিড। হাঁটু ভাঁজ করে চিত হয়ে ঘুমাচ্ছে বিশাল লোকটা। ফাঁক দিয়ে দড়ি গলিয়ে হাঁটু দুটো বেঁধে ফেলল সে। হঠাৎ চোখের কোনে একটা নড়াচড়ার আভাস দেখে ওদিকে মুখ

ফেরাল। দেখল বিস্ফারিত চোখে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে কলিন।

প্রকৃতির ডাকে কলিনের ঘুম ভেঙেছে। কিডকে দেখে হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণেই সামলে পিস্তলের বেল্টটা টেনে নিতে নিতে চিৎকার করল, 'বিল! সাবধান! কিড ছুটে গেছে!'

কথা শেষ হওয়ার আগেই পিস্তল বের করে তাক করল সে। বাঁচার তাগিদে ছোবল দিয়ে পিস্তল তুলে কোমরের কাছ থেকেই গুলি করল কলোরাডো কিড। লোকজনের দেয়া নামটার সার্থকতা আবার নতুন করে প্রমাণিত হলো। ট্রিগার টেপারও সময় পেল না কলিন, তার আগেই কিডের গুলিতে ওর কনুই গুঁড়িয়ে গেল। পিস্তল ছেড়ে বাম হাতে কনুই চেপে ধরল সে। হঠাৎ জেগে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় মাটিতে গড়াচ্ছে কীথ।

পাথরের আড়ালে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে ঝাঁপ দিল কিড। একই সাথে একটা গুলির শব্দ হল। জঙ্গলের কিনার থেকে গুলি ছুঁড়েছে বিল। পিস্তল বের করতে ওর দেরি হয়নি। লাফিয়ে ঝোপের আড়ালে সরে গুলি করতে একটু সময় নিয়েছে বলেই মিস হল।

'নড়ো না, কীথ,' পাথরের আড়াল থেকে বলে উঠল কিড, 'বাঁধন খোলার চেষ্টা করলেই গুলি খাবে!'

কীথের নড়াচড়া বন্ধ হল। কাছেই রক্তাক্ত কনুই চেপে ধরে বসে আছে কলিন। 'আমি আর এর মধ্যে নেই! হাতটা একেবারে গেছে।'

নিঃশব্দে পিছিয়ে আরও অন্ধকার জায়গায় চলে এল কিড। ক্যাম্পে আগুনের আলোয় কলিন আর কীথকে সে দেখতে পাচ্ছে। বিলকে নিয়েই যত দুশ্চিন্তা।

নিকষ কালো রাত। গাছ আর ঝোপগুলো বেশি ঘন নয়। ঝোপ এড়িয়ে নিঃশব্দে চলাচল কঠিন নয়। ধরা পড়লে ফাঁসি অনিবার্য জেনে

মরিয়া হয়ে লড়বে বিল। কিড জানে ওই ভয়ানক লোকটার মোকাবিলায় তাকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে—একটু ভুল হলে মৃত্যু নিশ্চিত।

একটা বড় পাথরের ওপর উপুড় হয়ে মিশে স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে কিড। যত সময় কাটছে দ্বিতীয় একটা বিপদের সম্ভাবনা ততই বেড়ে উঠছে। কীথ যদি টের পায় ক্যাম্প ছেড়ে সে দূরে সরে এসেছে, নিজেকে মুক্ত করতে ওর এক মিনিটও সময় লাগবে না। তখন সক্রিয় শত্রুর সংখ্যা দুই তো বটেই, তিনেও গিয়ে ঠেকতে পারে।

কোন আওয়াজ নেই। কিডের চারপাশে গাঢ় অন্ধকার। তারার আলো হারিয়ে গেছে হালকা মেঘের আড়ালে। দূরে কোথাও একটা পাথর গড়ানোর শব্দ হল। বাতাস নেই। ঘামতে শুরু করল সে। পেটের ভিতর কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছে। চোখ বিস্ফারিত করে অন্ধকার ভেদ করে দূরে দেখার বৃথা চেষ্টা করছে ও। ওখান থেকে সরে আর কোথাও যাওয়ার ইচ্ছাটাকে সে জোর করে দমন করল। হয়ত নড়তে গেলেই মারা পড়বে। এখন নীরবে স্থির বসে থেকে বিলকে ওর কাছে আসতে বাধ্য করাই সব থেকে ভাল প্ল্যান। ভাইকে জখম করার প্রতিশোধ নিতে বিল তাই করবে।

মাটিতে পা ঠুকল একটা ঘোড়া। বন-মুরগি ডেকে উঠল কোথাও। গানবেল্টটা একটু সরিয়ে ঘামে ভেজা হাতের তালু জামায় মুছল কিড। তারপর খুব সাবধানে বুকে হেঁটে ধীরে ম্যানযেনিটা ঝোপটার দিকে এগোল। ওখান থেকে ক্যাম্পটার ওপর ভালভাবে নজর রাখা যাবে।

হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধার চেষ্টা করছে কলিন। অন্ধকার জঙ্গলের দিকে চেয়ে গালি দিয়ে কিডের চোদ্দ-গোষ্ঠী উদ্ধার করছে কীথ। অপেক্ষা করছে কিড। ধীরে ধীরে একটা ঘণ্টা কেটে গেল।

হঠাৎ আগুনের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল কিড। ঝিমিয়ে এসেছে আগুন! বিলের আচমকা আক্রমণের ভয়ে তটস্থ থাকায় এটা আগে খেয়াল করেনি।

আগুন নিভে গেলে ওই দুজনের ওপর আর চোখ রাখতে পারবে না সে। পুরো পরিস্থিতিটাই ওর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। শিকারীর বদলে সে-ই শিকার হয়ে দাঁড়াবে।

কলিনকে আগুনে কাঠ চাপানোর আদেশ দেয়াটাও বোকামি হবে। তার অবস্থান জানতে পারলে জায়গাটা বুলেটে ঝাঁঝরা করে দেবে বিল। দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে বাঁচার একটা পথ খুঁজছে কিড।

লুটের টাকা!

হঠাৎ একটা সমাধান পেয়ে আশায় চাঙা হয়ে উঠল ওর মন। আগুনের আলো যতদূর পৌঁছাচ্ছে, আধ-চক্কর ঘুরে তার প্রায় শেষ মাথায় রাখা আছে টাকা। জায়গাটা অল্পক্ষণ পরেই অন্ধকারে ডুবে যাবে সম্ভবত—সে ওখানে পৌঁছবার আগেই তা ঘটবে। ওই টাকা নিয়ে যদি সে পালাতে পারে তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হবে ওরা। সুযোগ বুঝে তখন ওদের ফাঁদে ফেলা কঠিন হবে না।

ইঞ্চি-ইঞ্চি করে আগুনটাকে ঘুরে এগিয়ে যাচ্ছে কিড। যেকোন মুহূর্তে বিলের মুখোমুখি হয়ে পড়তে পারে। তাই সতর্ক থাকতে হচ্ছে। ওদিকে আগুনের মাত্র দু'একটা জায়গা থেকে শিখা উঠছে এখন।

প্রায় পৌঁছে গেছে সে। আর একটু এগিয়ে হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। সাবধানে থলে দুটো তুলে নিয়ে বুকে হেঁটেই আবার ঝোপের আড়ালে চলে এল কিড। থলেতে সোনা বেশি নেই তাই তেমন ভারি নয়। বাম হাতে ওগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

অন্ধকারেও জিন-আঁটা স্ট্যালিয়নটাকে চিনতে কিডের অসুবিধে

হল না। এগিয়ে গেল সে। ঘোড়াটা পা ফেলে একপাশে সরে গেল। মুহূর্তে একটা আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল! পিস্তল গর্জে উঠেছে—গুলিটা ওর বগলের কাছে শার্টের হাতায় টান দিল। ঝাঁপ দিল কিড।

বিল বাড ঠিকই বুঝেছিল জিন-আঁটা ঘোড়াটার কাছে কিডকে ফিরতেই হবে। ছোট একটা ঝোপের আড়ালে অপেক্ষা করছিল সে।

আগুনের ঝিলিক, শার্টের হাতায় গুলির টান, আর কিডের ঝাঁপ, প্রায় একই সাথে ঘটল। ঝিলিক লক্ষ্য করেই ঝাঁপ দিয়েছে দুঃসাহসী যুবক!

পিস্তল গর্জে উঠল আবার। গুলি কিডের কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। কিড তারই ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এটা আশা করেনি বিল। ত্রস্তে সরতে গিয়ে বুটের তলায় নুড়ি গড়িয়ে পিছলে গেল ওর পা। টাল সামলাতে গিয়ে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। পরক্ষণেই কিডের পিস্তল এসে পড়ল ওর মাথায়।

উড়ন্ত অবস্থায় আঘাতটা ঠিক জমেনি। টলতে টলতে দুপা পিছিয়ে কোনমতে নিজেকে সামলে পাল্টা হাত চালাল বিল। মাথা সরিয়ে আঘাতটা এড়াল কিড। পড়ার সময়ে জুডো স্টাইলে মাটি থাপড়ে কাঁধের ওপর গড়িয়ে উঠে মুহূর্তে আবার ঝাঁপ দিল। এবার আর বিল সরে যাওয়ার সময় পেল না। উরুর সাথে ধাক্কা খেল কিডের কাঁধ। ব্যথায় চিৎকার করে অকথ্য একটা গালি দিয়ে উল্টে পড়ল বিল।

উঠে দাঁড়াল ওরা। কারও হাতেই পিস্তল নেই। দ্রুত সময় ফুরিয়ে আসছে বুঝে মরিয়া হয়ে বিলকে আক্রমণ করল কিড। ওর দুহাত সমানে চলছে। চোয়ালের ওপর ডান হাতের একটা জোরাল ঘুসি খেয়ে পিছিয়ে গাছের সাথে ধাক্কা খেল বিল। সামলে ওঠার আগেই আবার ডান আর বাম হাতের দুটো ঘুসি এসে পড়ল মুখে। থেঁতলে দেয়ার মত

একটা মার হাতুড়ির মত পড়ল ওর পেটের ওপর। একটু সামনে ঝুঁকতেই বাম হাতের হুকে বিলের নাক ভেঙে গেল। ঝর্নার ধারায় বেরিয়ে এল রক্ত। রাগে অন্ধ হয়ে গোঁয়ারের মত হাত চালাল বিল। চট করে কিড মাথা নিচু করে নেয়ায় প্রচণ্ড ঘুসিটা মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। ডান দিকে পা ফেলে একটু সরে ঘুসির পিছনে কাঁধের পুরো শক্তি জুড়ে চিবুকের ওপর মারল কিড। নিজের ঘুসির বেগে বিলের দেহটা সামনে এগোচ্ছিল। কিডের ঘুসিতে মাঝপথেই থমকে থেমে গেল ওর দেহ। ঘুরে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল অচেতন বিল। নিজের পিস্তলের জন্যে ডাইভ দিল কিড। একই সঙ্গে জঙ্গল তোলপাড় করে ঝোপ ডিঙিয়ে ওখানে পৌঁছল কীথ আর কলিন।

'খবরদার!' গর্জে উঠল কিড। পিস্তলটা আউটল দু'জনের দিকে তাক করা। 'পিস্তল ফেলে দাও! নইলে খুন হয়ে যাবে!'

নিরুপায় হয়ে পিস্তল ফেলে দিল ওরা।

দু'দিন পর, বেলা প্রায় তিনটে। রবিবার ছুটির দিন। স্বভাবতই শহরে অনেক লোকের ভিড়। হঠাৎ একজন বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল। কৌতূহল মেটাতে লোকজন রাস্তায় জড়ো হল।

শহরের ধুলোময় রাস্তা ধরে চারজন আরোহী এগিয়ে আসছে। সামনে, পাশাপাশি তিনজন। চিনতে কারও দেরি হলো না—কুখ্যাত বাড ব্রাদার্স ওরা। সবার বামে কীথ। দুই কনুই-এর ভাঁজে রয়েছে লিলি ফুলের গোছা। মাঝখানে বিলের কাছে ফরগেট-মি-নট আর বেগুনি ভারবিনার সাথে কয়েক গোছা লাইল্যাক সানবনেট। ডাইনে কলিনের একটা হাত গলার সাথে ঝুলছে, কিন্তু সেও বয়ে এনেছে কিছু ম্যানযেনিটা আর চিয়া ফুল। ওয়ানিতার জন্যে সবাই ফুল এনেছে।

অভাবনীয় দৃশ্য দেখে বিমূঢ় ভাব কাটিয়ে উঠতে কয়েক মুহূর্ত সময় নিল শহরবাসী। তারপর আনন্দের বিস্ফোরণ ঘটল। হৈ-চৈ করতে করতে লোকজন ওদের পিছু নিল। রাগে দাঁত কিড়মিড় করে ওদের দিকে তাকাচ্ছে তিন ভাই। লীর বাড়ির সামনে এসে থামল ওরা।

জানালা দিয়ে একবার উঁকি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল ওয়ানিতা লী।

'ওহ্, পারসি! আমার ফুল এনেছ! তুমি দারুণ! ইশ! কত ফুল!'

'হ্যাঁ। আড়ষ্টভাবে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মুখ-বেজার-করা আউটলদের কাছ থেকে ফুলের গোছাগুলো একে একে নিয়ে ওয়ানিতার হাতে তুলে দিল কিড। 'এনেছি। কিন্তু এগুলো তাড়াতাড়ি পানিতে না রাখলে নেতিয়ে পড়বে।'

ওয়ানিতা আউটল তিনজনকে খেয়াল করেছে কিনা ঠিক বোঝা গেল না। 'ওহ, পারসি! আমি জানতাম তুমি পারবে! আমার মন তাই বলছিল!'

তেতো বিরক্ত হয়ে জ্বলে উঠল কীথ। 'ছিঃ, শেষে কিনা পারসি নামের এক ব্যাটার হাতে ধরা পড়লাম!'

প্রেমিকার মুখে সবই মধুমাখা। কিন্তু কীথের মুখে নিজের ওই নাম শুনে খেপে উঠল কিড।

'জীবনে কাউকে নিরস্ত্র অবস্থায় গুলি করিনি আমি। ফের যদি তোমার মুখে ওই নাম শুনি একদম বন্ধ করে দেব তোমার মুখ!'

'ধুপধাপ' শব্দ তুলে দু'জন ডেপুটি নিয়ে ছুটে এল শেরিফ।

'আশ্চর্য কাণ্ড, ওয়ানিতা!' বিস্ময়ের সুরে বলল শেরিফ। 'তোমার কাউবয় প্রেমিক এই দুর্ধর্ষ বাড আউটলদের ধরে এনেছে!'

'বাড ব্রাদার্স?' মিষ্টি করে একটু হাসল ওয়ানিতা। 'ওহ, শেরিফ,

তোমার বৌকে একটু আসতে বলবে? দুজনে মিলে ফুল দিয়ে ঘর সাজাব? বুঝতে পারছি না ভারবিনাগুলো বসার ঘরে ভাল মানাবে, নাকি...' কথা শেষ না করেই ফুল হাতে বাসায় ঢুকল ওয়ানিতা।

দাঁত দিয়ে একখণ্ড তামাক কাটল শেরিফ।

'রকির সব থেকে ভয়ানক তিনজন আউটলকে ধরে এনেছ তুমি, উত্তেজনায় শহর গরম; এইসময়ে কিনা ওর চিন্তা ভারবিনাগুলো কোন ঘরে সাজাবে!' তামাকের পিক ফেলল শেরিফ। 'মেয়ের জাত! ওদের কোন হদিস আমি আজ পর্যন্ত পেলাম না!'

হয়ত সমর্থনেই একটু হেসে পকেট থেকে সিগারেট তৈরির সরঞ্জাম বের করল কলোরাডো কিড। ক'দিন শেভ করেনি বলে মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি। মরু অঞ্চলের ধুলো জামা-কাপড়ে পুরু হয়ে জমেছে। বিনা ঘুমে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে ক্লান্তিতে অবসন্ন ওর দেহ।

হঠাৎ আবার দরজার মুখে দেখা দিল ওয়ানিতা।

'পারসি? লক্ষ্মী-সোনা, আমাকে একটু সাহায্য করবে? প্লীজ? প্রেটি প্লীজ?'

চোখ তুলে শেরিফের দিকে তাকাল কিড। কাঁধ উঁচিয়ে অর্থপূর্ণ মুখভঙ্গি করল শেরিফ।

'আসছি, সুইটি!' সাড়া দিল কিড।

খুনে ঘোড়া

উইন্ড রিভার বার্ষিক রোডিওতে প্রতিযোগীদের প্যারেডে কালো গেল্ডিঙ ঘোড়ার পিঠে বসা পিট প্যাসকেলকে খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে। লম্বা শক্ত গড়ন ওর। রূপালী আর সাদা পোশাকে ওকে চমৎকার মানিয়েছে। দর্শকবৃন্দ ওকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাল। মাথার স্টেটসন হ্যাটটা খুলে নেড়ে সেও তার জবাব দিল। রোডিও দেখতে যারা এসেছে তারা সবাই জানে পশ্চিমের একজন প্রথম শ্রেণীর আরোহী সে।

পরপর দু'বছর উইন্ড রিভার প্রতিযোগিতায় চড়া সম্মানের সাথে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এছাড়াও অন্যান্য আরও ডজনখানেক রোডিওতেও বিভিন্ন খেলায় দক্ষতা দেখিয়ে দর্শক আর প্রতিযোগী উভয় পক্ষ থেকেই শ্রেষ্ঠ অল-রাউন্ডার হিসেবে প্রশংসা আর সম্মান অর্জন করেছে। কিন্তু আজ ভয় আর ঘৃণা দুটোই ওর সঙ্গ নিয়েছে। ভয়ের কারণ হচ্ছে একটা বিশেষ দিনে একটা ঘোড়ার স্মৃতি। আর ঘৃণা এবং হিংসাটা হচ্ছে ওর প্রতিদ্বন্দ্বী কঠিন চেহারার ট্যান্ডি ওনিলের মনে। লোকটা প্যারেডে অংশ নিয়ে তার পাশাপাশিই এগোচ্ছে। ওই লোকটাই তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

'আজ কেমন বুঝছ, বাছা?' টিপ্পনী কাটল ট্যান্ডি। 'আজ সবাই

জানবে তুমি ভীতু। তুমি যে কি পরিমাণ ভীতু সেটা 'কিলার' সবার সামনে প্রমাণ করবে! টের পাচ্ছ তো এতগুলো দর্শকের সামনে আজ যখন তোমার স্বরূপ প্রকাশ পাবে তখন তোমার কেমন ঠেকবে?'

ওর কথার কোন জবাব দিল না প্যাসকেল। ওর চেহারা আড়ষ্ট আর ফ্যাকাসে হল। ওনিল যা বলছে তার মধ্যে যে কতখানি সত্য লুকিয়ে আছে এটা সে নিজেই জানে। ওই খুনে ঘোড়া 'কিলার'কে সে ভয় পায়– চিরজীবনই 'কিলার'কে সে ভয় করে এসেছে।

পরপর তিনবার প্যাসকেলের কাছে হেরে চ্যাম্পিয়নের বদলে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে তার মনের জ্বালা বেড়েছে। হেরে যাওয়াটা কোনদিনই সহজভাবে নিতে পারে না ওনিল। যতবার হেরেছে ওর হিংসা আর বিদ্বেষও তত বেড়েছে। শেষে টুইন ফর্কস্-এ পিটের কোথায় দুর্বলতা তা ধরে ফেলল ওনিল।

ছোট্ট রোডিও। মাত্র কয়েকজন প্রতিযোগী। ঘোড়ার পিঠ থেকে ল্যাসোর ফাঁস ছুঁড়ে বাছুরের চারটে পা বেঁধে ফেলার খেলায় পিট খুব সহজেই জিতল। ষাঁড়ের সাথে কুস্তি করে তাকে মাটিতে ফেলার খেলায় জিতল ওনিল। দুজনে ছোট খেলাগুলোতে অংশ না নিয়ে অন্য প্রতিযোগীদের কিছু টাকা প্রাইজ পাওয়ার সুযোগ দিল। দুজনেই বুনো ব্রঙ্কো পিঠে কে কতক্ষণ টিকে থাকতে পারে তার ওপরই চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত করার সিদ্ধান্ত নিল।

পিট প্যাসকেল নিজের বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত ভাব নিয়ে ঘোরাফেরা করছে। লটারি করে কে কোন ঘোড়ায় চড়বে সেসব নাম বোর্ডে টাঙানো হল। দেখা গেল পিটের ঘোড়াটার নাম 'কিলার।'

'অদ্ভুত সব নাম!' হেসে বলল পিট। 'কে যে ওদের নামগুলো

ভেবে বের করে—ওদের কল্পনা শক্তি আছে বটে!'

কাঁধ উঁচাল ব্যারি স্পেন্ডার। 'ওটার নাম ভেবে বের করতে হয়নি,' বলল সে। 'ওটার পিঠে যদি টিকে থাকতে পারো তবে তোমার ফার্স্ট হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না। তবে ঘোড়াটা সত্যিই কিলার! ক্যালগেরি থেকে সে ওই নাম অর্জন করেছে!'

'ক্যালগেরি?' পিটের গলার স্বরে একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করে ঘুরে পিটের মুখের ভাব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করল ওনিল। 'এই কিলার ক্যালগেরির সেই ঘোড়া?' প্রশ্ন করল পিট।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ব্যারি। 'ওখানকার একজন নাম করা রোডিও রাইডারকে সে মাটিতে ফেলে ওকে বারংবার লাথি মেরে খুন করেছিল বলেই ওকে "কিলার" নামটা দেয়া হয়েছে। ঘোড়াটা সাক্ষাৎ যমের মতই!'

'বিরাট একটা জেবরা ডান?' প্রশ্ন করল পিট। কিন্তু কথাটা ওনিলের কাছে প্রশ্ন নয়—মন্তব্যের মতই শোনাল।

'ঠিক তাই! আর হাড়-হারামী!'

সেদিন পিট প্যাসকেল হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ল বলে আর প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারল না। ট্যান্ডি ওনিল ব্যাপারটাকে মনেমনে উল্টেপাল্টে ভেবে দেখল। কৌতূহলের সাথে পিটকে সারাক্ষণ লক্ষ্য করল। ঘোড়াটাকে দেখতে গিয়েছিল পিট। গ্যালারিতে বসে প্রতিযোগিতাও দেখল, কিন্তু চেহারাটা ফ্যাকাসে আর অসুস্থ। চতুর ওনিল ওকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে বুঝল পিট অসুস্থ বটে—কিন্তু ভয়ে অসুস্থ। বিশাল জেবরা ডান ঘোড়াটাকে ভীষণ ভয় পায় সে!

ঘোড়াটা ভয়াবহ বলে নিজের নাম বজায় রাখল। পিট প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে না জেনে বিল কারসেন ওটার পিঠে

উঠেছিল। কিন্তু দু'সেকেন্ডও টিকতে পারেনি ঝোড়ো পিঠের তাণ্ডবে! ঝপ করে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল। দর্শকের চিৎকারে পিটের চেঁচিয়ে ওঠার শব্দ ডুবে গেল। কিন্তু ওনিল আতঙ্কে উঠে দাঁড়িয়ে ওর চিৎকার করে ওঠা খেয়াল করল। চির-হিংসার পাত্র পিটের দিকেই লক্ষ্য রেখেছিল ট্যাম্ডি। সে স্পষ্ট দেখল চিৎকারটা ভয়ের চিৎকার। জেবরা ডান ঘোড়াটা ঘাড় লম্বা করে দাঁত বের করে লাথি মেরে বিল কারসেনকে মাটিতে ফেলে সামনের দু'পা দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে আঘাত করল। ঘোড়ার পিঠে রোডিওর লোকজন খেপা ঘোড়াটাকে মাটিতে লুটানো বিলের কাছ থেকে সরিয়ে নিল। কিন্তু রাত হওয়ার আগেই খবরটা জানাজানি হল। বিল কারসেন আর জীবনে কখনও ঘোড়ায় চড়তে পারবে না—এমনকি হাঁটতেও পারবে না। জনমের মত ওকে পঙ্গু করে দিয়েছে "কিলার।"

কিন্তু সিংহের মত মাথা, তামাটে রঙের বিশাল লোকটা বিল কারসেনকে নিয়ে একটুও ভাবছে না। রোডিওতে এসব ঘটনা ঘটেই থাকে। পিট প্যাসকেলের কথাই সে ভাবছে। পিট ভীত। কিলারকে সে ভয় পায়। এটা মনে রাখার মত একটা ব্যাপার।

প্রেসকট আর সেলিনাস্ দু'খানেই পিট ট্যাম্ডি ওনিলকে হারিয়ে বেশি টাকা প্রাইজ পেল। কিন্তু 'কিলার' ওখানে ছিল না। টেক্সাসে সে তখন রাইডারদের পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলায় ব্যস্ত। এবং দ্বিতীয় একজনকে সে পায়ের তলায় পিষে হত্যা করেছে ওখানে। কথাটা যেন পিটের কানে যায় সেটা নিশ্চিত করল ওনিল। সেলিনাসে জেতার পর ওকে কঙগ্রেচুলেট করল ওনিল।

বলল, 'তোমার কপাল ভাল "কিলার" এখানে ছিল না।' ওই নাম শুনে চমকে মাথা তুলে তাকাল পিট। ওর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

'শুনলাম সে নাকি আর একজনকে শেষ করেছে টেক্সাসে!'

রক্তশূন্য মুখে কথার কোন জবাব না দিয়ে অন্যদিকে সরে গেল পিট। আপন মনেই হাসল ওনিল।

মানুষ সম্পর্কে ওনিলের কিছু নিজস্ব ধারণা আছে। সে মনে করে মানুষ কোন কিছুকে ভয় পেলেই সে 'ইয়েলো'—অর্থাৎ কাপুরুষ। ওর চিন্তাধারাটাই এমন। সে জানে না ঘুসাঘুসিতে যে কাউকে তোয়াক্কা করে না, পিস্তলের মুখে তার হাঁটু কাঁপতে পারে। আবার পটু পিস্তলবাজ লোকও ঠাণ্ডা স্টীলের ছুরির সামনে কুঁকড়ে যেতে পারে। কিংবা একটা বিপদের সামনে যে কাপুরুষ, সে অন্য কোন বিপদের মুখে প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারে। ওনিলের কাছে যে লোক ভয় পায় সে ইয়েলো—এবং সেটাই চূড়ান্ত। পিট যে কিছুকে ভয় পায় এটা জেনে সে সন্তুষ্ট। এটা মনে রাখার মত একটা ব্যাপার এবং সুযোগ পেলে ব্যবহারও করবে।

ট্যাভি ওনিল রুক্ষ কঠিন বিশাল পুরুষ। সারাটা জীবন কঠিন ব্রঙ্কো ঘোড়া এবং কঠিন সব লোকের বিরুদ্ধে লড়ে খুব কমই হেরেছে। ভয় কাকে বলে সে জানে না। যারা কোনকিছুকে ভয় পায় তাদের সে নিচু চোখে দেখে।

আজ, উইল্ড রিভার রোডিওতে জিতে সে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্যে প্রস্তুত। আজকের বিজয় তাকে দেবে দুর্লভ একটা তৃপ্তি। এর জন্যে ভিতরে-ভিতরে গোপনে অনেক কারসাজিও করেছে। রোডিও কর্মকর্তাদের সাথে যোগ-সাজশ করে নামকরা কঠিন ব্রঙ্কোর দলের সাথে কিলারকেও আনিয়েছে।

আজ এখানে সব রোডিও দর্শক আর মার্গারেট কেরির সামনে সে প্রমাণ করবে পিট প্যাসকেল একজন কাপুরুষ। সারা দুনিয়ার লোক

আজ তা জানবে।

'ঘোড়াটা এসেছে,' খোঁচা দিয়ে বলল ওনিল। 'এখানেও যদি তুমি কোন বাহানা করে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করো তবে সবাই জানবে তুমি ইয়েলো!'

এবং ঠিক তাই ঘটবে! ট্যান্ডি ওনিলের ছড়ানো গল্প কিছু কিছু পিটের কানেও এসেছে। সে এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতলব করেছে। পিটকে কাপুরুষ বলে সবার সামনে অপদস্থ করতে পারলে রোডিওতে শীর্ষস্থান তো সে পাবেই—পিটের সাথে মার্গারেট কেরির সম্পর্কেও চিড় ধরবে। পিটের বদলে মেয়েটা তখন তাকেই পছন্দ করবে।

'সবাই বলছে পিট প্যাসকেল নাকি কিলারের পিঠে চড়ার ভয়ে প্রতিযোগিতাই বাদ দিয়ে দেবে।' গত সন্ধ্যায় একজন বড় র‍্যাঞ্চারকে ওই মন্তব্য করতে শুনেছে পিট। সে আরও বলেছিল, 'ওই ঘোড়াটাকে ওর দারুণ ভয়! টেক্সাসে একবার অসুস্থতার নাম করে সে পিছিয়ে গিয়েছিল, তবু ওই ঘোড়ায় চড়তে সাহস পায়নি!'

'ঘোড়াটা সত্যিই খারাপ,' স্বীকার করল স্টিভ উইনকর্ন, 'কিন্তু ঘোড়া শক্ত না হলে আর বাহাদুরি কোথায়?'

পিট ঘুরে সোজা হোটেলে ফিরে এসেছিল। লজ্জায় ওর কান লাল হয়ে উঠেছিল। কারণ ওটাকে সত্যিই সে ভয় পায়। ওটাকে সে যেদিন নেভাডার খোলা রেঞ্জে মুক্ত বুনো অবস্থায় প্রথম দেখেছিল সেদিন থেকেই কিলারকে সে ভয় করে। মাথা উঁচিয়ে নাক ফুলিয়ে দল ছেড়ে ঘোড়াটা ওর দিকে ধীর গতিতে এগিয়ে এসেছিল।

বুনো ঘোড়া, অথচ দৌড়াচ্ছে না। এতেই তার বোঝা উচিত ছিল। তার নিজের ঘোড়ার প্রতিক্রিয়া দেখেও না বোঝার কারণ ছিল না। তার

ঘোড়াটা ভয়ে জোরে নাক ঝেড়ে ধীরে ধীরে দূরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। তাছাড়া বুড়ো র‍্যাঞ্চারও ওকে ওই ঘোড়াটা সম্পর্কে সাবধান করেছিল। বলেছিল, 'ওটাকে দেখতে পেলেই সাথেসাথে গুলি করে মেরে ফেলো—ওটা একটা খুনে ঘোড়া। ওকে না মারলে নির্ঘাৎ সে তোমাকে শেষ করবে!'

সত্যিকার মানুষ-খুনী ঘোড়ার সংখ্যা খুবই কম। ওদের ভিতরকার খুনে স্বভাবটা ধীরে ধীরে জাগে। তারপর একসময়ে বিস্ফারিত চোখে চোয়াল ফাঁক করে আক্রমণ করে বসে। কিলার ওই রকমই একটা ঘোড়া। জন্ম থেকেই মানুষ আর অন্য ঘোড়ার প্রতি থাকে তাদের ভীষণ আক্রোশ। নিজের দলের ছাড়া যা কিছু নড়ে সবই ওদের শত্রু।

পিট প্যাসকেল প্রথম যখন কিলারকে দেখে তখন ওর বয়স ছিল সতেরো। নিজের ঘোড়ার সরে যাওয়া, ভয়ে থরথর করে কেঁপে ওঠা টের পেয়েছিল সে। কিন্তু তখন কাঁচা বয়স—কৌতূহলও বেশি। তাছাড়া ঘোড়াটাকে প্রথম দৃষ্টিতে শান্ত আর ফ্রেন্ডলি বলেই ওর ধারণা হয়েছিল।

হঠাৎ জেবরা ডানটা খুনের নেশায় উন্মত্ত হয়ে ওদের দিকে ছুটে এল। নিমেষে প্রচণ্ড আঘাতে পিটের ঘোড়াটাকে ধরাশায়ী করল সে। পিট ছিটকে একটু দূরে গিয়ে পড়েছিল। ডানটা এবার ওর দিকে ছুটে এল। কিন্তু পিটের ঘোড়াটাকে মাটি ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দেখে খ্যাপা ঘোড়াটার মনোযোগ আবার ওদিকে ফিরল। শয়তানের দোসরের মত ভীষণভাবে আক্রমণ করে লাথির পর লাথি চালিয়ে গেল ওই স্ট্যালিয়নটা। যতক্ষণ পিটের ঘোড়াটা রক্তাক্ত একটা মাংস পিণ্ডে পরিণত না হল, সে থামল না।

বিনা অস্ত্রে অসহায় অবস্থায় দুটো পাথরের ফাঁকে আশ্রয় নিয়ে

নিরুপায় হয়ে নিজের ঘোড়াটাকে আতঙ্কিত চোখে নিষ্ঠুরভাবে মার খেয়ে চোখের সামনে মরতে দেখল সে। ওকে বাঁচাবার কোন পথই ওর ছিল না। ঘোড়াটাকে হত্যা করেও স্ট্যালিয়নটার খুনের নেশা মেটেনি। এবার একই উন্মাদনা নিয়ে পিটের দিকে এগোলো সে। লাফিয়ে উঠে বারবার ওর দিকে লাথি চালাল। কিন্তু ভাগ্যক্রমে পাথরের আড়ালে সুবিধাজনক একটা আশ্রয় পেয়ে যাওয়ায় বারবার পাথরের ওপরই খুরের প্রচণ্ড আঘাতগুলো পড়ল।

পুরো তিন ঘণ্টা পাথরের চারপাশে ঘুরেফিরে কিশোর পিটকে হত্যা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখল খুনে ঘোড়াটা। ওই কয়েক ঘণ্টা যে কেমন অসহায় আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে কাটল ওর সেটা সে ছাড়া আর কেউ জানে না। সেই নিদারুণ ভয়ের স্মৃতি কোনদিন ভুলতে পারবে না সে। ওর দলের অন্য ঘোড়াগুলো অনেক আগেই চলে গেছে। শেষ পর্যন্ত নেহাত খেয়াল বশেই ঘোড়াটা ওকে রেহাই দিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার পরেও কয়েকঘণ্টা পিট তার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বেরোতে সাহস পায়নি। ওর ভয় হচ্ছিল ঘোড়াটা হয়ত আবার ফিরে আসতে পারে।

এর পরে থেকে কখনও পিস্তল ছাড়া রেঞ্জের ওই এলাকায় আর যায়নি পিট। ক্যালগেরিতে ওরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিল রবার্টসকে পায়ের তলায় ফেলে পিষে মারার আগে ওই ঘোড়াটাকে আর দেখেনি পিট। সেদিন গ্যালারিতেই বসে খেলা দেখছিল সে, বন্ধুর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নামেনি। ঘোড়াটাকে দেখেই সে উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়েছিল— কিন্তু কিছু করার আগেই ওরই চোখের সামনে সব শেষ হয়ে গেল।

উইন্ড রিভার রোডিওতে চালাকি করে ওই খুনে ঘোড়াটাকেই

আনিয়েছে ওনিল। এবং পিট প্যাসকেলকেই চড়তে হবে ওর পিঠে। এবার ওর পালা।

প্যারেডের শেষে অধীর আগ্রহে পিটের জন্যে অপেক্ষা করছিল মার্গারেট কেরি। ওর চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল।

'ওহ, পিট! বাবা বলেছে রোডিওর টাকা পেয়ে তুমি যদি উইলো ক্রীক র‍্যাঞ্চটা কেনো তবে আর বিয়েতে আপত্তি করবে না— খুশি হয়েই মত দেবে!'

শান্তভাবে মাথা ঝাঁকাল পিট। 'ওটা কি এখনই কিনতে হবে?' প্রশ্ন করল সে। 'মানে, ওটা কিনতে হলে কমপক্ষে পনেরো শো ডলার দরকার। এই রোডিওতে টাকা জিতে ওটা কিনতে হলে আমাকে অন্তত চারটে বিভাগে প্রথম হতে হবে।'

'না, তুমি ব্রঙ্কো রাইডিঙে জিততে পারলেই আর কিছু লাগবে না, পিট! ওরা ওটার প্রাইজের টাকা বাড়িয়ে পনেরো শো করেছে! তুমি জিততে পারবে! স্টিভ উইনবার্ন আর ট্যাডি ওনিলকে তুমি আগেও হারিয়েছ!'

একটু ইতস্তত করল পিট। ওর চেহারাটা লাল হয়ে উঠল। 'আমি এখানে ব্রঙ্কো চড়ার প্রতিযোগিতায় যোগ দিচ্ছি না, ম্যাগি। আমি কেবল বাছুর ধরা, ষাঁড়ের পিঠে চড়া আর ষাঁড়ের সাথে কুস্তির প্রতিযোগিতাগুলোয় অংশ নেব।'

মার্গারেট কেরির চেহারাটা একটু অপ্রতিভ আর ফ্যাকাসে হল। চোখ দুটো অবিশ্বাসে একটু বড় দেখাচ্ছে। 'তাহলে···তাহলে ওরা যা বলছে সেটাই সত্যি! তুমি সত্যিই ভয় পাও···তুমি ইয়েলো!'

ওর দিকে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল পিট। ওর বুকের

ভিতরটা দুঃখে মোচড় দিচ্ছে। 'হ্যাঁ, সম্ভবত আমি তাই,' বলল সে। 'ওই ঘোড়াটাকে আমি ভয় পাই!'

মার্গারেট কেরি ওর দিকে তাকিয়ে রইল। 'পিট, আমি একটা কাপুরুষকে কখনও বিয়ে করব না! অন্য লোকে যে ঘোড়া চড়তে ভয় পায় না, সেই ঘোড়াকে আমার স্বামী ভয় পায়—একথা মানুষে বলুক এটা আমি সইতে পারব না! স্টিভ উইনবার্ন ওই ঘোড়ায় চড়তে চেয়েছে! ওনিল বলছিল—'

'ওনিল?' মুখ তুলে মেয়েটার দিকে তাকাল পিট। 'তুমি ওর সাথে কথা বলেছ?'

'হ্যাঁ, বলেছি!' ছ্যাঁৎ করে উঠল মার্গারেট। 'লোকটা অন্তত একটা ঘোড়াকে ভয় পায় না!' ঝট করে গোড়ালির ওপর ঘুরে দ্রুত হেঁটে চলে গেল মেয়েটা। ক্ষোভে ওর পুরো দেহ থরথর করে কাঁপছে।

পিটও ঘুরতে শুরু করেছিল, কিন্তু কোরালের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো একটা বুড়োকে দেখে থামল। বুড়োর ঠোঁটের দুপাশে হলুদ রঙের গোঁফ অনেকখানি নিচে নেমেছে।

'দুর্ভাগ্য, বাছা!' বলল সে। 'তোমাদের কথাবার্তা আমি শুনতে চাইনি—তবু কানে এল। কিলারকে রাইড করার জন্যে তোমার নাম উঠেছে?'

মাথা ঝাঁকাল পিট। 'কিন্তু আমি ওর পিঠে চড়ব না!' বলল সে। 'ঘোড়াটা সাক্ষাৎ যম! ওকে কোন রোডিওতে আনাই উচিত না! ওর পিঠে কাউকে চড়তে দিলে সেটা ঘোড়া চড়ার কৌশল আর দক্ষতা স্পোর্টের পর্যায়ে থাকে না— হয়ে দাঁড়ায় নিছক খুন।'

'তোমার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত,' আন্তরিকভাবেই বলল বৃদ্ধ। 'ওই ঘোড়ার সাথে যুঝতে যাওয়া নেহাত পাগলামি। ওকে আমি

অ্যাকশনে দেখেছি। ওটা খুনে ঘোড়া।'

দুঃখের সাথে মাথা ঝাঁকাল পিট। 'আমার স্থানীয় এলাকার ঘোড়া ওটা। ব্ল্যাক রক ডেজার্টে সে পাঁচ বছর আগে আমার ঘোড়াটাকে আমারই চোখের সামনে খুরের তলায় থেঁতলে হত্যা করেছিল।'

'তুমি কি পিট স্টিলওয়েল?' জিজ্ঞেস করল বুড়ো। 'আমি বুড়ো জেকব। তোমার সম্পর্কে আমি অনেক প্রশংসা শুনেছি। তোমাকে দেখে তো আমার কাপুরুষ বলে মনে হচ্ছে না।'

দপ করে জ্বলে উঠল পিটের চোখ। 'আমি কাপুরুষ নই! কিন্তু ওই ঘোড়াকে আমি ভয় করি! ওকে নিয়ে বোকার মত আমি খেলতে যাব না!'

'নিজের দুর্বলতা স্বীকার করতেও সাহসের প্রয়োজন হয়। তুমি না চড়লে কে ওর পিঠে উঠবে?'

'উইনবার্ন আর ওনিল দুজনই ওকে চায়। কেউ ওর পিঠে না চড়লেই আমি সব থেকে খুশি হতাম। ওটা একটা খুনে শয়তান। ওর মধ্যে কিছু একটা আছে যেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়।'

'ওরকম কিছু লোককেও আমি চিনি,' সায় দিল বুড়ো জেকব। 'অমন খুনের নেশা কিছু ইতর মানুষের মধ্যেও আছে। যাক—আমি এখন চললাম—তোমার মঙ্গল হোক।'

ভুরু কুঁচকে লোকটার যাওয়া লক্ষ করল পিট। ওকে আগে কখনও দেখেনি সে।

মার্গারেটের কথা মনে পড়তেই ওর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। ম্যাগিও বিশ্বাস করে সে কাপুরুষ...হয়ত সত্যিই সে তাই! সোজা জেফ শ্যান্ডলারের সামনে গিয়ে হাজির হল পিট। লোকটা রোডিও কমিটির চেয়ারম্যান।

'জেফ, আমি ব্রঙ্ক রাইডিঙ থেকে আমার নাম কাটাতে এসেছি,' বলল সে। 'ওই কিলারের পিঠে আমি চড়ব না।'

শ্যান্ডলার তার চোয়ালের ফাঁকে ধরা সিগারটা একটু সরাল। 'তোমার অনিচ্ছার কথা আমার কানে এসেছে। তুমি বলছ ওটা সত্যিই খুনে ঘোড়া?'

'শুধু বলছি না, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিশ্চিতভাবে জানি।' সংক্ষেপে নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে সে বলল, 'আমার মনে হয় ওই ঘোড়াটাকে লিস্ট থেকে বাদ দেয়াই উচিত।'

মাথা নাড়ল জেফ। ওর শীতল নীল চোখে কিছুটা অবজ্ঞা প্রকাশ পেল। 'অসম্ভব! তুমি ভয় পাও বলে অন্যেরাও ভয় পাবে তার কোন মানে নেই! ওনিল তো ওই ঘোড়ায় চড়ার একটা সুযোগের জন্যে কেবল পায়ে ধরতে বাকি রেখেছিল! শ্রেষ্ঠ রাইডার হিসেবে তোমাকেই ওটা দেয়া হয়েছিল।'

মার্গারেট বা তার বাবা কারও দেখা পেল না পিট। ল্যাসো হাতে একাই বাছুর ছাড়ার গেটটার কাছে অপেক্ষা করছে পিট। রোডিওর কোন কর্মচারী বা প্রতিযোগী কেউ ওর কাছেও ঘেঁষছে না। তিক্ততায় ভরা ভারি মন নিয়ে ওদের আর দর্শকদের দিকে তাকাচ্ছে সে। একবার কোরালের ওপাশে মার্গারেট কেরিকে দেখতে পেল। মেয়েটা ট্যাডি ওনিলের পাশে দাঁড়িয়ে হেসে ওর সাথে কথা বলছে।

বাছুরের পিছনে ঘোড়ার পিঠে ছুটে ল্যাসো ছুঁড়ে বাছুরটাকে ধরে ঘোড়া থেকে নেমে ল্যাসোর দড়ির বাকি অংশ দিয়ে চারটে পা একসাথে বেঁধে হাত তুলে দাঁড়াতে কার কত কম সময় লাগে, এটা তারই প্রতিযোগিতা।

ওনিলকে দিয়ে শুরু হল কাফ্ (calf) রোপিঙ। দ্রুত ধাওয়া করে বাছুরটাকে অল্পই সময় নিল সে। মাত্র নয় সেকেন্ড। স্টিভ উইনবার্ন আর বেনি ওয়াট্স্ একটু বেশি সময় নিল। স্টিভ নিল এগারো সেকেন্ড আর বেনি বারো। পিটের কালো ঘোড়াটা গেট খোলার সাথেসাথে বিদ্যুত-গতিতে ছুটল—ওর লাগল সাত সেকেন্ড! রেকর্ড টাইম।

'সুধীবৃন্দ!' লাউড স্পীকারে গমগম করে উঠল রবার্টসের কণ্ঠ। 'এমন আর দেখা যায়নি! পিট স্টিলওয়েল, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন রোডিও স্টার আজ আগের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে সাত সেকেন্ডে খেলা শেষ করেছে!'

দর্শকবৃন্দের হর্ষধ্বনির মাঝে কালো ঘোড়াটার দিকে এগোলো সে। কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল—পিটের মনে হলো ওটা ওনিলেরই স্বর।

'কিলারটা কোথায়? কিলারকে আনো!' দর্শকরাও একই সুর তুলল।

ঘোড়ায় চড়ে এরিনা ছেড়ে বেরিয়ে এল পিট। ওর কানে এখনও কথাগুলো বাজছে।

'কিলারকে আনো! কিলারের পিঠে ওকে দেখতে চাই! ইয়েলো!'

বেরিয়ে এসে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল পিট। ওর চেহারাটা রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বুড়ো জেকব ওর দিকে চাইল।

'হজম করা কঠিন, তাই না?'

ওই কথার কোন জবাব দিল না পিট। ওর চেহারাটা বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। ট্যান্ডি ওনিল আরও কয়জন আরোহীর সাথে ওখানে এসে হাজির হল।

'ওই দেখো আমাদের হিরো! মিল্ক ওয়্যাগনের ঘোড়ায় চড়তে

চায়!'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল পিট। 'মুখ সামলে কথা বলো!'

অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল ট্যান্ডি। ভুরু কুঁচকে তাকাল সে। 'ডরপুক লোকটার কথা শোনো! আমাকে শাসাচ্ছে! কাপুরুষ!'

হাতের মুঠো পাকিয়ে দুজনে দুজনের দিকে এগোলো। লাউড স্পীকারে এইসময়ে ঘোষণা শোনা গেলঃ 'ওনিল! ষাড়ের কুস্তির জন্যে তৈরি হও!'

বিশাল লোকটা ঘুরে ঘোড়ার পিঠে উঠল। 'কঠিন একটা পিটুনির হাত থেকে বেঁচে গেলে,' রোষের সাথে বলল সে। 'তোমার কপালটাই ভাল!'

'ঠিক আছে, পরে দেখা হবে!' পাল্টা জবাব দিল পিট। 'যখন খুশি—যেখানে চাও!'

ভারি মনে হেঁটে এগোলো পিট। পিছন থেকে দর্শকের হর্ষধ্বনি উঠল—ঘোড়ার পিঠে ষাঁড়ের দিকে এগোচ্ছে ট্যান্ডি। থেমে দর্শকের কোলাহল কিছুক্ষণ শুনল পিট। একটু পরে তাকেও ওই এরিনাতে ঢুকতে হবে। আবার তাকে দর্শকদের সামনে উপস্থিত হতে হবে—ওরা তাকে অবজ্ঞা করে কটু কথা শোনাবে। কোন লাভ নেই…সবই মিছে। এখনই ইস্তফা দিলেই হয়!

তারপর আরেকটা চিন্তা এল ওর মাথায়। চলতে চলতেই থেমে দাঁড়াল। পালাবে? কিছুতেই না! সে ওখানে ফিরে গিয়ে ওদের দেখিয়ে দেবে। ঘুরে আবার ফিরে গেল সে। যখন সময় এল অসুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে ষাঁড়টাকে নিমেষে মাটিতে ফেলল। এত দ্রুত ষাঁড়কে কাবু করা তার জীবনে এই প্রথম। লাউড স্পীকারে সময় ঘোষণা করা হল। ঘোড়ার পিঠে উঠল সে।

ব্যাঙ্গ আর বিদ্রূপের শব্দ উঠল গ্যালারি থেকে। কিন্তু এবারে বেরিয়ে না গিয়ে সোজা গ্যালারির সামনে এসে দাঁড়িয়ে স্যালিউটের ভঙ্গিতে হ্যাট উঁচু করল। ব্যাঙ্গাত্মক উক্তি আর চিৎকারের মাঝেও সে ঘোড়ার পিঠে স্থির বসে রইল। মুখটা মড়ার মত সাদা আর চোখ দুটো উজ্জ্বল। নীরবতার অপেক্ষায় আছে। শেষে নীরবতা এল। তারপর হ্যাটটা আর একবার নেড়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওকে ধীর পায়ে হাঁটিয়ে এরিনা ছেড়ে বেরিয়ে গেল। পিছনে স্তব্ধ নীরবতা।

বুড়ো জেকব মার্গারেট কেরির পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়েটা বিস্ফারিত চোখে পুরো ঘটনাটা দেখল। 'লোকটার বুকের পাটা আছে,' মন্তব্য করল বুড়ো।

ঘুরে বুড়োর দিকে তাকাল মেয়েটা। তারপর এরিনা ছেড়ে যে লোকটা বেরিয়ে যাচ্ছে তার দিকে চোখ ফেরাল। 'তাই মনে হচ্ছে,' ইতস্ততার সাথে স্বীকার করল ম্যাগি। ভুরু কুঁচকাল সে। 'তোমাকে চিনতে পারলাম না, চিনি কি?'

বুড়ো পকেট থেকে চিবানোর তামাক বের করে একটা অংশ দাঁত দিয়ে কেটে নিল। 'না, ম্যাম, আমাকে তুমি চেনো না। আর সত্যিকার পুরুষকেও চোখের সামনে দেখেও চিনতে পারো না!' হঠাৎ ঘুরে চলে গেল লোকটা। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল মার্গারেটের মুখ।

নিজের মনেই একা দাঁড়িয়ে ভাবছে মেয়েটা। পিটের প্রতি কি সে অন্যায় করেছে? একটা ঘোড়ায় চড়তে অস্বীকার করেছে বলেই কি সে ভীরু কাপুরুষ? ঘোড়া চড়ার প্রতিযোগিতায় যে যোগ দেয় সে খারাপ ঘোড়াকে ভয় করবে এটা কেউ আশা করে না। আশা করা হয় যে ঘোড়াই দেয়া হোক সেটাতেই সে চড়বে। বেশিরভাগ প্রতিযোগীই খারাপ ঘোড়াই চায় কারণ তাতে তাদের দক্ষতা দেখাবার সুযোগ

বাড়ে। ঘোড়াটা যদি পিট যতটা খারাপ বলে মনে করছে তত খারাপও হয় তবু কি তার প্রতিযোগিতা থেকে নাম কাটিয়ে দেয়া উচিত হল?

সবদিক বিচার করে সে বুঝল ওকে কেউ কাপুরুষ বলুক এটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারবে না কিংবা যে ইয়েলো তাকে সে ভালবাসতে পারবে না।

ট্যান্ডি ওনিল ব্রঙ্ক-রাইডিঙে প্রথম আর দ্বিতীয় দুই রাইন্ডেই জিতল। তারপর সে তার চিরাচরিত প্রদর্শনী ট্রিক-রাইডিঙ দেখাল। বাছুর-বাঁধা আর ষাঁড়ের কুস্তিতে পিটের কাছে হারলেও প্রথম দিনের রোডিওতে ওনিলই হল হিরো। আর পিট যে ঘোড়া চড়তে অস্বীকার করেছে ওনিল সেই ঘোড়া চড়ার দাবি জানিয়ে দর্শকের মন জয় করে নিয়েছে।

অসন্তোষ নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে পিট। রোডিওর জমকাল পোশাক পরে নিজেকে নিজের কাছেই ওর বেমানান মনে হচ্ছে। রোডিও ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যেতে পারলে সে বাঁচত। কিন্তু সে জানে এখন রোডিও পরিত্যাগ করলে চিরজীবনের জন্যে একটা দুর্নামের ছাপ ওর ওপর পড়বে। তাই সে শহর ছেড়ে যেতে পারছে না। এটা আর ওই খুনে ঘোড়ার আকর্ষণ ওকে আটকে রেখেছে এখানে।

সন্ধ্যা যতই গড়াচ্ছে ওই জেবরা ডান ঘোড়াটাকে নিয়ে অনেক কথাই ওর কানে এল। পিটকে কাপুরুষ বলে চিহ্নিত করলেও এখন লোকজন ভাবতে শুরু করেছে, ওটা সত্যিই খুনে ঘোড়া হতেও পারে। এসব গুজবে অবজ্ঞার সাথে নাক সিঁটকাল ওনিল।

রাতের খাবার খেতে বসেছে পিট এই সময়ে ক্যাফের দরজাটা সশব্দে খুলে গেল! দরজা দিয়ে বিশাল দেহ ট্যান্ডি ওনিল ভিতরে ঢুকল। ওর সাথে রয়েছে স্টিভ উইনবার্ন আর মার্গারেট কেরি। পিটকে

ভিতরে বসে থাকতে দেখে ম্যাগি বেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ঘুরেছিল, কিন্তু ওকে যেতে দিল না ওনিল। ওনিলের কিছু সাঙ্গপাঙ্গও ওদের পিছন-পিছন ঢুকে পিটের কাছেই দুটো টেবিল দখল করে বসল। বুড়ো জেকব কাউন্টারের পাশেই একটা টেবিলে বসে নিশ্চিন্তে ডোনাট আর কফি খাচ্ছে।

'যে যা-ই বলুক আমি কিলারের পিঠে চড়ব!' সবাইকে শুনিয়ে জোর গলায় বলল ট্যান্ডি। 'আমি কাপুরুষ নই! কোন ঘোড়া চড়তেই আমি ডরাই না!'

মুখ তুলে ওর দিকে তাকাল পিট। বাইরে থেকে ওকে আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা দেখাচ্ছে—কিন্তু ওর মাথার ভিতর আগুন জ্বলে উঠেছে। ওর স্বচ্ছ কঠিন চোখের সাথে মিলল ওনিলের চোখ।

'শেষ পর্যন্ত তোমার স্বরূপ প্রকাশ পেয়ে গেল, তাই না?' বিদ্রূপ করে বলল ওনিল। 'তুমি এতদিন বাইরের শো'টা বজায় রেখেছিলে—কিন্তু ভিতরে তুমি কাপুরুষ!'

'আর তোমার কেবল মুখটাই আছে—কাজে ঠনঠন,' শান্ত স্বরে বলল পিট।

ওনিলের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। ওর চোখ দুটো সরু হলো—মুচকি হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। চেয়ার পিছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল সে।

'তোমাকে একটা উচিত শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছা আমার আগে থেকেই ছিল। এক মিনিটের মধ্যেই চড়িয়ে তোমার ভীরু স্বভাবটাকে বাইরে বের করে আনব!'

টেবিলটার পাশ দিয়ে ঘুরে পিটের দিকে এগোলো সে। উইনবার্ন ওকে ডেকে ফেরাবার চেষ্টা করল। মার্গারেট কেরি উঠে দাঁড়াল। হাত

দিয়ে মুখ ঢাকল সে—চোখ বিস্ফারিত।

'আর আধমিনিটের মধ্যেই তুমি টের পাবে অযথা বড়াই না করাই ভাল ছিল।' টেবিলটাকে ঠেলে সরিয়ে কিছুটা জায়গা করে নিয়ে উঠে দাঁড়াল পিট।

লম্বায় সমান হলেও ওনিলের ওজন পিটের চেয়ে প্রায় পঞ্চাশ পাউন্ড বেশি। হাসি মুখে এগিয়ে এসে হাত ঘুরিয়ে প্রচণ্ড একটা ঘুসি চালাল ওনিল। কিন্তু তার আগেই কাঁধের কাছ থেকে পিটের বাম হাতের সোজা ঘুসিটা ওনিলের মুখের ওপর পড়ল। পরক্ষণেই মাথাটা সরিয়ে ওনিলের ঘুসিটা এড়িয়ে ডান হাতে ক্ষিপ্র গতিতে কাঁধের ওজন সহ প্রচণ্ড আরেকটা ঘুসি এসে পড়ল একই জায়গায়। টাল সামলাতে না পেরে ধপাস করে মেঝেতে আছাড় খেয়ে বসে পড়ল ওনিল।

একটু পিছিয়ে গেল পিট। শান্ত চেহারা। 'কালকে যদি ওই ঘোড়ায় চড়তে চাও, তবে বাকি শক্তি খরচ না করাই ভাল,' বলল সে।

উঠে দাঁড়িয়েই পিটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ওনিল। সরতে গিয়ে চেয়ারে হোঁচট খেল পিট। সামলে ওঠার আগেই পটাপট কয়েকটা ঘুসি চালাল ওনিল—রাগে লোকটার চেহারা ভীষণ হয়ে উঠেছে। ঝড়টা সামলে কাভার নিয়ে ওনিলের খুব কাছে চলে এল পিট। তারপর এক হাতে ওর বেল্ট আর অন্য হাতে হাঁটু দুটোর পিছন দিক পেঁচিয়ে ওকে তুলে মেঝের ওপর আছড়ে ফেলল।

রাগে গর্জে আবার উঠল ওনিল। পিট বিদ্যুত বেগে বাম আর ডান হাত চালাল। দুটো ঘুসিই পড়ল প্রথম মারে থেঁতলে যাওয়া ঠোঁটের ওপর। রক্তে ভিজে উঠেছে। ওনিলের ডান হাতের ঘুসিটা পাশে সরে এড়িয়ে ডান হাতে ঘুসি মারল ওর গলার ওপর। ফুঁপিয়ে দম নিল ট্যান্ডি। বাম হাতে পেটে একটা মেরে ডান হাতে কষে কঠিন একটা

হুক মারল পিট ওর চিবুকের ওপর। গায়ের জোরে এগিয়ে এল ওনিল। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে সমানে দুজনে দুজনকে ঘুসি মারল কিছুক্ষণ।

দুজনেই বিশাল আর শক্তিশালী। ওনিলের ওজন দুশো চল্লিশ পাউন্ড, আর পিট একশো পঁচানব্বই। দুজনেরই চমৎকার স্বাস্থ্য। গর্জে এগিয়ে এসে পিটকে জড়িয়ে ধরে দুজনেই একসাথে পড়ল। বুড়ো আঙুল দিয়ে পিটের চোখে খোঁচা দেয়ার চেষ্টা করে মিস করে হুমড়ি খেল ওনিল। পিট মাথা উঁচিয়ে কপাল দিয়ে ওর মুখ ঠুকে দিল। ব্যথায় অন্ধ হয়ে একপাশে গড়িয়ে পড়ল ওনিল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল পিট। ওনিলও উঠে চোখের পাতা কয়েকবার ফেলে চোখের পানি সরাল। পিট বাম হাতে ওর পাঁজরে একটা ঘুসি মেরে দুহাতে আরও দুটো জোরালো মার মারল। হলুদ চুলের ঝুঁটি ঝাঁকিয়ে একটা শক্তিশালী ঘুসি মেরে মিস করল ওনিল। পিট ওর পেটের ওপর ঘুসি মারল এবার। বিশাল লোকটার দেহ একটু ভাঁজ হলো। আরও দুবার ওকে মারল পিট—প্রচণ্ড মার। ওনিল ধরাশায়ী হলো।

'কে ইয়েলো, ওনিল?' বলে ভুরু থেকে হাত দিয়ে কেচে ঘাম ঝেড়ে ফেলে একটু পিছিয়ে গেল পিট। 'আরও মার খাওয়ার ইচ্ছা থাকলে উঠে দাঁড়াতে পারো।'

'আমি উঠছি!' হাঁপিয়ে হাঁ করে শ্বাস নিয়ে বলে টেবিল ধরে কোনমতে উঠে দাঁড়াল ওনিল।

টলছে লোকটা। ওর থেঁতলানো ঠোঁট আর চোখের ওপর লম্বা কাটা জায়গাটা থেকে ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ছে। অন্য চোখের নিচের দিকটা নীল হয়ে ফুলে উঠতে শুরু করেছে। কান থেকেও রক্ত বেরোচ্ছে। ওকে আবার মারার জন্যে এগিয়েছিল পিট, কিন্তু ওর অবস্থা দেখে হাত নামিয়ে পিছিয়ে এল।

'তুমি কোন ফাইটারই না,' শুষ্ক কণ্ঠে বলল পিট। 'কিন্তু ভাল রাইডার। তোমাকে পিটিয়ে মেরে ফেলার কোন অর্থ হয় না।' আর দাঁড়াল না পিট। দ্রুত হেঁটে ক্যাফে ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ঘোরের মধ্যে মুখ-চোখ হাতিয়ে দেখল ওনিল। তারপর পিট যে পথে চলে গেল সেদিকে অবুঝ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। ওর মাথাতেই ঢুকছে না শত্রুকে এমন অসহায় অবস্থায় পেয়েও কেন পিট ওকে রেহাই দিয়ে বেরিয়ে গেল। মাথা নেড়ে টলতে টলতে একটা খালি টেবিলের সামনে পাতা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে নিজের কনুইয়ের ভাঁজে মাথা রাখল।

দ্বিতীয় দিনের রোডিও একটু দেরিতেই শুরু হল। গতরাতের মার খাওয়ার পরও ট্যাডি ওনিলকে কাহিল দেখাচ্ছে না। চেহারাটা একটু ফোলা আর থেঁতলানো হলেও শারীরিক দিক থেকে সে আগের মতই দ্রুত আর সুস্থ আছে। পিট স্টিলওয়েল দর্শকদের সম্পূর্ণ নীরবতার মাঝে বাছুর বাঁধায় প্রথম স্থান জয় করল ফাইনাল রাউন্ডে। ওনিল সেকেন্ড হল।

ষাঁড়ের কুস্তিতে ওনিল ফার্স্ট আর পিট সেকেন্ড হল।

মহিষের পিঠে চড়ার প্রতিযোগিতায় ফাইনাল রাউন্ডে ওনিল সব নিয়ম মেনে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকল। পিটের ভাগে পড়ল 'ওল্ড-সেভেন্টি-সেভেন'। এক টনের উপরে ওর ওজন। ওটা ভীষণ আর একরোখা বলে ওর নাম আছে। পিঠের আরোহীকে মাটিতে ফেলার হেন ট্রিক নেই যেটা ওর জানা নেই। বাফেলো রাইডিঙের নিয়ম হচ্ছে কুঁজের কাছে বাঁধা একটা দড়ি বাম হাতে পেঁচিয়ে শক্ত করে ধরে ওর পিঠে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত টিকে থাকতে হবে। রাইডারের ডান

হাতটা থাকবে শূন্যে—কোনক্রমেই ওই হাতটা টিকে থাকার জন্যে ব্যবহার করা চলবে না। ওর পিঠে কেউ বেশিক্ষণ টিকতে পারে না। পিট ওর পিঠে তৈরি হয়ে বসার পর গেট খুলে এরিয়াতে ছাড়া হল ওকে। শুরু থেকেই আরম্ভ হল ওর সতেজ লাফানি, কোমরের দুপাশে ঝাঁকি আর ঘষে ভোঁতা করা ছোট শিঙ দুটো দিয়ে একবার ডাইনে আবার পরক্ষণেই বাঁয়ে গুঁতো মেরে আরোহীকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা। কিন্তু মহিষটা যা করছে তার ঠিক ঠিক পাল্টা জবাব দিয়ে ব্যালেন্স ঠিক রেখে চলেছে পিট। আর বুটের সাথে ঝোলানো স্পারের কাঁটার খোঁচায় ওকে আয়ত্তে রাখছে।

হঠাৎ ওল্ড সেভেন বনবন করে ঘুরতে শুরু করল তারপর বিনা নোটিশেই উল্টো ঘোরা শুরু করল। উত্তেজনায় দর্শকদের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে গেছে। এবার পিট নিচে পড়বেই—ওই দ্রুত গতিতে ঘোরার দিক পরিবর্তন কিছুতেই সামলাতে পারবে না সে। ধুলো পরিষ্কার হলে দেখা গেল পিট ওর পিঠেই রয়েছে। সময় শেষ হওয়ার হুইসেল বাজল। শেষ একটা স্পারের খোঁচা দিয়ে ডাইভ দিয়ে ওর পিঠ থেকে মাটিতে পড়ল পিট। মহিষটা নিমেষে ঘুরে ওর দিকে ছুটে এল। উত্তেজনায় দর্শকরা সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। চট করে ওকে পাশ কাটিয়ে লাফিয়ে সরে গেল পিট। ততক্ষণে ঘোড়ার পিঠে হেল্পার ক্লাউন দুজন এসে পড়ল। একজন ছড়ি দিয়ে ওর নাকের ওপর বাড়ি দিল। পিটকে ছেড়ে ক্লাউনের পিছনে ছুটল মহিষটা। দর্শকদের আনন্দের কোলাহলের মাঝে এরিনা ছেড়ে বেরিয়ে এল পিট।

'আজকে সবাই যেন একটু চুপচাপ,' মন্তব্য করল স্টিভ।

মুখ তুলে তাকাল পিট। ওর ঠোঁটের কোনায় অদ্ভুত একটু হাসি। 'ওরা সবাই কিলারকে দেখার অপেক্ষায় আছে, স্টিভ,' বলল সে।

'ওনিল ওর পিঠে চড়বে। আমি হেরে গেছি।'

'তোমার কপাল ভাল,' শুকনো স্বরে বলল পিট। 'ওটা সাধারণ ঘোড়া নয়, স্টিভ। আমি জানি।'

হঠাৎ জেফ শ্যান্ডলারকে দেখতে পেয়ে ঘুরে ওর সামনে গিয়ে হাজির হল পিট।

'জেফ,' বলল সে, 'ওনিল কিলারের পিঠে চড়ার সময়ে আমি এরিনার ভিতরে থাকতে চাই।'

একটু ইতস্তত করল বয়স্ক লোকটা। তারপর ঠাণ্ডা চোখে ওর দিকে চেয়ে 'তোমার সুযোগ তুমি হারিয়েছ,' সংক্ষেপে জবাব দিল সে। 'এবার ওটা ওনিলকেই করতে দাও।'

'তাই দিচ্ছি,' জবাব দিল পিট। 'কিন্তু তাই বলে ওকে মরতে দিতে চাই না।'

অসহিষ্ণুভাবে মাথা ঝাঁকি দিল জেফ। 'তুমি সেটা ওর ওপরই ছেড়ে দাও। সে কাপুরুষ নয়!'

'আমি তাই?' শান্ত স্বরে প্রশ্ন করল পিট।

দুজনে চোখেচোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। বয়স্ক লোকটার হঠাৎ মনে পড়ল রোডিওর একটা অঙ্গ হিসেবে কোমরে পিস্তল আছে তার—এবং ওটা লোডেড। এবং পিটের কোমরে যেটা ঝুলছে সেটাও গুলি ভরা আছে। গান ফাইটিঙের দিন শেষ হয়েছে, কিন্তু তবু··· পিটের চোখের ভাব ভাল মনে হল না তার।

'না, আমি ঠিক তা বলছি না,' তাড়াতাড়ি বলল জেফ। 'তোমার ওই ঘোড়ায় চড়তে অস্বীকার করা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে। তাই বললাম!'

কঠিন চোখে ওর দিকে চেয়ে পিট বলল, 'পরেরবার তোমার কাছে

কিছু হাস্যকর মনে হলে কেবল হেসো। বুঝেছ? ইঙ্গিত করতে যেয়ো না কেউ কাপুরুষ। শুধু হেসো!' হঠাৎ ঘুরে চলে গেল পিট।

জর্ডি টেরি চিন্তামগ্নভাবে ওদিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, 'জেফ, মুহূর্তের জন্যে আমার ভয় হচ্ছিল বুট হিল কবরখানার একটা খালি জায়গা তুমি ভরতে যাচ্ছ!'

ঢোক গিলে কপালের চিকন ঘাম মুছল জেফ। 'আমিও ভয় পেয়েছিলাম,' এতক্ষণে আশ্বস্ত হয়ে বলল সে। 'বেফাঁস কিছু বললে ও ঠিক গুলি করত!'

'তোমার কপাল ভাল, জেফ,' মন্তব্য করল টেরি। 'ওই লোক আর যা-ই হোক কাপুরুষ নয়! গতরাতে ওনিলের কি অবস্থা করেছিল শুনেছ?'

ট্যান্ডি ওনিল পাঁচ নম্বর শুটের (chute) দিকে এগোলো। খুনে ঘোড়া 'কিলার', ওখানে শান্তভাবে অপেক্ষা করছে। বিশাল জেবরা ডান। ওর পিঠে জিন চাপিয়ে পেটি বাঁধা হয়েছে, লাগামও পরানো হয়েছে—মুখের ভিতর লোহার টুকরো (যার সাথে লাগাম লাগানো হয়) নেয়ার সময়েও সে বিন্দুমাত্র আপত্তি করেনি। সে জানে এরপর কি আসছে, অপেক্ষা করছে। জানে সময় ঘনিয়ে এসেছে। ওর মনের ভিতরে যেন একটা বারুদের সলতে ধীর গতিতে জ্বলতে জ্বলতে ডাইনামাইটের খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে। বিস্ফোরণ ঘটতে আর বেশি বাকি নেই।

এরিনার একপাশে তার কালো ঘোড়াটার পিঠে ফ্যাকাসে মুখে তৈরি হয়ে বসে আছে পিট স্টিলওয়েল। অনেকের চোখই বারবার ঘুরে-ফিরে ওর ওপর গিয়ে পড়ছে—ভাবছে লোকটা ওখানে কেন

রয়েছে? ওই সব চোখের মধ্যে একজোড়া চোখ মার্গারেট কেরির। তার মনেও ওই একই চিন্তা।

শুটে ঘোড়ার পিঠে উঠে বড়াই সত্ত্বেও একটু নার্ভাস বোধ করছে ওনিল। দর্শকের উদ্দেশে গ্লাভস পরা হাত নেড়ে ঘোড়ার জিনের ওপর চেপে বসল সে। অনুভব করল ঘোড়ার পেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠে আবার ঢিলে হল।

'আমি তৈরি,' বলল ওনিল। তারপর চিৎকার করল, 'ওকে ছাড়ো এখন!' তারপরেই তুলকালাম কাণ্ড বেধে গেল।

এক লাফে এরিনাতে বেরিয়ে এল খুনে ঘোড়াটা। মাথা সামনের দু'পায়ের মাঝে ঢুকিয়ে পিঠ বাঁকা করে পাগলা ঘোড়ার মত লাফাতে শুরু করল। প্রতি লাফে মাটি থেকে কমপক্ষে তিরিশ ইঞ্চি শূন্যে উঠছে ঘোড়াটা। মাটিতে আছড়ে পড়েই আবার শূন্যে উঠছে। জোর ঝাঁকিতে তৃতীয় লাফের সময়ে ওনিলের মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল।

বদ মেজাজী ঘোড়ার মত একই জায়গায় ঘুরে ঘুরে লাফাচ্ছে কিলার। ওনিলের মাথা ঘুরতে শুরু করেছে। হঠাৎ ঘোড়াটা লাফানো থামিয়ে লাট্টুর মত বনবন করে ঘুরতে শুরু করল। এত দ্রুত যে প্রায় ঝাপসা দেখাচ্ছে। একই ধারায় চলতে চলতে হঠাৎ ধারা বদলে পাশের দিকে লাফ দিল ঘোড়া। এই আকস্মিক গতি পরিবর্তন আঁচ করতে না পেরে ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিটকে নিচে পড়ল ওনিল। প্রচণ্ড আছাড়ে ওর প্রতিটা হাড় কেঁপে উঠল।

এতসব ঝাঁকানিতে প্রায় মাতালের মত উঠে দাঁড়াল সে। দেখতে পেল ঘোড়াটা দাঁত খিঁচিয়ে তার দিকেই চার্জ করে ছুটে আসছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। সাদা। দর্শকরা সবাই সীট ছেড়ে উঠে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

ঘোরের মধ্যে শেষ মুহূর্তে বিপদ বুঝে ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঘোড়ার পথ থেকে সরে গেল ওনিল। তীরবেগে ছুটে পিটের ঘোড়াটা পৌঁছে গেল ওখানে। ঘোড়াটার মাথা লক্ষ্য করে ল্যাসো ছুঁড়ল পিট। ঘোড়াটা ঝটকা দিয়ে মাথা সরিয়ে নেয়ায় ফাঁসটা ওর গলা মিস করল। পিশাচ মূর্তি নিয়ে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে পিটের কালো ঘোড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কিলার। কালো ঘোড়াটার ঘাড়ে গভীর একটা ক্ষত দেখা দিল। কালো ঘোড়াটাকে পড়ে যেতে দেখে দর্শকদের মাঝে আবার আতঙ্কিত চিৎকার উঠল।

ধুলোবালি আর বিশৃঙ্খলার মাঝে কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল, 'পিট উঠেছে! পিট এখন ওর পিঠে!'

কালো ঘোড়াটা পড়ে যাওয়ার সময়ে আতঙ্কিত পিট এক হাতে খুনে ঘোড়াটার স্যাডল হর্ন ধরে ফেলেছিল। দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে সে কোনমতে জিনের ওপর ওঠার চেষ্টা করে সক্ষম হলো! ওর কপাল ভাল জিনে চড়ে বসার সাথে সাথে পাদানি দুটোর ভিতরেও ঠিক মতই পা গলাতে পেরেছে। হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল ওনিল—ওর নাক থেকে দরদর করে রক্ত ঝরছে। অদৃষ্টের পরিহাস—পৃথিবীতে যে ঘোড়াটাকে সবথেকে ভয় করে তারই পিঠে সে চড়ে বসেছে আজ।

কিলারের দুষ্টবুদ্ধির কোন অভাব নেই। যেভাবে সে ওনিলকে পিঠ থেকে ফেলেছে প্রথমে সে একই পদ্ধতিতে পিটকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল। ভয়ে আর রাগে পিটেরও জিদ চেপে গেল—স্পারের খোঁচায় সেও ঘোড়াটাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। অন্যান্য রাইডাররা সবাই অবাক চোখে সারা এরিনাময় ঘোড়াটার ছুটোছুটি আর লাফানি দেখছে। স্তব্ধ বিস্ময়ে।

লাফাতে লাফাতে খুনে ঘোড়াটা এবার অন্য পথ ধরল। পিঠ-টাকেও সে স্প্রিঙ কয়েলের মত ঝটকা দিতে শুরু করল।

এবার দুধার থেকে রাইডাররা এগিয়ে এসে ঘোড়াটাকে চাপানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পিট এখন খেপে গেছে।

'সরে যাও!' চিৎকার করে বলল সে। 'আমি আজ এর শেষ দেখে ছাড়ব, নয়ত ওকে মেরে ফেলব!'

এবার ঘোড়া আর আরোহীর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলো যা উইন্ড রিভার রোডিও এরিনাতে কেউ কোনদিন দেখেনি। ঘোড়াটা হয়ে উঠেছে আক্রোশপূর্ণ শক্তির একটা অফুরন্ত উৎস—কিন্তু ওর পিঠের ওপর লোকটা নেভাডার রেঞ্জে অসহায় অবস্থায় নিজের প্রিয় ঘোড়াটাকে নিষ্ঠুরভাবে খুন হতে দেখেও সেদিন কিছু করতে পারেনি বটে, কিন্তু আজ সে সেটার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। রাইডাররা সতর্ক নজর রেখে নাগালের বাইরে থেকে ওদের চারপাশে চক্রাকারে ঘুরছে। দশ সেকেন্ডের হুইসেলের সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে, কিন্তু পিট এখনও খুনে ঘোড়ার ঝোড়ো পিঠের ওপর ওকে কঠিন সাজা দিয়ে চলেছে স্পারের অবিরাম খোঁচায়। ঘোড়াটা হঠাৎ লাফানো থামিয়ে শান্তভাবে এরিনার অপর পাশের দিকে রওনা হল। তারপর বিনা নোটিশে লাফিয়ে কামানের গোলার মত সোজা এরিনার দেয়ালের দিকে ছুটল।

লোকজন লাফিয়ে পিছনে সরে গেল ভয়ে। ঘোড়াটা কাঠের দেয়াল ভেঙে গ্যালারির লোকজনের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে! কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঘুরে আড়াআড়িভাবে নিজের দেহটাকে দেয়ালের সাথে সজোরে বাড়ি মারল। এতে পিটের পা যে ভাঙত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পিট সতর্ক রয়েছে—বাড়ি খাওয়ার ঠিক আগের

মুহূর্তে লাথি দিয়ে পাদানি থেকে তার পা সরিয়ে নিল।

নিজের পাগলামিতে নিজেই ব্যথা পেয়ে দেয়াল থেকে সরে আসার সাথেসাথেই আবার পাদানিতে পা ঢুকিয়ে নিল পিট। আবার শুরু হলো স্পারের খোঁচায় ঘোড়াটাকে সাজা দিয়ে ক্লান্ত করার পালা। কিন্তু এবার ঘোড়াটার যথেষ্ট হয়েছে—আর নড়ল না সে, পিঠ কুঁজো করে ঢিবির মত স্থির দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ ওর পিঠে বসে থাকার পর হেরে যাওয়া খুনেটার পিঠ থেকে লাফিয়ে মাটিতে নামল পিট। অতিরিক্ত পরিশ্রমে নেমে দাঁড়াতে গিয়ে টলে উঠল পিটের পা।

সোজা হয়ে দাঁড়ানর পর ঘোড়াটা একটা শেষ চেষ্টায় মুখ হাঁ করে ওকে কামড়ে দেয়ার জন্যে এগিয়ে এল। জায়গা থেকে একটুও না নড়ে হ্যাট দিয়ে ঘোড়াটার নাকের ওপর তিনবার সজোরে বাড়ি মারল। ঘোড়াটা পিছিয়ে গেল—পুরোপুরি পরাস্ত হয়েছে সে।

মাথার সাজ ধরে ঘোড়াটাকে নিয়ে শুটের দিকে রওনা হল পিট। হার মেনে ওর পিছন-পিছন শান্তভাবে হাঁটছে খুনে ঘোড়াটা।

এতক্ষণ স্তব্ধ বিস্ময়ে আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় এরিনার অভাবনীয় ঘটনাচক্র দেখছিল সবাই। উত্তেজনার সমাপ্তিতে গ্যালারি থেকে একজন পিটকে চিৎকার করে অভিনন্দন জানাল। সংবিৎ ফিরে পেয়েই যেন সবাই এবার পিটের উল্লসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠল।

কোরালের কাছে এসে একজন রাইডারের হাতে কিলারকে তুলে দিয়ে ঘুরে রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়াল পিট। উত্তেজনায় সারা দেহ কাঁপছে এখনও। এতক্ষণে সে লক্ষ করল ওর নাক থেকে রক্ত ঝরে সাদা রোডিও পোশাকটা বুকের কাছে লাল হয়ে উঠেছে।

ট্যান্ডি ওনিল—ওর জামাও রক্তাক্ত—পিটের দিকে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল।

'পিট', আন্তরিক স্বরে বলল সে, 'আমি ক্ষমা চাইছি। তুমি আমার

জীবন বাঁচিয়েছ আজ। কেউ তোমাকে আর কোনদিন কাপুরুষ বলতে পারবে না। সবাইকে তুমি আজ পৃথিবীর সেরা রাইডিঙ দেখিয়েছ!'

'ওই ঘোড়ায় তুমি চড়তে রাজি হওনি,' বলে উঠল জর্ডি টেরি। 'কিন্তু কই, ভয়ের তো কোন চিহ্নই তোমার মধ্যে দেখলাম না! তবে কেন···!'

'ভয় পাইনি বলছ?' ওর দিকে চোখ তুলে তাকাল পিট। 'জীবনে কোনদিন এত ভয় পাইনি! সাধ করে ওর পিঠে আমি চড়িনি! কিন্তু ওর পিঠটাই ছিল সবথেকে নিরাপদ জায়গা! একবার চড়ে বসার পর জানতাম আমাকে টিকে থাকতে হবে—নইলে মরতে হবে! ভয়? এত ভয় আমি আর কখনও পাইনি!'

বুড়ো জেকব কাছেই দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে দাঁত বের করে হাসছে। 'দারুণ দেখিয়েছ, বাছা! আর হ্যাঁ, আমি শুনলাম তুমি আর এই মহিলা'—মার্গারেট কেরির দিকে ইঙ্গিত করল সে—'আমার উইলো ক্রীক র‍্যাঞ্চ কিনতে আগ্রহী ছিলে। তোমাদের সত্যিই আগ্রহ থাকলে উপযুক্ত দম্পতির কাছে আমি খুব কম দামে বেচতে রাজি আছি।'

ম্যাগি ঈষৎ বিস্ফারিত চোখে ফ্যাকাসে মুখে ওর দিকে চাইল। 'আমি···আমি জানি না···এতকিছুর পরে সে···?' ওর কণ্ঠস্বরে সংশয়।

সরে এসে একহাতে ওকে মার্গারেটকে পেঁচিয়ে ধরে ওর পাশে দাঁড়াল পিট। 'নিশ্চয়, জেকব—আমরা ওটা কিনব।'

'ঘোড়া আর গরু পালার জন্যে ওটা একটা চমৎকার র‍্যাঞ্চ,' মন্তব্য করল স্টিভ উইনবার্ন।

'বাচ্চা পালার জন্যেও,' বলল পিট। 'ওরা সবাই হবে রোডিও রাইডার!' ম্যাগির দিকে চেয়ে হাসল সে। 'ঠিক আছে?'

'রাজি।' একটু রাঙা হলো ম্যাগির মুখ।

সোনার খনি

রেড ফ্রিসকোর আর এখন তাড়া নেই। টেক্সাসে যে পসির দলটা নাছোড়বান্দার মত ওকে ধরার জন্যে পিছু নিয়েছিল পেকোসে ওদের পিছনে ফেলে এসেছে সে। ওদের ঘোড়াগুলো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাছাড়া দুটো ঘোড়া আবার দুজন করে আরোহী বইছে।

টেক্সাস পেরিয়ে অ্যারিজোনার লিঙ্কন কাউন্টিতে পৌঁছে সে তার লম্বা পায়ের লালচে-ব্রাউন ঘোড়াটা বদলে শক্তিশালী একটা কালো ঘোড়া নিল। তারপর দ্রুত কিছু খেয়ে নিয়ে রিও গ্রান্ড পেরিয়ে গিলার ফর্কসের দিকে এগোল।

প্যাকস্যাড্‌ল্ স্টেজ স্টেশনটা একটা লম্বা কাঁচা ঘর। আস্তাবলটাও প্রায় একই সমান লম্বা। সাথে দুটো কোরালও রয়েছে। ওখানে গত বছর জড় করা একটা খড়ের গাদা দেখা যাচ্ছে। বেড়া দেওয়া মাঠে কয়েকটা ঘোড়া সকালের মিষ্টি রোদে নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাচ্ছে। তিনটে জিন চাপানো ঘোড়া হিচিঙ রেইলের সাথে বাঁধা রয়েছে। একটা মেক্সিকান লোক দেয়ালে হেলান দিয়ে ছায়ায় বসে এখনই দুপুরের ঘুম পুরো করার আয়োজন করছে।

পিস্তলের বাঁটের ওপর থেকে চামড়ার ফিতের বাঁধনটা খুলে শেষ একশো গজ এগিয়ে পানির টবের সামনে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল

ফ্রিসকো। স্টেজ স্টেশন আর নিজের মাঝখানে ঘোড়াটাকে রেখে ঘোড়ার পেটির বাঁধনটা একটু ঢিলে করে ট্রেইলের পাশে এক চিলতে ঘেসো জমিতে ওকে ঘাস খেতে দিয়ে শেষে স্টেজ স্টেশনের দিকে এগোল রেড।

নেকড়ের মত সরু মুখ আর সরু কাঁধের একটা লোক স্টেজ স্টেশন থেকে বেরিয়ে ওকে লক্ষ করছিল। লোকটার পিস্তলটা ডান দিকেই খাপে ঝুলছে, কিন্তু পিস্তলের বাঁটের মুখ সামনের দিকে। এতে ডান বা বাম দু'হাতেই পিস্তলটা ব্যবহার করা যাবে।

'ট্রেইল ধরে এসেছ?' প্রশ্ন করল লোকটা। ওর চিকন চোখ দুটো ফ্রিসকোকে খুঁটিয়ে যাচাই করছে।

'কিছুটা। গিলা ফর্কস থেকে ফ্ল্যাট পাড়ি দিয়ে এসেছি।'

'স্টেজটা আসতে দেরি করছে।' এখনও লোকটা খুঁটিয়ে দেখছে। 'পথে কোথাও ওটাকে দেখেছ?'

'না।' ওকে পাশ কাটিয়ে দরজা খুলে স্টেজ স্টেশনে ঢুকল রেড। ভিতরটা বেশ ঠাণ্ডা আর আলোও কম। কয়েকটা টেবিল আর চেয়ার সাজানো রয়েছে। বিশ ফুট লম্বা বারটার একপাশে দাঁড়িয়ে দুজন লোক বারটেন্ডারের সাথে কথা বলছে। আরেকটা লোক শেষ কোনায় একটা টেবিলে বসে আছে। বারে দাঁড়ানো দুজনই শক্ত আর ঝানু লোক বলে মনে হচ্ছে।

বারের প্রায় শেষ মাথায় গিয়ে থামল রেড ফ্রিসকো। ওখান থেকে সে ভিতরের লোকজন আর দরজার ওপর একইসাথে নজর রাখতে পারবে। বারটেন্ডার ওর দিকে তাকালে সে বলল, 'রাই।'

হুইস্কির অপেক্ষায় বারের ওপর একটা হাত রেখে আড়চোখে কোনায় বসা লোকটার দিকে তাকাল রেড। একটুও নড়ছে না

লোকটা। ওর হাত দুটো আলগাভাবে টেবিলের ওপর রাখা। মাথার হ্যাটটা এমনভাবে পরা যে ওর চিবুক আর ঠোঁট ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। চামড়ার দড়ির টাই আর একটা ফ্রক কোট ওর পরনে।

এখানকার পরিস্থিতিটা রেড ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। তবে এটা টের পাচ্ছে এখানে কিছু একটা ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে—এরই মধ্যে সে এখানে এসে হাজির হয়েছে। সম্ভবত স্টেজ এসে পৌঁছানোর সাথে এর একটা সম্পর্ক রয়েছে।

বাইরের লোকটা ভিতরে ঢুকল। লোকটার পাছা ওর কাঁধের চেয়ে বেশি চওড়া। ডান পাশে ঝোলানো পিস্তলের খাপটা থাকায় ওকে ভারসাম্যহীন দেখাচ্ছে।

রেড ফ্রিসকোর চুলগুলো মরিচার মত লালচে, মুখটা রোদে পুড়ে লালচে-খয়েরি। ঠাণ্ডা সবুজ চোখদুটো উঁচু চ্যাপ্টা চীকবোনের ওপর বসানো। লম্বায় ছয় ফুট দুই ইঞ্চি এবং ওজন কমপক্ষে দুশো তিরিশ পাউন্ড। ওকে একবার যে দেখেছে সে সহজে ওই চেহারা ভুলতে পারবে না। এবং কিছু কিছু এলাকায় সে শুধু পরিচিতই নয়, ওয়ান্টেডও বটে।

টেক্সাসে গরু নিয়ে কিছু ঘটনা ঘটেছে। ফ্রিসকো যখন বাইরে ছিল তখন ওর বাবা মারা যায়। যখন ফিরল, দেখল মাত্র তিন হাজার গরুর হিসাব পাওয়া গেল। বাকি সব রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়েছে দুটো বড় প্রতিবেশী র‍্যাঞ্চে। ওগুলো উদ্ধার করার আইনগত কোন ব্যবস্থা খুঁজে না পেয়ে বেআইনি রাস্তা অবলম্বন করল রেড। পরিস্থিতি ধীরে ধীরে রেড-এর বিরুদ্ধে গেল। এখন টেক্সাসে সে ওয়ান্টেড লিস্টের শীর্ষে।

ড্রিঙ্ক শেষ করে আরও একটা নিল রেড। ওটা শেষ হলে

বারটেন্ডারকে সে জিজ্ঞেস করল, 'খাওয়ার কি ব্যবস্থা?'

ওজনে বারটেন্ডারও বেশ ভারি লোক। কিন্তু একটু নাদুসনুদুস। মুখটা গোল। চিবুকের নিচে আরেকটা ছোট ভাঁজ। উজ্জ্বল চকচকে দুটো চোখ। মাথা ভরা টাক। মুখ থেকে সিগারটা নামিয়ে মাথা ঝাঁকাল সে। 'স্টেজটা এলেই খাবার দেয়া হবে। এখনই এসে পড়বে ওটা।'

বারে দাঁড়ানো লোক দুটো ঘুরে ওকে দেখল। ওদের মধ্যে লম্বা লোকটা বারটেন্ডারের দিকে ফিরে বলল, 'ওকে এখনই খাইয়ে দাও, স্যাম। হয়ত ওর যাবার তাড়া আছে।'

সবুজ চোখ তুলে বক্তার দিকে তাকাল ফ্রিসকো। 'আমি অপেক্ষা করব,' ঠাণ্ডা স্বরে বলল সে।

অন্য লোকটা ফিরে তাকাল। লোকটা একটু বেঁটে, চওড়া পেটা শরীর। ডান চোয়ালে একটা ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। 'হয়ত আমরা চাই না তুমি অপেক্ষা করো,' বলল সে।

প্রায় এক মিনিট লোকটার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল রেড। 'তুমি কি চাও তাতে আমার কিছু আসে যায় না,' শান্ত স্বরে বলল সে। 'তোমরা কি খেলা খেলছ জানি না, কিন্তু তার মধ্যে আমাকে জড়াতে যেয়ো না। তাহলে তোমাদের খেলাঘর ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব আমি।'

হাত বাড়িয়ে আরেকটা ড্রিঙ্ক ঢালার জন্যে বোতলটা কাছে টানল রেড। লোকটা ওর দিকে এগিয়ে এল। 'শোনো, তুমি—'

লোকটা এক পা বেশি কাছে এসে পড়েছিল। রেডের উল্টো হাতের আঘাতটা ওর মুখের ওপর পড়ল। মারের পিছনে বেশি শক্তি ব্যবহার করেনি রেড, কিন্তু তাতেই লোকটা ছিটকে মেঝের ওপর পড়ল। ওর ঠোঁট থেঁতলে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

এক চুলও না নড়ে চোখ তুলে অন্য লোকটার দিকে তাকাল ফ্রিসকো। 'যোগ দিতে চাও?' বলল সে। 'আমি ঝামেলা চাই না, কিন্তু মনে হচ্ছে তোমরা গায়ে-পড়েই একটা ঝামেলা বাধাতে চাইছ।'

সরু কাঁধের লোকটার চেহারা কুৎসিত হয়ে উঠল। 'অনেক বড় বড় কথা বলছ তুমি, স্ট্রেঞ্জার। জানো না, হয়ত এমন কিছুতে দাঁত বসাতে গেছ যে তোমার দাঁতই ভাঙবে।'

'মনে হয় না।'

ঠাণ্ডা শান্ত স্বরের জবাবে একটু থমকাল এড রাইস। একটা কাজ হাতে নিয়েছে ওরা, এখন এই অপরিচিত লোকটার সাথে লাগতে গেলে ওদের কাজ এগোবে না। কিন্তু লোকটা কে? ভাল করে ওর দিকে তাকিয়ে মনে করার চেষ্টা করল। লোকটা যে অভিজ্ঞ এতে সন্দেহ নেই।

শর্টি লোগান ধীরে মেঝে থেকে উঠল। এখনও ঘোর পুরো কাটেনি। হাত দিয়ে থেঁতলানো ঠোঁট ছুঁয়ে রক্তমাখা আঙুলের দিকে তাকাল সে। রেডের দিকে ফিরল লোগান—রাগে ওর চোখ দুটো হিংস্র হয়ে উঠেছে।

'তোমাকে আমি খুন করে ফেলব,' বলল লোগান।

বোতল থেকে গ্লাসে ড্রিঙ্ক ঢালল ফ্রিসকো।

'তোমার র‍্যাঞ্চের কাজেই লেগে থাকা ভাল,' বলল সে। 'অপরিচিত লোকের পিছনে লাগতে যেয়ো না—তাতে বেশিদিন বাঁচবে।'

রাগে অপমানে কাঁপছে লোগান। ওর হাতটা সামান্য নিচে নামল। লোগানের দিকে তাকিয়ে আছে রেড, বোতলটা এখনও ওর হাতে ধরা। 'ওটার চিন্তাও কোরো না,' সাবধান করল সে। 'একটা ড্রিঙ্ক

খেয়ে তোমার দুটো কান আমি গুলি করে উড়িয়ে দিতে পারি—খাপ থেকে পিস্তল বের করার সুযোগও তুমি পাবে না।'

একটু ইতস্তত করল লোগান, তারপর ওর সাথীদের দিকে হেঁটে এগোল। নিচু স্বরে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে ওরা। দূরে টেবিলে বসা লোকটা এত সব ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও একটুও নড়েনি। ক্ষণিক নীরবতার মাঝে স্টেজ কোচের ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। একটা গ্লাস পালিশ করছে বারটেন্ডার।

মুহূর্তে তিন জনের মধ্যে দু'জন দরজার দিকে এগোল। তৃতীয় জন দেয়ালের কাছে দরজার দিকে মুখ করে বসল। নার্ভাসভাবে রেড ফ্রিসকোর দিকে তাকাল বার-চালক। 'যাত্রীরা পৌঁছলেই আমরা খাবার সার্ভ করব,' বলল সে। এখানে স্টেজ কোচ ঘোড়া বদল করবে।'

দরজার সামনে এসে থামল স্টেজ-কোচ। দুটো লোক আর একজন মহিলা ভিতরে ঢুকল। ওদের পিছনে এল একটা মেয়ে। লম্বা গড়নের মেয়ে—সুন্দর চেহারা—নীল রঙের বড় দুটো চোখ। দ্রুত বারের দিকে এক নজর দেখল। ক্ষণিকের জন্যে রেডের চেহারা ছুঁয়ে গেল ওর চোখ। একটা খালি টেবিলে গিয়ে বসল সে। দেখেই বোঝা যায় পরিবেশটা ওর পছন্দ হয়নি।

রেড ফ্রিসকো দেখল বসার পর তৃতীয় লোকটার দিকে তাকাল মেয়েটা। ঘুরে বারটেন্ডারের চেহারা দেখে সত্যিই অবাক হলো রেড। লোকটার মুখ রক্তশূন্য, কপালে বিন্দু-বিন্দু চিকন ঘাম ফুটে উঠেছে।

যাত্রীরা নীরবেই খাওয়া সারল। শেষে ড্রাইভার এসে একটা ড্রিঙ্ক গলায় ঢেলে ওদের দিকে ফিরল। 'গাড়ি ছাড়ার সময় হয়েছে,' হাঁকল সে। 'যাত্রীরা সবাই গাড়িতে ওঠো,' বলে বেরিয়ে গেল ড্রাইভার।

যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়াল সবাই। এড রাইস প্রায় দরজা আগলে

দাঁড়াল। বেরোতে গিয়ে যাত্রীদের গা ওর সাথে ঘষা খেল। সবার শেষে উঠল মেয়েটা। সে দরজার দিকে রওনা হতেই টেবিল ছেড়ে তৃতীয় লোকটা মেয়েটার দিকে এগোল।

'ঠিক আছে, এড,' বলল সে। 'ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়তে বলো।'

মেয়েটার পথ আটকে লোকটা বলল, 'আমার নাম পট্‌স্, ম্যাম। তুমি বসো, কথা আছে।'

'কিন্তু আমার বসার সময় নেই,' প্রতিবাদ করল মেয়েটা। 'ওই স্টেজেই আমার যেতে হবে।'

ওকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে এগোতেই পট্‌স্ মেয়েটার কব্জি ধরল। 'তোমার বাবার সাথে দেখা করতে এসেছ না?' বলল সে। 'ও এখানেই আছে।'

ওই কথায় মেয়েটা থামল। বাইরে স্টেজের চাকা গড়ানোর আওয়াজ পাওয়া গেল। গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর এড রাইস ঘরে ঢুকল। বারটেন্ডার আর রেডকে এক নজর দেখে মেয়েটার দিকে চোখ ফেরাল সে।

'বাবা এখানে? কোথায়?' জানতে চাইল মেয়েটা।

হাত তুলে এড রাইস কোনার টেবিলে বসা লোকটার দিকে দেখাল। কিন্তু মেয়েটা ওদিকে এগোবার আগেই বারটেন্ডার বলে উঠল, 'ম্যাম, ওর কাছে যেয়ো না। ওরা মিথ্যে বলছে। ওরা ক্লেইমটা চায়।'

'কিন্তু, আমি--' একজন থেকে অন্যজনের দিকে তাকাল সে। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কঠিন চোখে বারটেন্ডারের দিকে তাকাল এড। 'তোমাকে আমি খুন করে ফেলব।'

'আমি থাকতে সেটা হবে না,' জবাব দিল ফ্রিসকো।

এডের মুখ লাল হয়ে উঠল। 'তুমি এর মধ্যে নাক গলাতে এসো না!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'তোমার কপাল ভাল আগেরবার এত সহজে রেহাই পেয়েছ!'

বারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেড। 'ম্যাম,' বলল সে, 'ঘটনাটা যে কি তা জানি না, কিন্তু আমি তোমার বন্ধু।'

দ্রুত ঘুরে কোনায় বসা লোকটার কাছে গেল মেয়েটা। কিন্তু ওকে ছোঁয়ার সাথেই লোকটা ধীরে সামনে ঝুঁকে পড়ল। মাথার হ্যাটটা খুলে মেঝেতে পড়েছে। টেবিলের ওপর গাল ঠেকিয়ে পড়ে আছে সে। কপালে একটা নীল গর্ত দেখা যাছে।

আতঙ্কিত চোখে চেয়ে আছে মেয়েটা। 'ড্যান! আমার বাবার বন্ধু ড্যান ফিশার ও!'

'হ্যাঁ, ড্যান ফিশারই ছিল লোকটা,' বলল এড রাইস। 'তুমি আমাদের সাথে এসো, ম্যাম।' মেয়েটার দিকে এগোল রাইস। ভয়ে পিছিয়ে গেল মেয়েটা।

শর্টি লোগান আর পট্‌স্ হঠাৎ ঘুরে বারটেন্ডার আর রেডের দিকে ফিরল। 'তোমরা যে যেখানে আছ সেখানেই থাকো, মেয়েটা আমাদের সাথে যাবে,' বলল পট্‌স্। ওর কোন ক্ষতি হবে না, আমরা কিছু খবর ওর থেকে জানতে চাই। তারপরে যে যেখানে খুশি যেতে পারবে।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে শান্তভাবে হাত বাড়িয়ে বোতল থেকে একটা ড্রিঙ্ক গ্লাসে ঢালল রেড। 'তোমরা মিছেই ওর পিছনে সময় নষ্ট করছ,' শান্ত স্বরেই বলল সে। 'ওই ক্লেইমটা কোথায় তা সে জানে না।'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল এড রাইস। 'কি? কি বললে তুমি?'

'তুমি ঠিকই শুনেছ। খনিটা কোথায় তা ও জানে না। তোমাদের

যে এই কাজে নিয়োগ করেছে সে ভুল করে বোকা একদল লোকের ওপর কাজের ভারটা দিয়েছে। প্রথমে যেই একটা লোক তোমাদের সাহায্য করতে পারত তাকেই তোমরা খুন করেছ। তারপর স্টেজ থেকে ঝুঁকি নিয়ে এই মেয়েটাকে কিডন্যাপ করেছ। যে কিনা কিছুই জানে না!'

অবজ্ঞার সাথে এড রাইসের দিক থেকে পটসের দিকে চোখ ফেরাল সে। 'একবারও ভেবে দেখেছ স্টেজটা পরের স্টেশনে পৌঁছার পর যখন ড্রাইভার দেখবে মেয়েটা নেই তখন কি ঘটবে? পশ্চিমের লোকজন কোন মহিলার অমর্যাদা মোটেও সহ্য করে না। তোমাদের ধরে ওরা ফাঁসি দেবে।'

'তুমি কে?' প্রশ্ন করল রাইস। 'এ সম্পর্কে তুমি কি জানো?'

'আমি কে সেটা জেনে তোমাদের লাভ নেই,' জবাব দিল রেড। 'তবে এটা জেনো তোমাদের তিন জনের চেয়ে আমি অনেক শক্ত লোক। দরকার পড়লে কাজে তার প্রমাণ আমি দেব। এই মেয়ের বাবাকে খুন করার কাজটাও তোমরা ঠিকমত করতে পারোনি। তোমরা যখন ওকে ছেড়ে চলে এসেছিলে তখনও সে মরেনি।'

'কি?' এডের মুখটা লাল হয়ে উঠল। 'কি বলছ তুমি?'

'বললাম সে মরেনি। ঘোড়ার পিঠে উঠে পুরো দশ মাইল পথ যাওয়ার পর সে আবার জ্ঞান হারায়। শক্ত লোক ছিল সে। ট্রেইলের ধারে পড়ে থাকতে দেখে আমি তার সেবা করি—আজ ভোরের দিকে মারা যাওয়ার সময় পর্যন্ত আমি ওর সাথেই ছিলাম।'

'বিশ্বাস করি না আমি!' ফেটে পড়ল লোগান। 'তুমি মিথ্যে বলছ!'

আড়চোখে ওর দিকে তাকাল ফ্রিসকো। 'তুমি কি আরও কিছু চড়

থাপ্পর খেতে চাও? চাইলে আমার আপত্তি নেই।'

পিছিয়ে গিয়ে পিস্তল তুলল লোগান। 'চেষ্টা করে দেখো!' গর্জে উঠল সে। 'তোমাকে খুন করব আমি!'

ওর কথায় কান দিল না ফ্রিসকো। 'ওর বাবা ওই সোনার খনিটা সম্পর্কে সবই আমাকে বলেছে।' হাসল সে। 'কথা হচ্ছে, আজ সকালে ওটা দেখেও এসেছি আমি। তোমরা যদি ব্যবসার কথাবার্তা বলতে চাও, তবে তোমাদের বস্‌কে কিছু ক্যাশ নিয়ে এখানে আসতে বলো।'

'ক্যাশ?'

'আমি নগদ পনেরো হাজার ডলার পেলে মাইনটা কোথায় সেটা বলতে পারি,' জবাব দিল রেড।

'কিন্তু ক্লেইমটা তো ওই মেয়ের!' প্রতিবাদ করল বারটেন্ডার।

'ওরা যদি ওখানে প্রথমে পৌঁছে খুঁটি আর ফাইলিঙ নোটিশ বদলে ফেলে তবে কারও করার কিছু নেই।' বারটেন্ডারের দিকে ফিরে চোখ টিপে হেসে কাঁধ উঁচাল রেড। 'তোমাদের বস্‌কে টাকা নিয়ে এখানে হাজির হতে বলো।'

ইতস্তত করছে ওরা। একটু চিন্তায়ও পড়েছে। যেসব ভুল করেছে তা এখন ওরা নিজেরাই বুঝতে পারছে। মেয়েটা এদিকে এই প্রথম এসেছে, সোনার খনিটা কোথায় তা সে নাও জানতে পারে। আসলে না জানার সম্ভাবনাই বেশি। 'ওর কথা আমার বিশ্বাস হচ্ছে না,' বলল রাইস। 'এরমধ্যে কোথাও একটা গলদ রয়েছে মনে হচ্ছে।'

শব্দ করে হেসে উঠল রেড। 'তোমরা নিজেরাই বুঝে দেখো, কিন্তু যা করার জলদি করো। আমার হাতে বেশি সময় নেই। নইলে আমি নিজেই ওখানে কাজে নেমে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার এখন সময়ের খুব অভাব।'

হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ঘুরে দাঁড়াল লোগান। 'তুমি ফেরারি! পালিয়ে বেড়াচ্ছ!'

'হতে পারে।'

এতসব কথার মাঝে মেয়েটা নীরবে বসে রইল। বাবার মৃত্যুর খবরে শোকে হতবুদ্ধি হয়েছে সে। আবছাভাবে বুঝতে পারছে এই লোকগুলো তারই ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। স্যামকে দেখে মনে হচ্ছে ফাঁদে পড়েছে। তৃতীয়বার একই গ্লাস পালিশ করছে ও। ফেকাসে মুখে ঘামছে, কিন্তু কি করতে পারে সে? একজন মানুষের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে কি করা সম্ভব? যাকে সে একমাত্র সাহায্যকারী বন্ধু হতে পারে বলে আশা করেছিল সে-ই তাকে হতাশ করেছে।

'তোমরা জলদি করো,' তাড়া দিল রেড। 'আমি যা জানি সেই তথ্য আমি বিক্রি করব।'

ওর কথা শুনে মেয়েটা মুখ তুলে চাইল। 'আর তুমিই বলেছিলে তুমি আমার বন্ধু!' তিক্ত স্বরে বলল সে। 'তুমিও ওদের মতই খারাপ!'

কাঁধ উঁচাল রেড। 'কিছু ব্যাপারে ওদের চেয়েও খারাপ। কিন্তু আমি তোমার বন্ধু। তোমার কোন ক্ষতি আমি হতে দেব না। কিন্তু, ম্যাম, পনেরো হাজার ডলার অনেক টাকা। তোমার বাবা ওই ক্লেইমের জন্যে দশ লাখ ডলারের অফারও প্রত্যাখ্যান করেছে।'

'এখানে থাকো,' হঠাৎ বলে উঠল লোগান। 'আমি যাচ্ছি।'

'না, তুমি এখানে থাকো,' বাধা দিল পটস। 'আমি বসের সাথে কথা বলব।' ঘুরে, দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

বারটেন্ডারের দিকে তাকাল রেড। 'রাঁধুনিকে আমার জন্যে কিছু খাবার প্যাক করে দিতে বলো।' দুটো রূপার ডলার বারের ওপর রাখল রেড। ম্যাম ওগুলো তুলে নেয়ার সময়ে রেড তার হাতের দুটো আঙুল দেখাল। ইশারাটা কেবল স্যাম দেখতে পেল। বুঝল দুটো লাঞ্চের

নির্দেশ দেওয়া হলো। কয়েন দুটো তুলে নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল বারটেন্ডার।

বারে এসে দাঁড়াল শর্টি লোগান। ওর ঠোঁট দুটো ফুলে উঠেছে। রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু ওর শার্টে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের ছিটার দাগ দেখা যাচ্ছে। একটা ড্রিঙ্ক খেয়েই সদ্য কাটা ঠোঁটে জ্বালা ধরায় একটা গালি বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। কঠিন আক্রোশ নিয়ে রেডের দিকে তাকাল সে।

ওকে উপেক্ষা করে নিজের গ্লাসটা তুলে নিয়ে মেয়েটার টেবিলে গিয়ে বসল ফ্রিসকো। 'সবকিছু ঠিক আছে। এখান থেকে তোমাকে বের করে নেয়াটাই এখন প্রধান কাজ,' নিচু স্বরে বলল সে।

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল মেয়েটা। 'তোমরা যুক্তি করে আমাকে ঠকাচ্ছ। আমার বাবাকে খুন করেছ—তারপরেও এই কথা বলছ?' মেয়েটার ঠোঁট কাঁপছে।

তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা দিল রেড। 'শেষ পর্যন্ত সে শান্তিতেই মরেছে, ম্যাম। কষ্ট পায়নি।'

কামরায় অখণ্ড নীরবতা বিরাজ করছে। রেড অনুভব করল ক্লান্তিতে বুজে আসছে ওর চোখ। মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে সে জেগে আছে। তাড়া খেয়ে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে সে। এর মধ্যে বিশ্রাম নেয়ার সুযোগ সে কমই পেয়েছে। ঝিমানি এসেছিল। মাথাটা ঝাঁকি খেতেই চমকে চোখ মেলে তাকাল সে। দেখল শর্টি লোগান ওর দিকে চেয়ে আছে। চোখে প্রতিশোধের আগুন।

মেয়েটার দিকে ফিরল রেড। 'ঘুমের অভাবে আমি খুব ক্লান্ত। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পেলে আমাকে জাগিয়ে দিয়ো। ওদেরও কাউকে আমার কাছে আসতে দিয়ো না। ওরা একটু একটু করে কাছে ঘেঁষার চেষ্টা করলে আমাকে ধাক্কা দিয়ো।'

প্রায় সাথেসাথেই কনুই-এর ভাঁজে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল রেড। স্থির বসে আছে গোয়েন (Gwen) টমাস। হাত দুটো টেবিলের ওপর রাখা। বাবার মৃত্যু শোককে জোর করেই দূরে সরিয়ে রেখেছে সে। শোকে ভেঙে পড়ার সময় এটা নয়। এই প্রথম বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হলো সে।

বাবার চিঠিতে বিরাট সোনার খনি খুঁজে পাওয়ার সংবাদ পেয়ে এখানে আসার জন্যে সে তার জমানো সব টাকাই প্রায় খরচ করে ফেলেছে। একটুও দুশ্চিন্তা হয়নি ওর। কারণ, ধনী বাবার কাছে ফিরছে সে। পৃথিবীতে এখন সে সম্পূর্ণ একা। এমন কেউ নেই যার কাছে সাহায্য পেতে পারে। তার বাবার বন্ধু ড্যানও খুন হয়েছে। একটাই মূল্যবান জিনিস তার বাবা খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু সে জানে না কোথায় সেই খনি। মনে হচ্ছে তার পাশে লাল চুলের বিশাল লোকটাই একমাত্র জানে ওটা কোথায়।

লোকটার দিকে খুঁটিয়ে দেখল গোয়েন। মরিচা রঙের চুলগুলো কানের পাশে কোঁকড়ানো। সিংহের মত বিরাট মাথা, বিশাল চওড়া কাঁধ। এর আগে কখনও সে এত শক্তিশালী কঠিন লোক দেখেনি। কাঁধের সাথে হাত দুটোরও প্রকাণ্ড সাইজ। ওর ঠাণ্ডা সবুজ চোখ দুটোর কথা মনে পড়তেই একটু চমকাল সে। কিন্তু সত্যিই কি চোখ দুটো এত ঠাণ্ডা ছিল?

মেঝের একটা কাঠ ককিয়ে উঠল। ঝট করে ঘুরে তাকাল গোয়েন। লোগান ওদের দিকে এগোচ্ছে। 'পিছনে যাও,' বলল সে, 'নইলে ওকে জাগাব আমি।'

এড রাইস মুখ তুলে তাকাল। 'শর্টি!' ধমকে উঠল সে। 'ওখান থেকে সরে এসো! ওর যদি কিছু হয় তাহলে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়াবে?'

রাগের সাথে ঘুরে আবার বারে ফিরে গেল লোগান। 'আঘাতটা তোমাকে করেনি ও,' ক্ষুব্ধ স্বরে বলল সে।

'অস্থির হয়ো না,' বলল এড। 'এই শো এখনও শেষ হয়নি।'

ধীরে ধীরে মিনিট কেটে যাচ্ছে। বিশাল লোকটা গভীর ঘুমে মগ্ন। কয়েকবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল লোকটা, ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কি যেন বলল। ওর চেহারা দেখতে পাচ্ছে গোয়েন। ঘুমের মধ্যে ওকে অদ্ভুত রকম শান্ত আর নিরীহ দেখাচ্ছে।

'শোনো, ম্যাম।' এড রাইস কাছেই একটা টেবিলে বসে নিচু স্বরে মেয়েটাকে বোঝাবার চেষ্টা করল। 'হয়ত আমরা এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ ভুল পথে এগিয়েছি। আমি স্বীকার করছি ওই ক্লেইমটা আমরা চাই। কিন্তু হয়ত আমাদের মধ্যে আপোষে একটা বোঝাপড়া হতে পারে—শুধু তুমি আর আমরা। এখন ঘটনা যেভাবে এগোচ্ছে তাতে তুমি নিজে ওটার জন্যে কোন টাকা পাবে না। এটা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছ। তুমি যদি নিজে আমাদের কাছে সোনার খনির ক্লেইমটা বিক্রি করো তবে আমরা তোমাকে পাঁচশো ডলার দেব।'

'ওই খনিটার দাম দশ লাখ ডলার বা তারচেয়েও বেশি,' জবাব দিল গোয়েন। বাবা ওই দামেও ওটা বিক্রি করতে রাজি হয়নি।'

'কিন্তু তুমি তো জানো না ওটা কোথায়। সেটার কথা ভেবে দেখেছ? আইন অনুযায়ী তোমাকে প্রতি বছর কিছু কাজ করতে হবে ওটা রাখতে হলে। যদি কোন কাজ না করো এমনিতেই ক্লেইমটা তুমি হারাবে। ওটা কোথায় সেটাই যখন তুমি জানো না কাজ করবে কিভাবে?'

গোয়েন নিজের চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসল। কথাগুলো সবই সত্যি। তার মাথাতেও ওসব চিন্তাগুলো উঁকি দিয়ে গেছে। দারুণ অসহায় বোধ করছে। যদি কোনভাবে—যদি সে স্যামের সাথে কথা

বলতে পারত!

'আমাকে একটু ভেবেচিন্তে দেখতে হবে,' বলল সে। 'কিন্তু আমার করণীয় কি আছে?'

'একটা কাগজে লিখে সই করে দাও যে তুমি ওটা আমাদের কাছে বিক্রি করছ। আর ওই লোকের পিস্তলটা তুলে নাও। ওটার একেবারে কাছেই রয়েছ তুমি, কেবল হাত বাড়িয়ে ওটা তুলে নিলেই হলো। লোকটা একজন আউটল, ম্যাম। তোমাকে বিপদে ফেলবে সে।'

কিন্তু ওই লোকগুলোই তার বাবাকে খুন করেছে! এটা সে ভুলতে পারছে না। ওরা ওটা অস্বীকার করারও প্রয়োজন বোধ করেনি।

চোখ তুলে স্যামের দিকে তাকিয়ে একটা না-বাচক সামান্য মাথা নাড়া দেখতে পেল গোয়েন। 'আমি ভেবে দেখব,' বলল সে।

ওর পিস্তলটা যদি সে তুলেও নেয়, তারপরে কি হবে? তার বাবার মতই এই লোকটাকেও ওরা খুন করবে। কিন্তু তাতে আর কি আসে যায়? হঠাৎ তার মনে পড়ল! ওই বিশাল নিঃসঙ্গ লোকটা তাকেই বিশ্বাস করে সময় মত জাগিয়ে দেয়ার ভার দিয়ে একদল খুনীর মাঝে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে।

ওই রহস্যজনক বস্‌টা কখন আসবে? পটসকে কতদূর যেতে হয়েছে ওকে আনতে? আর কতটা সময় গোয়েন পাবে?

গানটা যদি গোয়েনের হাতে থাকে? তাহলে তো সে নিজেই একটা সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে থাকবে! তার কথাই ওদের শুনতে হবে। কিন্তু সে কি ওই বিশাল লোকটাকে কথা বলাতে পারবে? গোয়েন জানে এটা তার পক্ষে অসম্ভব হবে। কিন্তু এই লোকগুলোর পক্ষে তা অসম্ভব নাও হতে পারে। শর্টির চোখে ঘুমন্ত লোকটার প্রতি নিদারুণ ঘৃণার ভাবটা সে ঠিকই লক্ষ করেছে।

ভীত মনে একাকী স্টেজ স্টেশনে বসে কঠিন চেহারার

লোকগুলোর মুখ লক্ষ করছে গোয়েন। একঘণ্টা আগেও ওদের কাউকে সে দেখেনি। এখন এই লোকগুলোর ওপরই তার জীবন-মরণ নির্ভর করছে।

নিজের হাত দুটোর দিকে তাকাল গোয়েন। বারের পিছনে বারটেন্ডার শব্দ করে একটা গ্লাস নামিয়ে রেখে আরেকটা পালিশ করার জন্যে হাতে তুলে নিল। তারপর দূরে হালকা ঘোড়ার খুরের শব্দ ওর কানে পৌঁছল। এবং হঠাৎ—সে নিজেও জানে না কেন—লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বিশাল লোকটার পিস্তল তুলে নিয়ে পিছিয়ে গেল সে।

কিন্তু একইসাথে, এক সেকেন্ড আগেও যে বেঘোরে ঘুমাচ্ছিল, সে বিড়ালের মতই পুরোপুরি জেগে দেয়ালের কাছে সরে দাঁড়াল। প্রথমে মেয়েটার দিকে চেয়ে পরে কামরার বাকি সবাইকে দেখল সে। 'পিস্তলটা আমাকে দাও!' কর্কশ গলায় বলল সে।

'না।'

শর্টি লোগান হঠাৎ বিজয়ীর মত উল্লাসে হেসে উঠল। 'এখন তোমার কেমন ঠেকছে, বাছা?' বলল সে। 'এখন দেখো কে শো চালায়!'

'ওটা আমার কাছে দিয়ে দাও, ম্যাম,' নরম সুরে অনুরোধ করল এড। 'আমি নেব ওটা।'

আবার পিছিয়ে গেল মেয়েটা। 'না। তোমরা কেউ আমার কাছে আসবে না!'

বারটেন্ডারের চোখে পরিষ্কার আতঙ্কের চিহ্ন দেখতে পেয়ে গোয়েনের মনে সন্দেহ জাগল। সে কি তবে ভুল করেছে? তার কি ঘুমন্ত লোকটাকে জাগানোই উচিত ছিল? ঘোড়া দুটো দরজার সামনে এসে থামার শব্দ হলো।

প্রথমে পটস ঢুকল, পরে আরেকজন। বিশাল চওড়া লোকটার

মুখ। ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে নিচের দিকে নামানো গোঁফ। ছোট ছোট দুটো ধূর্ত নীল চোখ। এক নজরে ভিতরের পরিস্থিতিটা বুঝে নিয়ে একটু হাসল সে।

ওর চোখ দুটো ধীরে ফ্রিসকোর ওপর গিয়ে স্থির হলো। 'বন্ধু, দেখা যাচ্ছে তুমি এখন দর কষাকষির সুযোগ হারিয়ে ফেলেছ। তুমি জানো ক্লেইমটা কোথায়?'

'নিশ্চয় জানি,' ধমকে উঠল সে। তারপর ঠোঁটের কোনা দিয়ে মেয়েটাকে বললঃ 'পিস্তলটা জলদি আমাকে দাও, বোকা মেয়ে!'

'দিতে গেলেই আমি ওকে গুলি করব,' হুমকি দিল লোগান। 'আমি এখনও কোন মেয়েকে গুলি করে মারিনি বটে, কিন্তু কসম খেয়ে বলছি, আমি ওকে মেরে ফেলব। তারপর তোমাকে মারব।'

'হ্যাঁ, একটা মেয়েকে হত্যা করার মত দ্রুত তোমার হাত চলবে, শর্টি।' রেডের স্বর অবজ্ঞা আর ঘৃণায় ভরা। 'কোনদিন পূর্ণবয়স্ক পুরুষের বিরুদ্ধে লড়েছ?'

রাগে শর্টির নাক ফুলে উঠল—পিস্তলের মুখ রেডের দিকে ঘুরাল সে। 'তোমাকে—!'

'লোগান!' গোঁফওয়ালা লোকটা এক পা আগে বাড়ল। 'গুলি করলে আমি নিজের হাতে তোমাকে খুন করব! বোকার মত কাজ কোরো না!'

স্তব্ধ নীরবতার মাঝে একটু সময় কাটল। 'শোনো, রেড,' শান্ত স্বরে বলল লোকটা, 'কাজের কথায় আসা যাক। আমি বুঝতে পারছি তুমি ফেরারী—পালিয়ে বেড়াচ্ছ। বাইরে তোমার ঘোড়াটা আমি দেখলাম। ভাল ফাস্ট ঘোড়া এবং ওটা অনেকদূর এসেছে। ওই ব্র্যান্ড আমি চিনি। লিঙ্কন কাউন্টির রিডোসোর ঘোড়া ওটা। ওই আউটফিটের লোকজনের সাথে জানাশোনা না থাকলে ওটা তোমার

পাওয়া অসম্ভব। আর ওরা যদি তোমাকে ঘোড়াটা দিয়ে থাকে তবে তুমি একজন আউটল।'

'তাতে কি?'

পা দুটো সামান্য ফাঁক করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেড ফ্রিসকো। ঘরের কে কোথায় আছে সতর্ক চোখে দেখে নিয়েছে সে। টেবিল আর চেয়ারগুলোর অবস্থানও ওর মনে গাঁথা হয়ে গেছে।

'তার মানে আমরা একটা সমঝতায় আসতে পারি,' বলল তামাটে রঙের গোঁফধারী লোকটা। 'বলো ক্লেইমটা কোথায়, আমি তোমাকে এক হাজার ডলার দেব।'

শব্দ করে হেসে উঠল রেড। 'ঠাট্টা করছ?'

'তোমার ভালর জন্যেই বলছি,' বলল লোকটা। ওর গলার স্বর অত্যন্ত স্বাভাবিক। উত্তেজনার লেশমাত্র নেই। 'তা না করলে তুমি এখান থেকে জীবন্ত বেরোতে পারবে না। মেয়েটাও না।'

রেড আর গোয়েনের মধ্যে দূরত্ব সাত-আট ফুট। বাকি সবাই ওদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার সব থেকে কাছে রয়েছে এড রাইস। পটস আর বাকি সবাই রয়েছে রেডের কাছাকাছি।

'তাহলে তুমি দশ লাখ ডলার হারাবে।' মুখ টিপে হাসল রেড। 'আমাকে হাসালে তুমি। এই মুহূর্তে কত জন লোক হারানো খনির খোঁজে ওই পাহাড়গুলোতে ঘুরে-ফিরছে? সারা জীবন ধরে কত লোক ওই একই কাজ করবে? মিস্টার, তুমিও যেমন জানো, আমিও জানি, একবার একটা মাইন হারিয়ে গেলে সেটা আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এদিক দিয়ে সোনার মত লজ্জাবতী আর কিছুই নয়। আমাকে মেরে ফেললে সারা জীবন খুঁজলেও ওই খনি আর তুমি খুঁজে পাবে না।'

'আমরা ওর মুখ থেকে কথা আদায় করে নেবো,' প্রস্তাব দিল শর্টি।

হাসল রেড ফ্রিসকো। 'তোমার তাই ধারণা? তুমি একটা দশ

বছরের ছেলেকেও কথা বলাতে পারবে না। অ্যাপাচিরা একবার দু'দিন ধরে আমার ওপর নির্যাতন চালিয়েছিল। আমি এখনও টিকেই আছি।'

ওদের বস্ ভাল করে ওকে খুঁটিয়ে দেখল। 'তুমি কে, রেড? মনে হচ্ছে তোমার পরিচয় আমার চেনা উচিত।'

'না, চিনবে না, হয়ত গল্প শুনে থাকতে পারো। সত্যিকার পুরুষদের সাথে চলাফেরা আমার—কয়োটিদের সাথে নয়।'

একটু আড়ষ্ট হলো বস্। চোখ দুটো আরও সরু হলো। 'মুখে অনেক বড় বড় বুলি শোনালে—কিন্তু ওই মেয়েটার ওপর অত্যাচার চালালে তুমি কতক্ষণ মুখ বুজে থাকতে পারবে?'

কাঁধ উঁচাল ফ্রিসকো। 'তাতে আমার কি ক্ষতি হবে? মেয়েটা সুন্দরী তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু এখানে আসার আগে ওকে আমি কখনও দেখিনি। সে আমার কেউ নয়। ওর ওপর নির্যাতন করলে তোমাদের বৃথা কষ্টই করা হবে। অন্যের বিপদে আমি কতটা নির্বিকার থাকতে পারি দেখলে তোমরা অবাক হবে।'

'ওকে দেখতে যতটা শক্ত মনে হয় আসলে তত শক্ত ও নয়,' বলল লোগান। 'মেয়েটাকেই বানানো যাক, দেখি ও কি করে।'

'না,' বলল ওদের বস্, 'আমার মনে হয় না—' থেমে গেল সে। রেডের আশ্বস্ত হওয়ার ভাব নিশ্চয় ওর চোখে কিছুটা প্রকাশ পেয়েছিল। হঠাৎ মত পালটে সে বলল, 'ঠিক আছে, শর্টি, তাই করো। তুমি—'

মেয়েটার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নেয়ার জন্যে হাত বাড়াল রাইস। গোয়েনের হাত কেঁপে উঠল। গুলি ছুঁড়ল মেয়েটা। একই সাথে রেড ফ্রিসকো লাফ দিল।

বিড়ালের মত দ্রুত গতিতে এক লাফে কামরার মাঝখানে চলে এল সে। ওর ঝাঁপিয়ে পড়া কাধের ধাক্কায় পট্স্ ছিটকে গিয়ে বসের ওপর পড়ল। বারের সাথে বাড়ি খেল ওরা। রেডের আকস্মিক আক্রমণে

মেয়েটার দিক থেকে সরে মাঝখানে চলে এল সবার আকর্ষণ। লম্বা ঝাঁপ দিয়ে টাল সামলাতে না পেরে একটা চেয়ারের সাথে ধাক্কা খেল রেড। কিন্তু ততক্ষণে শার্টের ভিতর হাত ঢুকিয়ে একটা দ্বিতীয় পিস্তল বের করে ফেলেছে সে।

রেডের প্রথম গুলিটা লাগল লোগানের পেটে। এক পা পিছিয়ে গেল সে, চোখ দুটো কাঁচের চোখের মত দেখাচ্ছে। গুলির শব্দের সাথে আগুনের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। লাফিয়ে উঠে সামনে এগোল রেড। একটু টলছে সে। প্রত্যেকটা গুলি সাবধানে জায়গা বাছাই করে করছে। বারুদের কড়া গন্ধে ঘরটা ভরে উঠেছে। হঠাৎ কামরাটা আবার নীরব হয়ে গেল।

কেবল ওদের বস্ নিজের পায়ে খাড়া রয়েছে। আর এড রাইস দু'হাত শূন্যে তুলে মেয়েটার কাছ থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। বসের বাম কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছে। শর্টি লোগান চিৎ হয়ে পড়ে আছে। ওর খোলা চোখ দুটো শূন্য দৃষ্টিতে ছাদের দিকে চেয়ে আছে।

পটস বারের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ওর হাতের কাছে একটা পিস্তল। ওর শার্টের বুক পকেটটা রক্তে গাঢ় লাল হয়েছে। বারের ওপর এখনও রক্ত ঝরছে ওর মৃতদেহ থেকে।

দ্রুত এগিয়ে দ্বিতীয় পিস্তলটা যেখানে পড়েছিল সেখান থেকে তুলে নিল রেড। 'পনেরো হাজার, বস্,' নিচু স্বরে বলল রেড্। 'আমি যা জানি সব তোমাকে বলব। মেয়েটার বাবা মরার আগে যে ম্যাপটা এঁকে দিয়েছে সেটাও তোমাকে দেব।' একটা পিস্তল খাপে ভরল ফ্রিসকো। 'জলদি করো,' তাড়া দিল সে, 'আমার হাতে বেশি সময় নেই।'

বসের দিকে তাকাল স্যাম। 'টাকাটা কি সিন্দুক থেকে বের করে আনব, জেমস?'

জেমসের গলার স্বর ফ্যাঁসফ্যাঁসে শোনাল। 'হ্যাঁ।' এক হাতে নিজের রক্তাক্ত কাঁধ চেপে ধরে আছে লোকটা। সে আবার বলল, 'আমার কাঁধটার একটা ব্যবস্থা আগে করতে দাও, নইলে রক্ত ঝরেই মারা পড়ব আমি।'

'পরে,' বলল রেড। সিন্দুক থেকে টাকা নিয়ে ফিরে এল স্যাম। 'এই স্টেজ স্টেশনের মালিক কি জেমস?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল স্যাম।

'তাহলে তো এখানে তোমার চাকরির মেয়াদ শেষ।'

'শুধু কি তাই?' টাকার ছোট দুটো বস্তা বারের ওপর রাখল সে। 'তোমরা গেলেই ওরা আমাকে খুন করে ফেলবে।'

'তাহলে যাও, দুটো ঘোড়ার পিঠে জিন চাপিয়ে তৈরি করো। একটা তোমার জন্যে অন্যটায় মেয়েটা যাবে।'

'মিস,' হাতের ইশারায় গোয়েনকে কাছে ডেকে পকেট থেকে একটা কাগজ বের করল ফ্রিসকো। 'তোমার বাবার হাতে আঁকা এই ম্যাপটার ওপর পনেরো হাজার ডলারে ক্লেইমটা বিক্রি করছ বলে লিখে সই করে দাও।'

'কিন্তু—' প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল গোয়েন, কিন্তু রেডের ধমকে মাঝপথেই থেমে গেল সে।

'জলদি!' চড়া সুরে বলল ফ্রিসকো। 'আমি যা বলছি তাই করো!'

রেড দেখল দুটো জিন চাপানো ঘোড়া নিয়ে দরজার সামনে হাজির করেছে স্যাম। ওর উদ্দেশে চিৎকার করে সে বলল, 'এড রাইসকে বেঁধে ফেলো। জেমকে বাঁধার দরকার নেই। ও যতক্ষণে বাঁধন খুলে এডকে মুক্তি দিয়ে নিজের কাঁধ ব্যান্ডেজ করবে ততক্ষণে আমরা অনেক দূর এগিয়ে যাব। ওরা যদি পিছু নেয় ওদের মেরে ফেলব আমি।'

ম্যাপটা হাতে নিয়ে হঠাৎ হেসে উঠল জেমস। 'আহত কাঁধের

ব্যথা আমি এর বিনিময়ে ভুলতে পারব,' বলল সে। 'এই ক্লেইমটার দাম অনেক।'

সোনা, প্যাকেট করা লাঞ্চ আর দুই বোতল পানি নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা।

রেড বলল, 'জোরে ঘোড়া ছুটাও! দ্রুত অদৃশ্য হতে হবে!'

আড় চোখে ওর দিকে চেয়ে চেহারা দেখে আতঙ্কিত হল গোয়েন। 'তুমি! তুমি আহত হয়েছ!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

হাসিতে ওর চওড়া মুখে একটা ভাঁজ পড়ল। 'নিশ্চয়! কিন্তু সেটা ওদের বুঝতে দিতে সাহস পাইনি। কয়েক মাইল এগিয়ে চলো। আমি টিকে থাকতে পারব।'

একটা ঝর্নার কাছে থেমে ক্ষতটায় ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল গোয়েন। পেটের পাশে গভীর গর্ত কেটে বেরিয়ে গেছে একটা গুলি। ওটার থেকে অনবরত রক্ত ঝরছিল। অবাক চোখে মেয়েটার ব্যান্ডেজ বাঁধার কাজ লক্ষ করল রেড।

'তুমি সত্যিই কাজের মেয়ে, ম্যাম। তুমি সাথে থাকলে কারও অসুবিধা হবে না।'

'পুবে আমি একজন ডাক্তারের সহকারীর কাজ করতাম।'

আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে ট্রেইল ছেড়ে বনের ভিতর দিয়ে এগোল ওরা। স্যাম ওদের পাশাপাশি চলেছে। একটা কথাও বলছে না। ওর গোল মুখটা গম্ভীর।

'ও, হ্যাঁ,' হঠাৎ বলল রেড। 'একটা কথা তোমাকে আমার জানানো উচিত। আমি তোমার বাবার ক্লেইমটা নিজেই দেখতে গেছিলাম। সে ভুল বুঝেছিল, ম্যাম, ওটার দাম দশ লাখ তো দূরের কথা পনেরো বিশ হাজারের বেশি কোনমতেই হবে না।'

অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল গোয়েন। 'তার মানে?'

'তোমার বাবা একটা মাইনিঙের লোক ছিল না। সে যা পেয়েছিল সেটা সোনার খনি নয়—একটা ছোট পকেট। তবে ওখানকার আকর অন্যান্য খনির আকরের চেয়ে অনেক খাঁটি।'

'তাহলে—'

'তাহলে তুমি ওটা রাখলে কঠিন পরিশ্রমের পর পনেরো হাজার ডলারই পেতে। কিন্তু সেটা তুমি বিনা পরিশ্রমে পেয়ে গেলে।'

'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম—'

সশব্দে হেসে উঠল রেড। 'ম্যাম, আমি কোন মেয়ের থেকে কখনও কিছু চুরি করিনি। মিথ্যা লোভ দেখিয়েছি বটে, কিন্তু জেমসকেও আমি ঠকাইনি। কঠিন পরিশ্রমের পর সেও তার পনেরো হাজার ফেরত পাবে।'

দু'দিন পর কন্টিনেন্টাল ডিভাইডের চূড়ায় উঠে দূরে একটা শহরের চিমনির ধোঁয়া ওদের চোখে পড়ল। রকি পর্বতমালাই উত্তর-দক্ষিণে পুরো উত্তর আমেরিকাকে দুভাগে ভাগ করেছে। ওই পর্বতমালার পশ্চিমের নদীগুলো প্রশান্ত মহাসাগরে আর পুবেরগুলো আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে। তাই ওটার আরেক নাম কন্টিনেন্টাল ডিভাইড।

ঘোড়ার লাগাম টেনে চূড়ার ওপর থেমে দাঁড়াল ফ্রিসকো। 'তোমাদের থেকে এখানেই আমি বিদায় নিচ্ছি,' বলল সে। 'আমার ট্রেইল ওই দিকে গেছে।' উত্তর দিকে দেখাল সে। 'তুমি মেয়েটাকে শহরে নিয়ে যাও, স্যাম। ওকে একটু দেখেশুনে রেখো।'

প্রৌঢ় লোকটা মাথা ঝাঁকাল। 'তুমি কোন্‌দিকে যাচ্ছ, রেড? রূস্টে?'

মুখ তুলে তাকাল রেড। ওর চোখে কৌতুক।

'হ্যাঁ। তুমি আমাকে চেনো?'

'নিশ্চয়। তোমাকে আমি আগেও দেখেছি, টাসকোসায়।'

ক্ষণিকের জন্যে মেয়েটার দিকে তাকাল সে। 'টাকাটা সামলে খরচ কোরো, ম্যাম।' হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে উত্তরে রওনা হলো রেড।

পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে কালো ঘোড়াটাকে কয়েকবার দেখা গেল। তারপরে সম্পূর্ণ চোখের আড়ালে চলে গেল।

বড়বড় চোখে ওদিকে তাকিয়ে রইল গোয়েন। ওর চোখ দুটো অকারণেই একটু ভিজে উঠেছে।

'ও—ও একজন ভাল লোক, তাই না?' নরম সুরে বলল সে।

'হ্যাঁ, সত্যিই ভাল লোক,' জবাব দিল স্যাম।

'তুমি রুস্টের নাম নিলে। রুস্টটা কি?'

কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলার পর সে বলল, 'রবার্স রুস্ট, ম্যাম। ওট আউটল লোকজনের আস্তানা। ইউটার বিজন ক্যানিয়ন এলাকা ওটা ওই ট্রেইল ধরে গেলে ওখানেই পৌঁছবে ও।'

'তুমি ওকে আগে থেকেই চিনতে?'

'চেহারায় চিনি, ম্যাম। আগেও একবার টাসকোসায় ওকে আমি অ্যাকশনে দেখেছি। অন্যায় সহ্য করতে না পেরে নিজের হাতেই আইন তুলে নিয়েছে বলে সে আজ আউটল। উনিশ জন—না, ওই দুজন নিয়ে একুশ জন লোককে হত্যা করেছে ও। লোকে বলে ও খুব খারাপ লোক।'

'একজন ভাল খারাপ লোক,' বলে উত্তর দিকে তাকাল গোয়েন। একবার দূরে একটা নীলচে রিজের ওপর মনে হলো একজন আরোহীকে সে পার হতে দেখল।

হয়ত ওটা তার চোখের ভুলও হতে পারে।